সানুবাদঃ

কুলতন্ত্রার্ণবঃ।

শ্রীসর্ব্বানন্দমিশ্রসংগৃহীতঃ।

কলিকাতাশোভারামবসাকষ্ট্রীট্স্থ

১৫।১ সংখ্যকভবনাবস্থিতমেদিনীপুরপ্রাদেশিক-

ব্রাহ্মণসভাকেন্দ্রসভাতঃ প্রকাশিতঃ।

কলিকাতামাণিকতলাষ্ট্রীট্স্থ

৪৭ সংখ্যকভবনাবস্থিতকুসুমিকাযন্ত্রেণ

শ্রীআশুতোষদত্তেন মুদ্রিতঃ।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দীয়কার্ত্তিকস্য ত্রিংশ দিবসে।

[মূল্যম্ আনকাষ্টকম্।]

উৎসর্গ-পত্র।

এই কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থ স্বর্গীয় সুখদাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পবিত্র নামে উৎসৃষ্ট হইল।

স্বর্গীয় মহাত্মন্!

আপনি বহু পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ইহা মুদ্রিত করিবার জন্য সমধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে আপনার আশা পূর্ণ না করিয়াই পরলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে এই গ্রন্থের প্রচার দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ

'মেদিনীপুর প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসভা'র সভ্যগণ।

ভূমিকা।

যে ব্রাহ্মণসভা হইতে এই কুলগ্রন্থটী মুদ্রিত হইল, সেই সভার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৩৬ শকাব্দে (১৯১৪ খ্রীঃ) খড়্গপুর ষ্টেশনের সন্নিহিত বলরামপুর গ্রামে ক্ষত্রিয়বংশজ ৺বস্তিনারায়ণ শূর মহাশয়ের তুলামেরুদানোপলক্ষ্যে মেদিনীপুর জেলার প্রায় সকল সদ্‌ব্রাহ্মণশ্রেণীর অধ্যাপক ও অন্যান্য বহুসংখ্যক বৈষয়িক ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় কতিপয় স্বজাতিবৎসল মহাত্মগণের উদ্যোগে স্বনামধন্য অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'মেদিনীপুর ব্রাহ্মণসভা'র ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। উক্ত সভা মেদিনীপুর সহরে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রয়াস করেন, কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশের ঔদাসীন্যবশতঃ উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মেদিনীপুরে উক্ত উদ্দেশ্যে দুইবার সভা আহ্বান করিয়া দেখা গেল যে, অনেকে মুখে সহানুভূতি দেখাইতে পশ্চাৎপদ নহেন, কিন্তু কার্য্যে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহেন; সুতরাং মেদিনীপুরে কেন্দ্রসভা না হইয়া অন্যত্র কেন হইল এই অনুযোগ যাঁহারা করেন, তাঁহারাই ইহার জন্য দায়ী। যদি এই মুহূর্ত্তে মেদিনীপুরে কেন্দ্রসভা স্থাপন করিয়া সভার কার্য্য করিতে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ সম্মতিপ্রকাশ করেন, সভার সভ্যগণ তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন।

কালমাহাত্ম্যে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উদয় হইয়াছে ও দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ যদি এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রতিজ্ঞারূঢ় না হন এবং স্ব স্ব সন্তানগণকে নিষ্ঠাবান্ ও ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ করিবার জন্য প্রাণপণে

যত্ন না করেন, যদি সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া স্ব স্ব সন্তানগণকে শূদ্রভাবাপন্ন করিবার জন্য এখনও সমুৎসুক হইয়া উঠেন, তাহা হইলে আর্য্য ঋষিগণের প্রতিষ্ঠিত ও বহুকল্যাণের নিদান-ভূত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিনাশ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া ভারতীয় হিন্দুসমাজ কিরূপ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল তাহা স্মরণ করুন, সেই সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিরূপ শান্তির সহিত কালযাপন করিতেছিল তাহা মানসনেত্রে অবলোকন করুন, বুঝিতে পারিবেন চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজের স্থান কত উচ্চে। বুঝিতে পারিবেন কত বাত্যা ঝঞ্ঝাবাত ভারতবর্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দুর্গে থাকিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে। প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম, প্রাচীন শিরিয়া, প্রাচীন বাবিলোনিয়া আজ কোথায়? তাহাদের সেই প্রাচীন জাতি ও সভ্যতা কোথায়? জগদ্ভক্ষক কাল সে সকল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আর হিন্দুসমাজ এখনও স্বীয় ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া প্রাচীন উত্তরাধিকার ও সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। হিন্দুসমাজের শত্রুগণ বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে পারিলেই হিন্দুর ব্যক্তিত্ব লোপ পাইবে। তাহারা ইহাও বুঝিয়াছে যে, ব্রাহ্মণই এই সমাজদেহের মেরুদণ্ড; ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই হিন্দুর নাম বিলুপ্ত হইবে। তাহারা এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণকুমারকে কঠোর তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মচারিজীবন হইতে টানিয়া আনিয়া সর্ব্বভক্ষক বিলাসী করিয়া দিয়া তাহাকে জীবন্মৃত করিয়া তুলিয়াছে, সবিষ সর্পশিশুর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে নির্জীব করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণসন্তান বাহ্য ইন্দ্রজালময় বিলাসচাক্‌চিক্যে ও ঐহিক সুখের প্রেরণায় যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য

বলিতেছি এক্ষণে চক্ষু উন্মীলন করিবার সময় আসিয়াছে। কাচমূল্যে কাঞ্চন হারাইতে বসিয়াছি ইহা বুঝিবার সন্ধিস্থলেই আমরা উপনীত হইয়াছি। জাগ্রদ্‌ভাবে পুরাতনকে বিদায় দিতেছি, অথবা চৌরে উহা অজ্ঞাতসারে চুরি করিয়া লইতে বসিয়াছে, তাহা দেখিবার দায়িত্ব আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং অবহিতচিত্তে ও কঠোর স্বার্থত্যাগ-সহকারে ব্রাহ্মণগণ ঘর সাম্‌লাইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হউন। আমাদের কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে আমাদের সমাজেই বৃত্তিবিভ্রাট ঘটিয়া কিরূপ প্রতিযোগিতা ও অশান্তি আসিয়া সমাজদেহকে জর্জ্জরিত করিতেছে তাহা অনুধাবন করুন। আর যে সকল দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নাই, যে সকল দেশে আর্য্য ঋষিগণের চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, সেই সকল দেশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন কি রূপ হাহাকার উঠিয়াছে, কিরূপ ইহকালই মানুষের সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিরূপ অনায়াসে মানুষ মানুষকে গিলিতেছে, কিরূপ টাকায় টাকায় ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে, কিরূপ সমাজ ও নীতি পদদলিত ও মনুষ্যসমাজ কঙ্কালময় কবন্ধের তাণ্ডবনৃত্যের অধিষ্ঠানভূমি হইয়াছে। ইহার মধ্যে দেখিবার, বুঝিবার, তুলনা করিবার ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবার বহু উপাদান আছে। অতএব ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বপুরুষগণের মহীয়সী শক্তি, প্রভূত সম্মান ও সর্ব্বোপরি জীবহিতৈষণার কথা স্মরণ করিয়া সময় থাকিতে তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রাণপণে যত্নবান্ হউন।

মেদিনীপুর জেলার সকল সদ্‌ব্রাহ্মণগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবালক-গণের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সদাচাররক্ষা ও শিক্ষাবিস্তার, প্রধানতঃ এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া সভা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, সভার সহিত রাজনীতির অণুমাত্রও সংস্রব নাই। এক্ষণে সভা কলিকাতা ১৫।১ নং শোভারাম বসাক ষ্ট্রীটে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন

করিয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠনপূর্ব্বক গত এক বৎসর কার্য্য করিতেছেন। সভার সাহায্যে একটী রাঢ়ীয়, দুইটী মধ্যদেশী রাঢ়ীয় ও একটী দাক্ষিণাত্য বৈদিক ছাত্র কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন; আর একটী বৈদিক ছাত্র সভার সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু আগমন করেন নাই। সভার উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলায় কতিপয় শাখাসভাও স্থাপিত হইয়াছে।

এক্ষণে সংক্ষেপে গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। এই কুলগ্রন্থে মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া হোসেন সাহর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের একটী সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গলার কৌলীন্যের সুবিস্তৃত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। বঙ্গদেশে কিছুদিন হইতে প্রাচীন বিজ্ঞ ঘটক মহাশয়দিগের তিরোধান হওয়ায় কুলচর্চ্চার বিশেষ অভাব হইয়াছে। কেহ বলিতে পারেন, কৌলীন্যের অত্যাচারে সমাজ হাড়ে হাড়ে জ্বলিতেছে, এখন আবার এ সকল পুস্তকের প্রয়োজন কি? উত্তর এই যে, তাহা কৌলীন্যের অপরাধ নহে। রাজা বল্লালসেন আচারাদি নবগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে কৌলীন্যমর্য্যাদা দিয়াছিলেন। যে সমাজে বহু গুণবান্ ব্যক্তি বিরাজ করেন, তাহা আদর্শসমাজ। তাঁহাদিগের অনুকরণে সাধারণ জনগণের চরিত্রও ক্রমশঃ উন্নত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। এই লোকহিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়াই মহারাজ বল্লালসেন গুণী ব্রাহ্মণগণের কুলমর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু কালের কুটিলচক্রে উত্তমও অধমে পরিণত হইয়া যায়। সেই পরম কল্যাণকর কুলপ্রথা কালক্রমে গুণগত না থাকিয়া বংশগত হইয়া বিষম অনর্থ আনয়ন করিল। দেবীবর ঘটক মহাশয় আবার তাহাকে ৩৬ মেলের নাগপাশে বন্ধন করিয়া বিষম অনর্থ আনয়ন করিলেন। তাহার ফলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে বহুবিবাহের সৃষ্টি হইয়া সমাজকে পূতিগন্ধময় করিয়া তুলিল। এই প্রসঙ্গে ৺বিদ্যা-সাগর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"দেবীবর যে যে ঘর লইয়া মেলবন্ধন

করেন, সেই সেই ঘরে আদানপ্রদান ব্যবস্থাপিত হয়। মেলবন্ধনের পূর্ব্বে কুলীনদিগের আট ঘরে পরস্পর আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ বলিত। তৎকালে আদানপ্রদানের কিছুমাত্র অসুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না। এক্ষণে অল্প ঘরে মেলবন্ধ হওয়াতে কাল্পনিক কুলরক্ষার্থে একপাত্রে অনেক কন্যাদান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এইরূপে দেবীবরের কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহের সূত্রপাত হইল।"

পূর্ব্বে কুলীনে ও শ্রোত্রিয়ে আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। নুলো পঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠী কথায় বলিয়াছেন,—

"মেলের কৌলীন্যে কত মলিনতা দেখি।
তাই বলি কন্যাগত কুল নাহি রাখি॥
পুত্রগত কুলে রক্ষা হয় কিছু ধর্ম্ম।
কুলীনে শ্রোত্রিয়ে পালটী ছিল কুলকর্ম্ম॥
ইহা দেখি লক্ষ্মণ বাঁধিল সপর্য্যায়।
দেবীমতে অদত্তা কন্যা পিতৃপর্য্যায়॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে ছিল সর্ব্বদ্বারী, নাম আছে সারি সারি,
পরিবর্ত্ত কুলীনশ্রোত্রিয়ে।"

ইহাতে স্পষ্ট জানা গেল যে, গুণের প্রতি অবহেলা করিয়া কেবল বংশ লইয়া টানাটানি করিবার ফলে বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে যত অনর্থের আবির্ভাব হইয়াছে।

এক্ষণে গ্রন্থকারের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ইনি প্রসিদ্ধ ঘটকবিশারদ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র। ইহাঁর

পিতা ১৪০৭ শাকে অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি গ্রন্থারম্ভে স্বয়ং বলিয়াছেন যে, আমি ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে নানাবিধ কুলগ্রন্থ আলোচনা করিয়া তাহার সারসংগ্রহরূপ এই 'কুলতত্ত্বার্ণব' নামক কুলগ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। ইনি বিখ্যাত ঘটকের পুত্র, সুতরাং বহুবিধ কুলগ্রন্থ আলোচনা ও তাহা হইতে সত্যনির্ণয়ের সুযোগ ইহাঁর যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমাদের তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা কদাচিৎ দুই একখানি কুলগ্রন্থের অংশবিশেষ দেখিতে পাই। তাহাতে একটীর সহিত আর একটীর কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য দেখিলে তাহার কোথায় সিদ্ধান্ত আছে, কোন্‌টী কি অভিপ্রায়ে ও কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ি। এই নিমিত্ত ইহাঁর নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। ইহাঁর এই সরল ইতিহাসটী পাঠ করিলে অনেকগুলি জটিল বিষয়ের মীমাংসা সহজে হইয়া যায়। যে সকল বিষয় লইয়া বহুদিন হইতে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার একটা সুন্দর মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রমাণ আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইতেছি। এই আলোচনায় আমরা কোন সমাজের প্রতি অণুমাত্র পক্ষপাত দেখাইব না; যে বিষয়ে যে পরিমাণে প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তদনুসারেই সেই বিষয় নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিব।

গ্রন্থকার কতকগুলি ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সে গুলি বর্ত্তমান ইতিহাসপুস্তক সকলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, ইনি কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না, প্রত্যুত কিংবদন্তী ও প্রকৃত ইতিহাসের পার্থক্য জানিতেন। ইনি যে কয়েকটী রাজার রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও যে কয়েকটী অভিনব বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) আদিশূর।

তত্ত্বার্ণবকারের মতে মহারাজ আদিশূর ৬৭৫ শাকে অর্থাৎ ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়প্রণীত যে "ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস" খানি ডিরেক্টার মহোদয়ের আদেশে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্যরূপে চলিতেছে, তাহাতে আদিশূরের কাল ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি এই সময়টী আদিশূরের রাজত্বের প্রারম্ভকাল ধরা যায়, তাহা হইলে তিনি ২১ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়; সুতরাং কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। আর যদি উহা ব্রাহ্মণ আনয়নেরই কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ২১ বৎসরের পার্থক্য ঘটে। ঐতিহাসিক মাত্রেই ইহা স্বীকার করেন যে, প্রাচীন ঘটনার কাল নিরূপণে অপরের সহিত ২০।২৫ বৎসরের পার্থক্য ধর্ত্তব্যই নহে। বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও ঈদৃশ ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে। যাঁহারা আদিশূরের রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দী নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মত গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা আছে বলিয়া উহা গ্রাহ্য নহে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় "মানসী"তে লিখিয়াছেন,—"অবশ্যই একাদশ শতাব্দে ব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূরের কাল ধরিয়া লইলে তাঁহাকে গৌড়মণ্ডলে অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও বিহারের একচ্ছত্র মহারাজ, পার্শ্ববর্ত্তী কামরূপ কালিদের অধিরাজ এবং বাঙ্গলার বৈদিক ধর্ম্মসংস্থাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ একাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে পাল নরপালগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং শেষ-ভাগে বরেন্দ্রে প্রজাবিদ্রোহের ফলে বর্ম্মন্ এবং সেনবংশের অভ্যুত্থানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এ সময়ে শূররাজের প্রাচ্যভারতে সার্ব্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না এবং ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে এ দেশে বহু বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণও ছিল।" সুতরাং তত্ত্বার্ণবে নির্দ্দিষ্ট আদিশূরের রাজত্বকাল সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

(২) বল্লালসেন।

সর্ব্বানন্দমিশ্র বলিয়াছেন মহারাজ বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া ১১০৩ শাকে অর্থাৎ ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে একখানি কুলগ্রন্থ রচনা করেন। যোগীন্দ্র বাবু তদীয় ইতিহাসে ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দ বল্লালের রাজত্বকাল নিরূপণ করিয়াছেন। যদি উহা রাজত্বের আরম্ভ কাল হয়, তাহা হইলে তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর কুলগ্রন্থ রচনা করেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং এ স্থলেও তত্ত্বার্ণবে ও বর্ত্তমান ইতিহাসে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

(৩) দনৌজা মাধব।

তত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে রাজা মাধব ১২১১ শাকে অর্থাৎ ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। যে সময় বাদসাহ নাসীর উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, সেই সময় গৌড়ে দনৌজা মাধব নরপতি ছিলেন। যোগীন্দ্র বাবুর ইতিহাসে নাসীর উদ্দীনের রাজত্বের অবসানকাল ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বাদসাহের মৃত্যুর পর রাজা মাধব আরও ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; সুতরাং এখানেও কোন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে না।

(৪) কংসনারায়ণ।

তত্ত্বার্ণবকার লিখিয়াছেন রাজা কংসনারায়ণ ১৩২৫ শাকে অর্থাৎ ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে শোভাকরকে কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাঁর সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৪৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"রাজা গণেশের প্রকৃত নাম কংসনারায়ণ। 'কংস' মুসলমান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকের হাতে পড়িয়া 'কাণিশ,' 'গাণিশ' ও অবশেষে 'গণেশে' পরিণত হইয়াছে। ইহাঁর রাজত্বকাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।"

সুতরাং সর্ব্বানন্দের মতে রাজা কংসনারায়ণ আরও অন্ততঃ ১১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহাই বলিতে হয়। কংসনারায়ণের পুত্র যদু যে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাও তত্ত্বার্ণবকার উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা আধুনিক ইতিহাসেও উল্লিখিত আছে।

(৫) হোসেন সাহ।

তত্ত্বার্ণবে উল্লিখিত হইয়াছে হোসেন সাহ ১৪০০ শাকে অর্থাৎ ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব হন। আধুনিক ইতিহাসের মতে তাঁহার রাজত্বকাল ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং সর্ব্বানন্দের মতে তিনি আরও ১৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(৬) সপ্তশতী ব্রাহ্মণ।

এ দেশের অনেকের ধারণা সপ্তশতী এ দেশের আদিম ব্রাহ্মণ; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তত্ত্বার্ণবকার বলিয়াছেন, ইহাঁরা সারস্বত ব্রাহ্মণ। অন্ধ্রবংশীয় মহারাজ শূদ্রক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে সারস্বত-দেশ অর্থাৎ পাঞ্জাব হইতে আনাইয়াছিলেন। আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সময় ইহাঁরা আচারভ্রষ্ট ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ায় কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল।

(৭) রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

বহুদিন হইতে ইহাঁদিগের মধ্যে এক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। বারেন্দ্রগণ বলেন রাঢ়ীয়গণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের পরিণীতা সপ্তশতী

কন্যার গর্ভজাত, কিন্তু তাঁহারা নিজে ব্রাহ্মণপঞ্চকের পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীর সন্তান। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয়গণ বারেন্দ্রদিগের প্রতি ঠিক ঐরূপ দোষারূপ করেন। আরও একটী গোলযোগ এই যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-দিগের আদিপুরুষ এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন ইহাই সাধারণের ধারণা। তাঁহারা ত রাঢ়ীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ; সুতরাং বারেন্দ্রগণ যে পূর্ব্বপুরুষের নাম উল্লেখ করেন, তাহার সহিত অসামঞ্জস্য ঘটে। এইরূপে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করিবার ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে হেয় করিবার অভিপ্রায়ে ইহাঁ-দিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তত্ত্বার্ণবকারের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এ বিষয়ে সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়। তাঁহার মতে যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন, ভট্টনারায়ণাদি তাঁহাদিগের পুত্র। তাঁহারা কিছুকাল এ দেশে বাস করিবার পর মহারাজ আদিশূরের লোকান্তর হয়। তদীয় পুত্র ভূশূর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হয় নাই। তিনি কামরূপের রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত রাঢ়দেশে আসিয়া তথায় দুর্গ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসতি করেন। এই সকল ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ। ইহাঁদিগের অন্যান্য ভ্রাতারা বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের বারেন্দ্র সংজ্ঞা হয়। সর্ব্বানন্দ যে ভট্টনারায়ণাদির ভ্রাতাদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের সহিত বারেন্দ্রগণের আদিপুরুষের নামের মিল আছে। সুতরাং তত্ত্বার্ণবের বর্ণনা পাঠ করিলে আর এ বিষয়ে কোন বাদানুবাদের কারণ থাকেনা।

(৮) রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশী রাঢ়ীয় বিভাগ।

এই বিষয়টী অপেক্ষাকৃত জটিল বলিয়া ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণ সংক্ষেপে মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত।

প্রধানতঃ মেদিনীপুর জেলায় ইহাঁদিগের বাস। কেন ইহাঁদিগের মেদিনীপুর জেলায় বাস হইল, কি নিমিত্ত ইহাঁরা মধ্যশ্রেণী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন এবং ইহাঁদিগের গাঁই, গোত্র, প্রবর, উপাধি, বেদ ও শাখা অবিকল রাঢ়ীয়গণের ন্যায় হইলেও ইহাঁরা কেন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইলেন, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করাই আলোচ্য বিষয়। যেমন পাশ্চাত্য বৈদিক ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এই দুইটী নাম দেশভেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশী রাঢ়ীয় এই দুইটী নামেরও দেশভেদই একমাত্র কারণ। এই কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে ইহাঁদিগের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যখন এই শ্রেণী রাঢ়ীয় হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, সে আজ প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সুতরাং প্রকৃত ইতিহাস যে সাধারণে বিস্মৃত হইয়া যাইবে এবং নানাবিধ কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। রাঢ়ীয় সমাজে গুণগত কুল যখন কালক্রমে বংশগত হইয়া পড়িল, তখন কুলীনসমাজে বহু দোষস্পর্শ ঘটিল। কাঁটাদিয়া বন্দ্য ঈশানচন্দ্র রাজা গণেশের মন্ত্রী দত্তখাসের সভায় পুনর্ব্বার কুলকে গুণগত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কুলীনগণ ও ঘটকমহাশয়েরা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহার ফলে ৮জন কুলীনবংশীয় ও ৩২জন সিদ্ধশ্রোত্রিয় দেশত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলায় বসতি করেন। মেদিনীপুর তৎকালে রাঢ় ও উড্রের মধ্যবর্ত্তী স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল বলিয়া উহার নাম মধ্যদেশ ধরিয়া মধ্যদেশী এই আখ্যা হইয়াছিল; ক্রমে সংক্ষেপে মধ্য এই আখ্যায় পরিণত হয়। কুলরমাগ্রন্থে মধ্যদেশী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রমাণ পরে দেখাইব।

মধ্যদেশী রাঢ়ীয় বিভাগের কারণ সংক্ষেপে বলা হইল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাঁদিগের সংখ্যা ন্যূনাধিক এক লক্ষ হইবে। দেবীবর ঘটক মহাশয় ইহাঁদিগের মেলবন্ধন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাৎকালিক মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণের নেতা গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়

মহাশয় পিণ্ডরুয়ীগ্রামে সমবেত ব্রাহ্মণগণের সভাপতি হইয়া এ বিষয়ে সমবেত সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইহাতে বহু অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে বুঝিয়াই মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণ মেলবন্ধনে সম্মতি দেন নাই। ইহার ফলে ইহাঁদিগের সমাজে বহুবিবাহ প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই কার্য্যে গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে মেলবন্ধনের বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় সমাজ যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই বিদিত আছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার দশম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে আমাদিগের কথা সপ্রমাণ হইবে।

"রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মেলবন্ধনের অপকারিতা সম্বন্ধে সামাজিকগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনাদিতে যে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যদ্যপি সামাজিকগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া রাঢ়ীয়সমাজের পক্ষ হইতে পুস্তকাদি প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং বারেন্দ্রসমাজের কুলীনগণের কলিকাতা, রঙ্গপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে করণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তথাপি এ বৎসর এই কলিকাতা মোকামে বারেন্দ্রসমাজের বহু বিখ্যাত কুলীনগণের মতানুসারে বিরাট বিশাল করণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই করণে বিভিন্ন সমাজের শতাধিক কুলীন ব্রাহ্মণগণ যোগদান করিয়া স্বসমাজে শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ বিবাহের যে একটা প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; অতঃপর বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কোন প্রকার পঠীবন্ধনের (মেলবন্ধনের) বিভীষিকা থাকিবে না।" ব্রাহ্মণসমাজ, ভাদ্র, সন ১৩২৩ সাল, পৃঃ ৬১৭।

সম্বন্ধনির্ণয়কার কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থের বিষয় অবগত ছিলেন না,

সুতরাং কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া 'মধ্যশ্রেণী' নামের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে পূর্ব্বাপরবিরোধ আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দুইটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

(১) "মহারাষ্ট্রীয়গণ যৎকালে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অধিকার করেন, তৎকালে তাঁহাদিগের আনীত শ্রোত্রিয়গণই শ্রেণীভঙ্গের চেষ্টা পান। সেই কারণেই মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়।" সম্বন্ধনির্ণয়, তৃতীয় সংস্করণ, ২৮২ পৃঃ।

(২) "বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সিংহভূম, বীরভূম, মানভূম, ধলভূম, বরাহভূম, শিখরভূম প্রভৃতির আধুনিক বৈদিকগণ বিশুদ্ধ বৈদিকবংশ-সম্ভূত নহেন। ইহাঁরা সাতশতী ও রাঢ়ীয়বংশবিমিশ্র মধ্যশ্রেণী ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণপ্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর গণ্যমান্য বৈদিককুলেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের সংস্রব দেখা যায়। এমন কি অধুনাতন কালের প্রসিদ্ধ মুকুট রায় তিন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করেন। মুকুট রায়ের রাঢ়ীয়পত্নীসম্ভূত সন্তানগণই এক্ষণে পাশ্চাত্য বৈদিককুলে বিরাজিত।" সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ, ২৮৩ পৃঃ।

প্রথম উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে, রাঢ়ীয় ও মহারাষ্ট্রীয় শ্রোত্রিয়ের আদানপ্রদানে মধ্যশ্রেণীর উৎপত্তি।

দ্বিতীয় উদ্ধৃত অংশে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাঢ়ীয় ও সাতশতীর মিশ্রণে মধ্যশ্রেণী। সুতরাং গ্রন্থকার যে ইহার প্রকৃত তথ্য জানিতেন না, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আরও, তাঁহার লক্ষণ স্বীকার করিলে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সকলেই মধ্যশ্রেণী; কারণ সকলেরই সপ্তশতীসংস্রব ঘটিয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয়-কারের নিজের বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি সপ্তশতীগণের গাঁই উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"কেহ কেহ বলেন কোমটী ও কল্যাণী এবং করলা নামে আরও দুইটী গাঁই ছিল; এই দুইটী গাঁই ধরিলে (সপ্তশতীগণের) ৪২টী গাঁই হয়। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের সংখ্যার সঙ্গে ইহাঁদিগের গাঁই সংখ্যার বিশেষ ঐক্য হয়। এখন দেখ, কে কোথায় মিশ্রিত হইয়া তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা স্বভাবে আছেন। বচনানুসারে দেখা যায়, উত্তরকালে ঐ চত্বারিংশৎ কুলের মধ্যে যত সন্তান জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সদ্‌গুণসম্পন্ন বলিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের সমাজের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ইহাঁরা আপনাদিগের মধ্যে উঠাইয়া লয়েন। প্রথমাবস্থায় সাতজন মাত্র পরিগৃহীত হন। তন্মধ্যে পাঁচজন বারেন্দ্র বংশের মধ্যে ও দুইজন রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন। অবশেষে দুই চারিটী কুলব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই প্রায় বৈদিককুলে মিলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত সাতশতীর বিবরণের শ্লোকের সংখ্যা দেখ, মিল হইবে। বিশ্বামিত্রপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ গুণানুসারে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই নিয়মানুসারে সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক বিনয়াদি সদ্‌গুণপ্রভাবে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও বৈদিক কুলে ক্রমশঃ মিলিত হইয়াছেন।" সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ, ২৮৭ পৃঃ।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে, সম্বন্ধনির্ণয়কার 'মধ্যশ্রেণী' নামের কারণ জানিতেন না, সুতরাং নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইয়াছেন। মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণের কোন কুলগ্রন্থ আছে কিনা, তাহা তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। সুতরাং ভ্রমে পড়িয়াছেন। তত্ত্বার্ণবপাঠে জানা যায় মধ্যদেশনিবাসী বলিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ৪০জন ব্রাহ্মণ মধ্যশ্রেণী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

মধ্যদেশী রাঢীয় শ্রেণী মেদিনীপুর জেলার একটী বৈশিষ্ট্য; সুতরাং 'মেদিনীপুর প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসভা' এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যতদূর

জানিতে পারিয়াছেন, তাহা সাধারণের গোচর করা সমীচীন বোধ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আরও একটী অপসিদ্ধান্ত আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-গণের কিছুদিন অবস্থিতি করিবার পর অথচ বল্লালসেনের রাজত্বকালের পূর্ব্বে মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এ দেশে আগমন করেন। ইহাঁরাই মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা তাম্রশাসনে "মধ্যদেশবিনির্গত" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আদিশূরের কালনিরূপণ-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় 'মানসী'তে এই ব্রাহ্মণগণের বিষয় লিখিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহাঁদিগকে 'মধ্যশ্রেণী' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার উক্তি এই,—

"নবাবিষ্কৃত (কিন্তু এ যাবৎ অপ্রকাশিত) বিজয়সেনের তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে বিজয়সেনের মহিষী এবং বল্লালসেনের জননী বিলাস-দেবী শূররাজবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। * * * কান্যকুব্জরাজ্য বা মধ্যদেশ হইতে তখন যে পঞ্চগোত্রের মধ্যে অন্ততঃ দুইটী গোত্রের —বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রের—ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আসিয়াছিল তাহার প্রমাণ—সমসাময়িক লিপিতে পাওয়া যায়। বিজয়সেনের তাম্রশাসনের প্রতিগ্রহকর্ত্তা বাৎস্যগোত্রীয় এবং তাঁহার প্রপিতামহ 'মধ্যদেশবিনির্গত' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভোজ বর্ম্মনের বেলাব্ লিপির প্রতি-গ্রহকর্ত্তা সাবর্ণগোত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রপিতামহও 'মধ্যদেশবিনির্গত' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।"

এই 'মধ্যদেশবিনির্গত' ব্রাহ্মণেরা যে মধ্যশ্রেণী হইতে পারেন না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কুলরমা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"শ্রীহর্ষান্বয়সম্ভূতো বেদগর্ভ ইতি স্মৃতঃ।
চত্বারস্তস্য সঞ্জাতাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ॥

জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
দিব্যসিংহো মধ্যদেশী রাঢ়ীয়া জনকাদয়ঃ॥"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীহর্ষের বংশে বেদগর্ভ (ইনি আদিপুরুষ বেদগর্ভ নহেন) জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং বেদগর্ভ যে রাঢ়ীয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দিব্যসিংহ মধ্যদেশী এবং জনকপ্রভৃতি আর তিন পুত্র রাঢ়ীয়। এখানে দিব্যসিংহকে ""মধ্যদেশবিনির্গত" বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই; কারণ, তাঁহার পিতা তৎপূর্ব্বে রাঢ়ীয় আখ্যায় সুপরিচিত হইয়াছেন। আরও, তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতা রাঢ়ীয় হইলেন এবং তিনি মধ্যদেশী হইলেন, ইহার অর্থ কি? কুলরমার আর কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে। তাহা এই,—

"বেদগর্ভ স্ততো জাত স্তস্মাদ্ বিষ্ণুরুদারধীঃ।
তস্মাচ্ছরণিশর্ম্মা চ ততোঽভূৎ কোলনামকঃ॥
কোলপুত্রাবিমৌ জাতৌ নাম্না ধীরধুরন্ধরৌ।
ধুরন্ধরো দাক্ষিণাত্যো রাঢ়ীয়ো ধীরসংজ্ঞকঃ॥
কাশ্যপে তু মহাদেবঃ সাবর্ণে৷ প্রথিতো ভৃগুঃ।
তে দ্বে মিত্রে মধ্যদেশে জগ্মতুঃ স্বেচ্ছয়া স্ব য়ম্॥"

এই উদ্ধৃতাংশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বেদগর্ভের (ইনি আদিপুরুষ) বংশে কোল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র হয়, ধীর ও ধুরন্ধর। তন্মধ্যে ধুরন্ধর দাক্ষিণাত্য ও ধীর রাঢ়ীয়। আরও, কাশ্যপগোত্রজ মহাদেব ও সাবর্ণগোত্রজ ভৃগু মধ্যদেশে গিয়াছিলেন। এখানে রাঢ়, মধ্যদেশ ও দাক্ষিণাত্য এই তিনটী প্রদেশের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহার সহিত তত্ত্বার্ণবের "রাঢ়োদ্ভূয়ো মধ্যদেশে চক্রুস্তে বসতিং দ্বিজাঃ" এই বাক্য মিলাইলে মধ্যদেশ শব্দের অর্থ বুঝিতে আর বাকী থাকে না। সুতরাং যাঁহাদিগকে "মধ্যদেশবিনির্গত" বলিয়া

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী হইতে পারেন না। ইহাঁরা যদি প্রাগুক্ত "মধ্যদেশবিনির্গত" হইতেন, তাহা হইলে ইহাঁদিগের রাঢ়ীয় গাঁই হইত না; কিন্তু মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণের মুখোটী, বন্দ্যঘটী, চট্ট, গাঙ্গলি, কাঞ্জিলাল ও পূতিতুণ্ড এই ছয় গাঁই কুলীনবংশ ও ঘোষাল প্রভৃতি অপর ১৬ গাঁই সিদ্ধশ্রোত্রিয়বংশ—এই ২২ গাঁই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রেণীর প্রায় সকল ব্রাহ্মণই এই ২২ গাঁইর অন্তর্ভূত। অবশিষ্ট কতিপয় ঘর সপ্তশতী আছেন। মধ্যদেশী রাঢ়ীয়দিগের ক্রিয়াকাণ্ডে ২২ গাঁই ব্রাহ্মণকে আহ্বান করাকে 'বাইশী' করা বলে। পূর্ব্বে রাঢ়ীয় সমাজে যেমন কুলীনে ও শ্রোত্রিয়ে পরিবর্ত্ত হইত, ইহাঁদিগের মধ্যে অদ্যাপি তাহাই চলিতেছে। গুণবান্ ও বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে সমলঙ্কৃত শ্রোত্রিয়কে কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করিয়া কুলীনবংশীয়গণ আদান প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তত্ত্বার্ণবকার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত মধ্যদেশী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সমাজের ও পরিচয়ের সম্পূর্ণ মিল আছে, অতএব উহাই গ্রাহ্য।

(৯) উপসংহার।

এই গ্রন্থটীর প্রাপ্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিলে ভূমিকা অঙ্গহীন হইবে, সন্দেহ নাই। প্রায় ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার একটী দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ হইতে কুলতত্ত্বার্ণব নামক একটী হস্তলিখিত পুস্তক আনয়ন করেন। পরে উহা মেদিনীপুর জেলার করকাইগ্রামনিবাসী ৺সুখদাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হস্তগত হয়। ইহাই পুস্তকপ্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ন্যায়রত্ন মহাশয় উহা মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লোকান্তর হওয়ায় উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মণসভা ইহা মুদ্রিত করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সভার উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে ব্যয়িত

হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যদি স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ মত ও কল্পিত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করেন, এবং প্রকৃত ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইয়া ভ্রান্ত কিংবদন্তীমূলক মত সকল পরিহার করেন, তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইত্যলং বিস্তরেণ।

সানুবাদঃ

কুলতত্ত্বার্ণবঃ।

ওঁ নমো গণেশায়।

নত্বেষ্টদেবতাং ভক্ত্যা ধ্রুবানন্দাত্মজো দ্বিজঃ।
সর্ব্বানন্দাভিধেয়স্তু মিশ্রবংশসমুদ্ভবঃ ॥১
শ্রীলাদিশূরনৃপতেঃ পুত্রেষ্টিযজ্ঞহেতবে।
কান্যকুব্জাদাগতা যে পঞ্চ বিপ্রাশ্চ সাগ্নিকাঃ ॥২
তদ্বংশজানাং বৃত্তান্তজ্ঞানার্থঞ্চৈব বিস্তরাৎ।
কুলগ্রন্থং বহুবিধমবলোক্য পুনঃ পুনঃ ॥৩
তৎসারসংগ্রহং গ্রন্থং কুলতত্ত্বার্ণবাখ্যকম্।
ইতিহাসক্রমেণৈব বক্তি বিপ্রানুরোধতঃ ॥৪

পূর্ব্বে গৌড়দেশাধিপতি আদিশূরনৃপতিকর্ত্তৃক পুত্রেষ্টিযজ্ঞার্থে কান্যকুব্জ দেশ হইতে আনীত সাগ্নিক ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশবৃত্তান্ত-বিজ্ঞাপনার্থ কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে, স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে নমস্কার করিয়া নানাবিধ কুলপরিচায়ক গ্রন্থ সমালোচনাপূর্ব্বক ইতিহাসক্রমে প্রাচীন বহুতর কুলগ্রন্থের সার-সংগ্রহস্বরূপ কুলতত্ত্বার্ণবনামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন।১।২।৩।৪

গৌড়েশ্বরো নরবরোহভবদাদিশূরো
নানাবিদেশনৃপতের্ম্মুকুটাঙ্কিতাঙ্ঘ্রিঃ।
জেতা বলাদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুলীনো
দাতাবদাতকুলমাধবশূরসূনুঃ ॥৫

পূর্ব্বে উজ্জ্বলকুলসম্ভূত মাধবশূরনামক নৃপতির পুত্র দানশীল কুলীন মহারাজ আদিশূর গৌড়দেশে আধিপত্য করেন; তিনি তৎকালীন শত্রুগণকে নিজ বলে জয় করিয়াছিলেন; নানাদেশান্তরীয় নরপতিসমূহ পরাজিত হইয়া তাঁহার চরণে মুকুটস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিতেন।৫

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধনৃপবরান্ স্বীয়দেশান্ বিদেশান্
কর্ণাটং কেরলাখ্যং নরবরভটকৈরন্বিতং কামরূপম্।
সৌরাষ্ট্রং মাগধান্তং নৃপমপি জিতবান্ মালবং গুর্জ্জরঞ্চ
হিত্বা বৈ কান্যকুব্জাধিপতিমথ নৃপাস্তস্য বশ্যাস্তদাসন্ ॥৬

তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু রাজগণকে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, রাজভটবংশীয়দিগের অধিকৃত কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মালব, ও গুর্জ্জরদেশের নরপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন; কান্যকুব্জের অধিপতিব্যতীত অন্য নৃপতি সকল তৎকালে তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন।৬

শাস্ত্রজ্ঞো বিনয়ী শান্তঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
রাজনীত্যনুসারেণাপালয়ৎ পুত্রবৎ প্রজাঃ ॥৭
সুতহীনস্য চ সুখং নেহামুত্র চ বিদ্যতে।
স একদেতি সঞ্চিন্ত্য বঙ্গস্থান্ দ্বিজপুঙ্গবান্ ॥৮

সারস্বতান্ সমাহূয় পাদ্যাদিভিরপূজয়ৎ।
ততঃ কৃতাঞ্জলিভূর্ত্বা প্রাহ তান্ বিনয়েন সঃ ॥৯

তিনি শাস্ত্রবেত্তা বিনয়ী শান্ত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; রাজনীতি অনুসারে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। অপুত্রক ব্যক্তির ইহলোকে ও পরলোকে সুখ নাই, তিনি একদা ইহা চিন্তা করিয়া বঙ্গদেশীয় সারস্বত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে আহ্বানপূর্ব্বক পাদ্যাদি-দ্বারা পূজা করিলেন; অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।৭।৮।৯

পুত্রেষ্টিযজ্ঞং ভূদেবাঃ করোমি পুত্রহেতবে।
তং সাধয়ত যূয়ং ভো যথাবিধি বিধানতঃ ॥১০
পুরান্ধ্রবংশজেনৈব শূদ্রকেণ মহাত্মনা।
অপুত্রকেণ ভূপেন পুত্রেষ্টিযজ্ঞহেতবে ॥১১
দেশাৎ সারস্বতাদ্রম্যাৎ সমানীয় প্রযত্নতঃ।
যজ্ঞান্তেঽস্মিন্ বঙ্গদেশে স্থাপিতা বিপ্রবর্জ্জিতে ॥১২
তদ্বংশজাতা যূয়ং ভো বিতীর্য্য করুণাং ময়ি।
মনোরথং মমৈবাশু পূর্ণং কুরুত বাড়বাঃ ॥১৩

হে ভূদেবগণ! আমি পুত্রনিমিত্ত একটী পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিব, আপনারা যথাবিধি অনুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞটী সম্পাদন করুন। পূর্ব্বে অন্ধ্রকবংশসম্ভূত মহাত্মা শূদ্রক নৃপতি অপুত্রক ছিলেন; তিনি পুত্রেষ্টিযজ্ঞার্থে রমণীয় সারস্বত দেশ হইতে যত্নসহকারে (ব্রাহ্মণগণকে) আনাইয়া যজ্ঞসাধনপূর্ব্বক এই ব্রাহ্মণশূন্য বঙ্গদেশে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আপনারা তাঁহাদিগের বংশধর; (অতএব)

আপনারা আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।১০।১১।১২।১৩

গায়ত বেদং পূরয়তেষ্টিং
মন্মথবহ্নিং জ্বালয়তার্য্যাঃ।
বাড়ববক্ত্রোৎপাদিতপূত-
মাত্মজহীনং মামবতারম্ ॥১৪

হে আর্য্যগণ! আপনারা আমার যজ্ঞে ব্রাহ্মণমুখোৎপত্তিহেতু পবিত্র বহ্নি প্রজ্বলিত করুন, বেদ গান করুন, যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন, অপুত্রক আমাকে শীঘ্র উদ্ধার করুন।১৪

শ্রুত্বৈবং বচনং নৃপস্য সহসা সারস্বতাস্তেঽদ্বিজা
বঙ্গস্থাশ্চ নিরগ্নিকা দ্বিজবরা আস্থায় মৌনং ক্ষণম্।
আলোচ্যাশু পরস্পরং বহুবিধং প্রোচুস্ততো ভূপতিং
পুত্রেষ্টিক্রতুরেব তে নরপতেঽস্মাভিঃ সুসাধ্যো ন বৈ ॥১৫

ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে বাসহেতু নিরগ্নিক ও অদ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা সহসা নৃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মৌন অবলম্বন করিলেন; পরে সত্বর পরস্পর বহুবিধ আলোচনা করিয়া ভূপতিকে বলিলেন, হে মহারাজ! আপনার পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করা কোন প্রকারেই আমাদের সাধ্য নহে।১৫

বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণী-
মিদানীং দ্বিজাস্ত্বোস্তবোঽগ্নিঃ শ্রুতো ন।
সুতেষ্টিঃ সুসাধ্যা দ্বিজান্ সাগ্নিকাংশ্চ
সমাহূয় দেশান্তরস্থান্ নৃদেব ॥১৬

বেদবাক্যার্থ আমাদিগের অধিগত নহে; এক্ষণে যে ব্রাহ্মণের মুখ হইতে অগ্নি উদ্ভূত হয় তাহা আমরা শুনি নাই; হে মহারাজ! আপনি দেশান্তর হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া পুত্রেষ্টিযজ্ঞের সম্যক্ অনুষ্ঠান করুন।১৬

বিপ্রান্ বেদবিধানবঞ্চিতহৃদো বিজ্ঞায় বিজ্ঞো বিভু
র্গৌড়স্থান্ সকলান্ কলিপ্রকলিতান্ পুত্রেষ্টিযাগাক্ষমান্।
চিন্তামাপ দুরত্যয়ামপি ততশ্চাজ্ঞাপিতস্তৈ র্দ্বিজৈ
রানেতুং মখহেতবে দ্বিজবরান্ দ্রাক্ কান্যকুব্জান্নৃপঃ॥১৭

ততো লিপিং নরপতিঃ প্রেরয়ামাস সত্বরম্।
কান্যকুব্জেশ্বরশ্রীমদ্‌বীরসিংহনৃপান্তিকে॥১৮
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দূতস্তু বিনয়ৈঃ সহ।
অভিবাদ্য চ রাজানং প্রদদৌ যত্নতো লিপিম্॥১৯
পঠিত্বা লিপিসংবাদং ভূত্বা ক্রোধান্বিতো নৃপঃ।
ইঙ্গিতং কৃতবান্ তূর্ণমুত্তরার্থায় মন্ত্রিণম্॥২০

বিজ্ঞ ভূপতি দেখিলেন গৌড়স্থ বিপ্রগণ কলিকবলিত, তাঁহাদিগের চিত্ত বৈদিক অনুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত, অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক অনুষ্ঠান ভুলিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা পুত্রেষ্টিযাগানুষ্ঠানে অক্ষম; (তখন) দুরত্যয়া চিন্তা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই দ্বিজগণ যজ্ঞহেতু নৃপতিকে শীঘ্র কান্যকুব্জ হইতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিলেন। অনন্তর নরপতি আদিশূর কান্যকুব্জেশ্বর শ্রীবীরসিংহের সমীপে সত্বর লিপি প্রেরণ করিলেন। দূত কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে কান্যকুব্জাধিপকে প্রণাম করিয়া সযত্নে লিপি প্রাদন করিল।

রাজা পত্রের সংবাদ পাঠ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শীঘ্র উত্তর দিবার নিমিত্ত মন্ত্রীকে ইঙ্গিত করিলেন।১৭।১৮।১৯।২০

মন্ত্রী দূতমুবাচেদং মূর্খস্তে নৃপতির্ধ্রুবম্।
পতিতো বঙ্গদেশস্তু ন শ্রুতঃ স ইতি ক্বচিৎ ॥২১
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ দ্বিজঃ সংস্কারমর্হতি। (১)
অতো বঙ্গাখ্যদেশে তু ন গমিষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥২২
কথয়িষ্যসি ভূপালে তস্যেয়ং প্রার্থনা বৃথা।
প্রত্যাগতস্ততো দূতঃ সর্ব্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ ॥২৩
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা হ্যাদিশূরো মহাবলী।
দূতং স্ববাচমাহূয় প্রোবাচ নৃপসত্তমঃ ॥২৪
রে রে দূত সুবুদ্ধিমন্ দ্রুতমপি ত্বং কান্যকুব্জং ব্রজ
রাজানং কথয়স্ব ভো দ্বিজবরান্ পঞ্চাত্র সংপ্রেরয়।
নৈবং চেদধুনৈব কর্ত্তুমতুলং যুদ্ধং সুসজ্জস্ব ভো
যেনাহং দলিতং করোমি চ বলং রাজ্যঞ্চ গৃহ্লাম্যরম্ ॥২৫

মন্ত্রী দূতকে কহিল, তোমার রাজা নিশ্চয়ই মূর্খ; বঙ্গদেশ যে পতিত ইহা কি তিনি কখনও শুনেন নাই? ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রাব্যতীত সে স্থানে গমন করিলে তাঁহার পুনর্ব্বার সংস্কারের প্রয়োজন হয়। অতএব ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে যাইবেন না। তুমি রাজাকে বলিও তাঁহার এই প্রার্থনা বৃথা। অনন্তর দূত প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে সমস্ত নিবেদন করিল। দূতের বাক্য শুনিয়া মহাবলী নৃপশ্রেষ্ঠ আদিশূর

---

(১) অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ দ্বিজঃ সংস্কারমর্হতি ॥
ইতি প্রাচীনস্মৃতিঃ।

একজন সুবক্তা দূতকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, রে সুবুদ্ধি দূত! তুমি শীঘ্র কান্যকুব্জে যাও, রাজাকে বলিবে তিনি যেন পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন; নতুবা তাঁহাকে শীঘ্র অতুল যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিও, যে হেতু আমি তদীয় সৈন্যকে দলিত করিয়া শীঘ্র রাজ্য গ্রহণ করিব। ২১।২২।২৩।২৪।২৫

আকর্ণ্য বাক্যঞ্চ নরেন্দ্রযোজ্যং
স কান্যকুব্জং প্রযযৌ দ্রুতঞ্চ।
দ্বাঃস্থং সমীক্ষ্যাশু নৃপস্য তস্য
প্রোবাচ তং জ্ঞাপয় মাং নৃপায় ॥২৬
দ্বাঃস্থঃ সমাকর্ণ্য চ দূতবাক্যং
গত্বা ততো ভূপতিসন্নিধানম্।
সামাত্যভৃত্যৈঃ পরিশোভিতং নৃপং
বিজ্ঞাপয়ামাস কৃতাঞ্জলি মূর্দ্ধা ॥২৭
শৃণু নৃপবর তূর্ণঞ্চাদিশূরস্য দূতঃ
কিমপি চ লপিতুং ত্বামাগতো বঙ্গদেশাৎ।
ইতি নিগদিতবাক্যং তেন ভূপো নিশম্য
দ্রুতমিহ নৃপদূতঞ্চানয়েত্যন্ববোচৎ ॥২৮
অথ নরপতিমুখ্যং রাজসিংহাসনস্থং
তুরগবরগজেন্দ্রৈ রক্ষিভিঃ পত্তিভিশ্চ।
দ্রুহিণবদনজাতৈ র্ভূষিতং প্রান্তদেশে
সুমতিসচিববৃন্দৈর্দর্শয়ামাস দূতম্ ॥২৯

দূত রাজবাক্য শ্রবণ করিয়াই কান্যকুব্জে প্রধাবিত হইয়া রাজার পুরদ্বারে দ্বারবান্‌কে দেখিয়া বলিল, আমি আসিয়াছি, তোমার রাজাকে

জানাও। দ্বারবান্ দূতবাক্য শুনিয়া রাজার নিকটে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সহর্ষে অমাত্যভৃত্যপরিবৃত রাজাকে নিবেদন করিয়া বলিল, হে মহারাজ! শ্রবণ করুন, আদিশূর রাজার নিকট হইতে দূত আপনাকে কিছু বলিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে। রাজা দূতবাক্য শুনিয়া 'আদিশূর রাজার দূতকে আমার নিকট আনয়ন কর' এই কথা বলিলেন। অনন্তর দ্বারবান্ গজ, তুরগ, রক্ষক ও পদাতি-বেষ্টিত, প্রান্তদেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলীবিভূষিত ও সুবুদ্ধি অমাত্যবর্গপরি-শোভিত, রাজসিংহাসনস্থ নৃপশ্রেষ্ঠকে দূতকে লইয়া দেখাইল।২৬। ২৭।২৮।২৯

সতু নৃপতিসমীপং প্রাপ্য দূতো নরেন্দ্রং
দ্বিজবরসচিবাদ্যৈরন্বিতঞ্চাভিবাদ্য।
নৃপপরিষদি সংস্থশ্চাদিশূরস্য বাক্যং
পরমরুচিরবাগ্‌ভি র্জ্ঞাপয়ামাস তূর্ণম্ ॥৩০

দূতোঽহং নৃপবৃন্দমস্তকমণিশ্রীলাদিশূরস্য বৈ
তস্যাজ্ঞামধিগম্য সাম্প্রতমিহায়াতঃ সভায়াং তব।
তদ্‌বাক্যং শৃণু দেহি পঞ্চ মুখজান্ পুত্রেষ্টিযজ্ঞক্ষমান্
নোচেৎ সৈন্যসমন্বিতো নরপতে যুদ্ধায় সজ্জস্ব ভোঃ ॥৩১
শ্রুত্বৈতদ্ ভূতবাক্যং নৃপতিকুলমণিঃ ক্রোধরক্তেক্ষণোঽভূৎ
তূষ্ণীং ভূত্বা তু কঞ্চিৎ ক্ষণমপি স চ তং প্রাহ যুদ্ধং বিনাহম্।
নো বিপ্রান্ প্রেরয়িষ্যে নিজবলসহিতো যোদ্ধুমত্র প্রয়াতু
রাজ্ঞাদিষ্টস্ততো বৈ সমরবিধিলিপিং লেখয়ামাস ভট্টঃ ॥৩২
স্বস্তি শ্রীযুতকাদিশূর নৃপতে বঙ্গেশ গর্ব্বং জহি
জ্ঞাত্বা মদ্‌বিপুলং বলং যদি ভবান্ যোদ্ধুং ময়া সজ্জতে।

আগচ্ছ স্বয়মাশু ভো নরপতে সামাত্যসৈন্যৈর্বৃতো
রাজ্যং তে দ্বিজবেদযজ্ঞরহিতং বিপ্রা ন যাস্যন্তি বৈ ॥৩৩

সেই দূত নরপতিসমীপে গমনপূর্ব্বক রাজসভামধ্যবর্ত্তী হইয়া বিপ্র ও অমাত্যগণে পরিবৃত মহারাজকে প্রণামপূর্ব্বক অতি মধুর বাক্যে সত্বর নিবিদন করিল, মহারাজ! আমি রাজবৃন্দের শিরোমণি মহারাজ আদিশূরের দূত; সম্প্রতি তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া আপনার সভাতে আসিয়াছি। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করুন; আপনি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ পাঁচটী ব্রাহ্মণ প্রদান করুন। ইহা যদি না করেন, তবে সৈন্য সামন্তের সহিত যুদ্ধে সুসজ্জ হউন। নরপতিকুলশ্রেষ্ঠ দূতের মুখে পূর্ব্ববারের সেই প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, আমি বিনা যুদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইব না। তিনি নিজ বলের সহিত এখানে যুদ্ধে আগমন করুন। অনন্তর রাজার আদেশে ভট্ট এইরূপ যুদ্ধলিপি লেখাইলেন,—স্বস্তি, হে বঙ্গাধিপতে আদিশূর! আপনি গর্ব্ব পরিত্যাগ করুন; আমার অতি মহৎ বল জানিয়াও যদি আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করেন, তবে অমাত্যবর্গ ও সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র স্বয়ং আগমন করুন। দ্বিজ, বেদ ও যজ্ঞরহিত আপনার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ যাইবেন না।৩০।৩১।৩২।৩৩

ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধা বিচক্ষণঃ।
আদিশূরান্তিকে দূতো হ্যানুপূর্ব্বমবর্ণয়ৎ ॥৩৪
শ্রুত্বা রোষবশং গতো নরপতিঃ শ্রীলাদিশূর স্ততো
যোদ্ধুন্ যোদ্ধুমরং চকার সহসা হ্যাদেশমেব স্বয়ম্।
তজ্জ্ঞাত্বা সচিবাগ্রণী নৃপবরং প্রোবাচ কিঞ্চিৎ ক্ষণং

বিশ্রামং কুরু ভো দ্বিজং নিজবলং কৃত্বা তু যোৎস্যাম্যহম্॥৩৫ (১)
গোবিপ্রপ্রতিপালকঃ স নৃপতি র্ধর্ম্মাত্মনামগ্রণী
স্তস্মাদ্ বিপ্রগণান্ স্বরাজ্যনিলয়ানানীয় সংপ্রেরয়।
যুদ্ধার্থং বৃষবাহনেন সহসা দৃষ্ট্বা দ্বিজান্ সৈনিকান্
গোবিপ্রক্ষয়শঙ্কয়া ন নৃপতি র্যোদ্ধুং প্রবর্ত্তিষ্যতে ॥৩৬

পরে বিচক্ষণ দূত পত্র লইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া আদিশূরের সমীপে গিয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। তখন মহারাজ আদিশূর তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা স্বয়ং যোদ্ধৃগণকে শীঘ্র যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। তাহা দেখিয়া প্রধান অমাত্য বলিলেন, মহারাজ! ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন; দ্বিজগণকে সৈন্য করিয়া আমি যুদ্ধ করিব। অতএব নিজরাজ্যস্থ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া গোবাহনে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করুন। সেই রাজা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও গোবিপ্রপ্রতিপালক, তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সৈনিক দেখিয়া গোবধ ও ব্রহ্মবধশঙ্কায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না।৩৪।৩৫।৩৬

শ্রুত্বামাত্যবচস্ততো দ্বিজগণানাহূয় চোবাচ তান্
ধৃত্বা সৈনিকবেশমেব সমরে গোবাহনেনাধুনা।
যূয়ং গচ্ছত হে ধরামরগণাঃ শ্রীকান্যকুব্জেশ্বরং
জিত্বা কৌশলতঃ সুসাধয়ত মে তূর্ণং মনস্কামনাম্ ॥৩৭
ভূদেবা নৃপতে র্নিশম্য বচনং প্রাহু র্নৃপং ধর্ম্মপং
বিপ্রাণাং বৃষবাহনেন গমনং নো বৈধকার্য্যং স্মৃতম্।
তস্মাদন্যমুপায়মেব নৃপতে নিশ্চিত্য কার্য্যং কুরু
ভূপৈরগ্রজধর্ম্ম এব সততং সংরক্ষণীয়ো যতঃ ॥৩৮

---

(১) যোৎস্যে হ্যহম্?

অনন্তর রাজা অমাত্যের বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বলিলেন বিপ্রগণ! আপনারা সৈনিকবেশ ধারণ করিয়া গোবাহনে যুদ্ধার্থে গমন করুন; কান্যকুব্জেশ্বরকে কৌশলে জয় করিয়া শীঘ্র আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। ব্রাহ্মণগণ নৃপতির বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মপালক রাজাকে বলিলেন, বিপ্রদিগের গোবাহনে গমন বৈধকার্য্য নয়; (১) অতএব, মহারাজ! অন্য কোন উপায় স্থির করিরা স্বকার্য্য সাধন করুন, যে হেতু সতত ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষাই রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য।৩৭।৩৮

রাজোবাচ কৃতাঞ্জলি র্দ্বিজবরান্ শ্রুত্বা তু তেষাং গির
আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদিতে পৃথ্বীসুরাঃ সাগ্নিকাঃ।
গোবাহাদ্ দ্বিজদোষতঃ খলু তদা সংমোচয়িষ্যেঽপ্যহং
যুষ্মৎসন্নিহিতে ধ্রুবং নিগদিতং চৈতন্ময়াঙ্গীকৃতম্ ॥৩৯

শ্রুত্বা নৃপস্যাভয়বাক্যমেতদ্
বিপ্রাস্ততঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ।
গোবাহনা বাণধনুর্দ্ধানাঃ
শ্রীকান্যকুব্জেশপুরং যযুস্তে ॥৪০

বেদানুচ্চৈঃ প্রগায়ন্তো রণবেশধরা দ্বিজাঃ।
গোবাহনস্থা যুদ্ধায় সর্ব্বে তেঽতিসমুদ্যতাঃ ॥৪১
দৃষ্ট্বা তান্ বিস্ময়ং প্রাপুঃ কান্যকুব্জবলানি চ।
কিং কর্ত্তব্যং রণেঽস্মাভিরিতি চিন্তামুপাগমন্ ॥৪২
রণোদ্যমাদ্ বিনির্ব্বর্ত্ত্য (২) গোবিপ্রবধশঙ্কয়া।

---

(১) গবাক্ষ যানং পৃষ্ঠেন ব্রাহ্মণানাং বিগর্হণম্। ইতি মনুঃ।

(২) বিনিবৃত্ত্য ?

বীরসিংহান্তিকে সর্ব্বং কথয়ামাসুরদ্ভুতম্ ॥৪৩
যুদ্ধে পরাজয়ঃ শ্রেয়ান্ ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
বিচিন্ত্যৈবং তদা রাজা রণাৎ প্রতিনিবর্ত্তিতঃ ॥৪৪

রাজা বিপ্রদিগের এই বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, আপনারা যদি সেই সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগকে আনিতে পারেন, তবে আপনাদিগকে শবারোহণজনিত দ্বিজদোষ হইতে প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা মোচন করাইব; ইহা আপনাদের সমক্ষে সত্য বাক্য অঙ্গীকার করিলাম। তখন রাজার এইরূপ অভয় বাক্য শুনিয়া সাতশত ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ-পূর্ব্বক গোবাহনে কান্যকুব্জেশ্বরের পুরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। রণবেশধারী গোবাহনস্থ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদ গান করিতে করিতে (কান্যকুব্জে) যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। কান্যকুব্জসেনাগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং 'আমাদিগের যুদ্ধে কি কর্ত্তব্য' এইরূপ চিন্তা প্রাপ্ত হইল। তাহারা গোবিপ্রবধের আশঙ্কায় রণোদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইয়া বীরসিংহের নিকট অদ্ভুত ব্যাপার সকল নিবেদন করিল। তখন রাজা 'ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে পরাজয় শ্রেয়স্কর' এইরূপ চিন্তা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণানাঞ্চ প্রেরণায় স ধর্ম্মবিৎ।
অঙ্গীকারং ততঃ কৃত্বা লিপিঞ্চ প্রদদৌ দ্রুতম্ ॥৪৫
সেনাপতিস্ততস্তূর্ণং সৈন্যবেশধরৈর্দ্বিজৈঃ।
প্রত্যাগতঃ কান্যকুব্জাদাদিশূরস্য সন্নিধৌ ॥৪৬
কথয়িত্বা যথাবৃত্তং দদৌ ভূপায় তল্লিপিং।
পঠিত্বা তাং লিপিং রাজা হর্ষেণ মহতাবৃতঃ ॥৪৭
ততঃ সপ্তশতান্ বিপ্রান্ গোবাহাদিজদোষতঃ।

প্রায়শ্চিত্তাদিবিধিনা মোচয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥৪৮
সৈন্যবেশধরা বিপ্রা যে সপ্তশতসংখ্যকাঃ।
তদা সপ্তশতীত্যাখ্যাং প্রাপুঃ সারস্বতা অপি ॥৪৯

অনন্তর সেই ধর্ম্মবিৎ রাজা যজ্ঞার্থ ব্রাহ্মণপ্রেরণ অঙ্গীকার করিয়া শীঘ্র পত্র প্রেরণ করিলেন। পরে সেনাপতি সেই সৈন্যবেশধারী সপ্ত শত ব্রাহ্মণের সহিত কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের নিকট শীঘ্র প্রত্যাগত হইল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে পত্র প্রদান করিল। রাজা সেই পত্র পাঠ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং প্রায়শ্চিত্তবিধি-দ্বারা সপ্ত শত বিপ্রকে গবারোহণজন্য দোষ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিলেন। তদবধি সেই সৈন্যবেশধর সাত শত ব্রাহ্মণ সারস্বত হইলেও সপ্তশতী এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯

কান্যকুব্জাধিপঃ পঞ্চ সমাহূয় দ্বিজোত্তমান্।
পুত্রেষ্টিযজ্ঞকুশলান্ সাগ্নিকানাদিদেশ হ ॥৫০
বঙ্গদেশাধিপঃ শ্রীমানাদিশূরো মহীপতিঃ।
পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে হ্যাস্তে গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ ॥৫১
তস্য পুত্রেষ্টিযাগশ্চ ভবদ্ভিঃ সাধ্য এব চ।
বিলম্বনং ন কর্ত্তব্যং তূর্ণং গচ্ছত ভূসুরাঃ ॥৫২
নৃপাদেশেন তে শূরৈ রক্ষকৈঃ পঞ্চভিঃ সহ।
বিপ্রাদ্রাজন্যজাজাতৈ র্বঙ্গদেশং সমাযযুঃ ॥৫৩

(এদিকে) কান্যকুব্জাধিপতি পুত্রেষ্টিযজ্ঞে কুশল সাগ্নিক পাঁচজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, গোব্রাহ্মণহিতে রত বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আছেন; তাঁহার পুত্রেষ্টিযজ্ঞ আপনাদিগকেই করিতে হইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা

শীঘ্র গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না। তখন রাজার আদেশে পাঁচটী ব্রাহ্মণ বিপ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়াগর্ভে জাত পাঁচটী বলবান্ রক্ষকের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করিলেন।৫০।৫১।৫২।৫৩

আরুহ্য পঞ্চ তুরগানসিবাণতূণ-
কোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরভূষাঃ।
কৌলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি বঙ্গে
শাকে শরাব্ধিঋতুমে জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ ॥৫৪
আগচ্ছতো দ্বিজবরান্ প্রসমীক্ষ্য দূতো
রাজান্তিকে করপুটো বিনিবেদিতশ্চ।
ভূপস্তু হর্ষসলিলৈরভিষিক্তদেহো
দূতায় কাঞ্চনময়ঞ্চ দদৌ সুহারম্ ॥৫৫
শ্রুত্বাগতা দ্বিজবরা ইতি চাদিশূরো
মেনে স্বজন্ম নিতরাং ভুবি সার্থকং হি।
যাতো বহির্নরপতির্দ্বিজদর্শনার্থং
চিন্তান্বিতঃ সমরবেশধরাঃ কিমর্থম্ ॥৫৬
অসিকবচধনূংষি প্রাদধানা মহান্তঃ
ক ইহ তুরগবাহা অস্ত্রশস্ত্রৌঘবন্তঃ।
নহি ধরণিসুরাণাং কিঞ্চিদেবাস্তি চিহ্নং
কিমিতি কিমিতি কৃত্বাগচ্ছদন্তঃপুরংসঃ ॥৫৭

সেই ব্রাহ্মণগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য; অসি, বাণ, ধনুঃ ও রম্য কবচ প্রভৃতি তাঁহাদিগের শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছিল; তাঁহারা পঞ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়া কোলাঞ্চ অর্থাৎ কান্যকুব্জ

দেশ হইতে ৬৭৫ শকাব্দে বঙ্গে আগমন করিলেন। দূত দ্বিজবরদিগকে আসিতে দেখিয়া করপুটে রাজার নিকট নিবেদন করিল। রাজার দেহ হর্ষজলে অভিষিক্ত হইল, তিনি দূতকে কাঞ্চনময় সুন্দর হার প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া আদিশূর পৃথিবীতে স্বীয় জন্মকে সুসার্থক মনে করিলেন। পরে নরপতি দ্বিজগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বহির্ভাগে গমন করিয়া 'ইহাঁরা সমরবেশধারী কেন' এই বলিয়া চিন্তিত হইলেন। অসি, কবচ ও ধনুর্ধারী, অশ্বারোহী ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কে এই মহাত্মারা উপস্থিত হইলেন? ইহাঁদিগের কিছুমাত্র ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই; এ কি, এ কি বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭

দৃষ্ট্বা বেশঞ্চ তেষামবনিপতিবরো নাকরোদাদরঞ্চ
সাশীর্দ্বর্বাক্ষতং তে দদুরপি সহসা স্তম্ভকাষ্ঠস্য মৌলৌ।
সদ্যস্তৎ স্তম্ভকাষ্ঠং দ্বিজবরবচসা সাঙ্কুরং বীক্ষ্য দূত
স্তূর্ণং বিপ্রৈর্বিধেয়ং প্রকৃতকরপুটো জ্ঞাপয়ামাস ভূপম্ ॥৫৮
আয়াতা ব্রহ্মরূপাঃ ক্ষিতিবিবুধবরাঃ পঞ্চ কোলাঞ্চদেশাৎ
সোষ্ণীষাঃ শ্মশ্রুযুক্তা ধনুরপি সশরং পৃষ্ঠদেশে দধানাঃ।
তেষামাশীঃপ্রভাবাৎ ক্ষণমপি কঠিনাদঙ্কুরাণাং সমূহঃ
শুষ্কস্তম্ভাদকস্মাৎ সমজনি পরিতশ্চিত্রমেতদ্ ব্যলোকি ॥৫৯
আশ্চর্য্যং শৃণু ভূপ চাশ্রুতমিদং ভূদেবসম্পাদিতং
বিপ্রাশীঃকরণার্ঘ্যপত্রমিলনাৎ স্তম্ভেঽঙ্কুরোঽভূদরম্।
সিদ্ধাঃ পঞ্চ কিমাগতাঃ কিমসুরাঃ কিঞ্চামরাঃ সায়ুধাঃ
কিংবা পঞ্চ বিরিঞ্চয়ঃ কিমথবা খেলন্তি পঞ্চর্ষয়ঃ ॥৬০

মহারাজ তাঁহাদিগের বেশ দেখিয়া সমাদর করিলেন না; তখন

তাঁহারা আশীর্মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভকাষ্ঠের শিরোদেশে দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিবামাত্র সেই শুষ্ক স্তম্ভকাষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বচনে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; দূত তাহা দেখিয়া শীঘ্র রাজার সমীপে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণগণের কার্য্য নিবেদন করিল; (মহারাজ!) অতীব আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম; যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ; তাঁহাদিগের শিরোদেশে উষ্ণীষ, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু ও পৃষ্ঠদেশে সশর ধনুঃ; তাঁহাদিগের আশীর্ব্বচনের প্রভাবে ক্ষণকালমধ্যে শুষ্ক স্তম্ভকাষ্ঠের চতুর্দ্দিকে অকস্মাৎ অঙ্কুরসমূহ উৎপন্ন হইল! মহারাজ! ব্রাহ্মণদিগের অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্য শ্রবণ করুন। তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদীয় অর্ঘ্যরূপ তণ্ডুলদূর্ব্বাপত্রের সম্বন্ধমাত্র স্তম্ভে সদ্যঃ অঙ্কুর হইয়াছে। ইঁহারা কি পঞ্চ সিদ্ধ, পঞ্চ অসুর, পঞ্চ অস্ত্রধারী দেব, কিংবা পঞ্চ ব্রহ্মা আগমন করিয়াছেন, অথবা পঞ্চ ঋষি ক্রীড়া করিতেছেন? ৫৮।৫৯।৬০

স সাপরাধো দ্রুতমাগতোবহিঃ
কৃতাঞ্জলি র্ভূরিভয়ান্বিতো নৃপঃ।
শুষ্কঞ্চ কাষ্ঠং প্রসমীক্ষ্য সাঙ্কুরং
পপাত তেষাং চরণেষু সত্বরম্ ॥৬১

আরূঢ়া বরবাজিন স্তনুরপি প্রাচ্ছাদিতা বর্ম্মণা
পাণৌ ভাতি সুচারুকার্ম্মুকবরঃ পৃষ্ঠে চ পূর্ণেষুধী।
জ্ঞাতব্যং ভবতাঞ্চ কেন বিধিনা ভূদেবচিহ্নং ময়া
যুষ্মাকং চরণেষু যা ত্রুটিরিয়ং যূয়ং ক্ষমধ্বঞ্চ তাম্ ॥৬২
অজ্ঞানস্য মমৈব দূষণমিদং স্বীয়ৈ গুণৈর্ভূসুরাঃ
সংমার্জ্জ্যাশু দয়াময়া নিপতিতো যুষ্মৎপদাব্জেষ্বহম্।

দত্ত্বা বিস্তরতোঽধুনা পরিচয়ং স্বীয়ং হি যুষ্মৎক্রিয়াং
গোত্রং নাম গুণঞ্চ যৎ কথয়ত শ্রোতুং মমাভূৎ স্পৃহা ॥৬৩

অপরাধী রাজা অতীব ভীত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক সত্বর বাহিরে আসিলেন এবং শুষ্ক কাষ্ঠ অঙ্কুরিত হইয়াছে দেখিয়া দ্রুত তাঁহাদিগের চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, আপনারা উত্তম অশ্বে আরূঢ়, আপনাদিগের শরীরও বর্ম্মাচ্ছাদিত, হস্তে সুচারু ধনুক ও পৃষ্ঠে বাণ-পূর্ণ তূণীরদ্বয় শোভা পাইতেছে; আপনাদিগের ব্রাহ্মণচিহ্ন আমি কিরূপে জানিতে সমর্থ হইব? অতএব আপনাদিগের চরণে যে ত্রুটি হইয়াছে, তাহা আপনারা ক্ষমা করুন। হে দয়াময় দ্বিজগণ! আপনা-দিগের চরণে পতিত হইয়াছি; আপনারা স্বীয় গুণে আমার অজ্ঞা-নতাবশতঃ দোষ সত্বর মার্জ্জনা করিয়া আপনাদিগের গোত্র, নাম, গুণ ও ক্রিয়ার উল্লেখপূর্ব্বক সবিস্তর পরিচয় প্রদান করুন, যে হেতু আমার শ্রবণ করিতে স্পৃহা জন্মিয়াছে।৬১।৬২।৬৩

ইতি রাজগিরঃ শ্রুত্বা ক্ষিতীশস্তমুবাচ হ।
শাণ্ডিল্যগোত্রজাতোঽহং ক্ষিতীশ ইতিনামকঃ ॥৬৪
বীতরাগ ইতি খ্যাত এষ কাশ্যপগোত্রজঃ।
অসৌ সুধানিধির্নাম্না বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভবঃ ॥৬৫
ভারদ্বাজগোত্রজোঽসৌ মেধাতিথিরিতি স্মৃতঃ।
সাবর্ণগোত্রজোঽসৌ তু সৌভরিরিতি বিশ্রুতঃ ॥৬৬
কান্যকুব্জেশ্বরাদেশাদ্ বয়ং পঞ্চ দ্বিজা নৃপ।
ভবতস্তু মখং কর্ত্তুমাগতা গৌড়মণ্ডলে ॥৬৭

রাজার এই বাক্য শুনিয়া ক্ষিতীশ তাঁহাকে বলিলেন, আমি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ, আমার নাম ক্ষিতীশ। ইনি কাশ্যপগোত্রজ, ইহাঁর নাম

বীতরাগ, ইনি বাৎস্যগোত্রজ, ইহাঁর নাম সুধানিধি। ইনি ভরদ্বাজ-গোত্রজ, ইহাঁর নাম মেধাতিথি। আর ইনি সাবর্ণগোত্রজ, ইহাঁর নাম সৌভরি। আমরা পাঁচজন কান্যকুব্জাধিপতির আদেশে আপনার যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত গৌড়মণ্ডলে সমাগত হইয়াছি।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭

ইতি শ্রুত্বা দ্বিজগিরো রাজা হর্ষপরিপ্লুতঃ।
পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য দদৌ বাসং মনোরমম্ ॥৬৮
ততঃ শুভদিনে রাজা কৃত্বা যজ্ঞং সদক্ষিণম্।
বিপ্রাদেশাচ্চরুং প্রাদান্মহিষ্যৈ পুত্রকারকম্ ॥৬৯
এবং সমাপ্য যজ্ঞন্তমাদিশূরস্য ভূপতেঃ।
জগ্মুঃ স্বদেশং তূর্ণন্তে বিপ্রা বেদবিশারদাঃ ॥৭০
গতেষু নিজদেশেষু স্বদেশস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
ঊচুস্তান্ ব্যবহার্য্যা বৈ নাস্মাভি র্দ্বিজসত্তমাঃ ॥৭১
বঙ্গদেশে চ গমনাদজ্ঞাতজনযাজনাৎ।
যূয়ং পাতিত্যমাপন্না ন সংগ্রাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ ॥৭২
অস্মাকং গ্রহণীয়াশ্চেদ্ যূয়ং ভবিতুমিচ্ছথ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুরুত পুনঃসংস্কাররূপকম্ ॥৭৩

রাজা দ্বিজগণের এই বাক্য শুনিয়া পরমহর্ষে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া উত্তম বাসস্থান দিলেন। পরে মহারাজ শুভদিনে যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণাপ্রদানপূর্ব্বক বিপ্রগণের আদেশে মহিষীকে পুত্রকারক চরু প্রদান করিলেন। এইরূপে আদিশূর রাজার যজ্ঞ সমাপন করিয়া বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণ শীঘ্র স্বদেশে গমন করিলেন। তাঁহারা নিজ দেশে গমন করিলে স্বদেশস্থ বিপ্রগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমাদিগের ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে না। বঙ্গদেশে গমন ও অজ্ঞাত

জনের যাজনহেতু তোমরা পতিত হইয়াছ, ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য্য নহ। যদি তোমরা আমাদিগের ব্যবহার্য্য হইতে ইচ্ছা কর, তবে পুনঃসংস্কার-রূপ প্রায়শ্চিত্ত কর।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৩

ইতি শ্রুত্বা গিরো বিপ্রা বীরসিংহান্তিকং তদা।
গত্বা সমস্তবৃত্তান্তং কথয়ামাসুরাশু তে॥৭৪
ততো রাজা সমাহূয় ব্রাহ্মণান্ প্রাহ বিস্তরম্।
প্রায়শ্চিত্তং বিনা কোঽপি স্বীকারং ন চকার হ॥৭৫
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সহ।
সরক্ষকাঃ কান্যকুব্জাদ্ বঙ্গদেশং পুনর্যযুঃ॥৭৬
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুরাদিশূরনৃপান্তিকে।
তেষাং বচনমাকর্ণ্য রাজা হর্ষমুপাগতাঃ॥৭৭
বাসার্থং পঞ্চ বিপ্রাণাং গঙ্গাতীরসমীপতঃ।
পঞ্চ গ্রামান্ দদৌ তূর্ণং রত্নানি বিবিধানি চ॥৭৮
কামঠী চ ব্রহ্মপুরী হরিকোটস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং নামানি পঞ্চ চ॥৭৯
ক্ষিতীশায় ব্রহ্মপুরীং বীতরাগায় কামঠীম্।
বটগ্রামং সৌভরিণে দদৌ নরপতিস্তদা॥৮০
মেধাতিথ্যভিধেয়ায় কঙ্কগ্রামং মনোরমম্।
তং সুধানিধয়ে চাপি হরিকোটমনুত্তমম্॥৮১

তখন সেই বিপ্রগণ এই বাক্য শুনিয়া বীরসিংহের নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বিস্তর বুঝাইয়া বলিলেন, কিন্তু বিনা প্রায়শ্চিত্তে কেহই তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন

সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভার্য্যাপুত্রাদি ও রক্ষকগণের সহিত পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে গমন করিলেন। তাঁহারা আদিশূর নৃপতির নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে পর রাজা তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া পরম হর্ষলাভ করিলেন এবং পঞ্চ বিপ্রের বাসের নিমিত্ত গঙ্গাতীরের সমীপে পঞ্চ গ্রাম ও বহুবিধ রত্ন সত্বর প্রদান করিলেন। পাঁচটী গ্রামের নাম কামঠী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম। তখন নরপতি ক্ষিতীশকে ব্রহ্মপুরী, বীতরাগকে কামঠী, সৌভরিকে বটগ্রাম, মেধাতিথিকে মনোরম কঙ্কগ্রাম ও সুধানিধিকে অত্যুত্তম হরিকোট প্রদান করিলেন।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮১

ক্ষিতীশাদিদ্বিজৈঃ সার্দ্ধমাগতাঃ পঞ্চ রক্ষকাঃ।
মকরন্দো দশরথঃ পুরুষোত্তম এব চ ॥৮২
কালিদাসো দাশরথিঃ সর্ব্বে রাজন্যধর্ম্মিণঃ।
তেষাং প্রার্থনয়া ভূমিং দদৌ বাসায় ভূপতিঃ ॥৮৩
এবং কিয়ৎকালগত আদিশূরে নৃপে মৃতে।
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ তৎপুত্রো ভূশূরাখ্যকঃ ॥৮৪
ততো বৈ মগধাধীশো ধর্ম্মপালাখ্যকো নৃপঃ।
ভূশূরং তাড়য়ামাস নগরাৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাৎ ॥৮৫
বরেন্দ্রভূমিং হিত্বা স রাঢ়দেশে সমাগতঃ।
দুর্গং নির্ম্মায় সুদৃঢ়ং তত্র বাসমকল্পয়ৎ ॥৮৬

ক্ষিতীশাদি দ্বিজগণের সহিত যে পঞ্চ রক্ষক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম মকরন্দ, দশরথ, পুরুষোত্তম, কালিদাস ও দাশরথি; তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী ছিলেন। এইরূপে কিছুকাল পরে নৃপতি আদিশূর পরলোকে গমন করিলে তদীয় পুত্র ভূশূর পিতৃরাজ্যে অভি-

ষিক্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মপালনামক মগধাধিপতি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (দিনাজপুর ?) হইতে ভূশূরকে বিতাড়িত করিলেন। তিনি বরেন্দ্রভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে আসিলেন এবং তথায় সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন।৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬

কান্যকুব্জাৎ স্থাপিতা যে হ্যাদিশূরেণ ভূশূরাঃ।
ত্রয়োবিংশতিঃ পুত্রাঃ স্যুস্তেষাং বেদবিশারদাঃ ॥৮৭
ভট্টনারায়ণো দামোদরঃ শৌরিস্তথৈব চ।
বিশ্বেশ্বরঃ শঙ্করশ্চ পঞ্চৈতে তু ক্ষিতীশজাঃ ॥৮৮
দক্ষঃ সুষেণো ভানুশ্চ কৃপানিধিরথাপরঃ।
বীতরাগস্য তনয়া এতে বৈ বেদসংখ্যকাঃ ৮৯
সুধানিধিসুতৌ দ্বৌ তু শ্রীচ্ছান্দড়ধরাধরৌ।
শ্রীহর্ষো গৌতমশ্চৈব শ্রীধরঃ কৃষ্ণ এব চ ॥৯০
শিবো দুর্গা রবিশ্চৈব শশীচেতি দ্বিজোত্তমাঃ।
মেধাতিথ্যভিধেয়স্য দ্বিজস্যৈবাষ্টসূনবঃ ॥৯১
বেদগর্ভো রত্নগর্ভঃ পরাশরমহেশ্বরৌ।
চত্বারস্তনয়া এতে সৌভরেস্তু মহাত্মনঃ ॥৯২
তপোবিদ্যাগুণৈঃ সর্ব্বে পিতৃতুল্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষসংজ্ঞকঃ ॥৯৩
বেদগর্ভো দ্বিজাশ্চৈতে সহ ভূশূরভূভৃতা।
পূর্ব্ববাসন্তু সন্ত্যজ্য রাঢ়দেশমুপাগতাঃ ॥৯৪
ভট্টনারায়ণাদীনাং বাসার্থং স্থানমেব চ।
দদৌ বহূনি রত্নানি ভূশূরো নৃপসত্তমঃ ॥৯৫
রাঢ়দেশে কৃতে বাসে তে দ্বিজাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ।

রাঢ়ীয়া ইতি বিখ্যাতা দেশনামানুসারতঃ ॥৯৬
দামোদরাদয়ো যেতু পূর্ব্ববাসং ন তত্যজুঃ।
বরেন্দ্রদেশবাসিত্বাৎ তে বারেন্দ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥৯৭

আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে আনাইয়া যে পাঁচটী ব্রাহ্মণ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ২৩টী পুত্র জন্মিয়াছিল, সকলেই বেদ-বিশারদ হইয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণ, দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর ও শঙ্কর, এই পাঁচজন ক্ষিতীশের পুত্র। দক্ষ, সুষেণ, ভানু ও কৃপানিধি, এই চারিজন বীতরাগের পুত্র। ছান্দড় ও ধরাধর, এই দুইজন সুধানিধির পুত্র। শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী, এই আটজন মেধাতিথির পুত্র। বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর, এই চারিজন মহাত্মা সৌভরির পুত্র। ইহাঁরা সকলেই তপস্যা, বিদ্যা ও গুণে পিতৃতুল্য। ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ, এই পাঁচজন ভূশূর রাজার সহিত পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে আগমন করিলেন। নৃপবর ভূশূর ভট্টনারায়ণাদির বাসের নিমিত্ত স্থান ও বহু রত্ন প্রদান করিলেন। রাঢ়দেশে বাস করিলে পর সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ দেশের নামানুসারে রাঢ়ীয় বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। দামোদর প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্ববাস ত্যাগ করিলেন না, তাঁহারা বরেন্দ্রদেশবাসী বলিয়া বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন। ৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১।৯২।৯৩।৯৪।৯৫।৯৬।৯৭

ভূশূরস্য সুতশ্চৈব ক্ষিতিশূরো মহীপতিঃ।
পিতর্য্যুপরতে চৈব পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৯৮
বরেন্দ্রভূমিতো রাঢ়ে পিত্রা যে স্থাপিতা দ্বিজাঃ।
তেষামাসংস্তপোযুক্তাঃ ষট্‌পঞ্চাশন্মিতাঃ সুতাঃ ॥৯৯

ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞা চ তপোবিদ্যানুসারতঃ।
ষট্পঞ্চাশন্মিতং দত্তং তেভ্যো বাসায় শাসনম্ ॥১০০

ষট্পঞ্চাশৎসুগ্রামেষু কৃতে বাসে চ তৈর্দ্বিজৈঃ।
গ্রামীতিসংজ্ঞাং তে প্রাপুর্গ্রামনামানুসারতঃ ॥১০১

ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর পিতার দেহান্ত হইলে পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পিতা বরেন্দ্রদেশে যে দ্বিজগণকে আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উপযুক্ত ছাপান্নটী পুত্র হইয়াছিল। মহারাজ ক্ষিতিশূর তপস্যা ও বিদ্যানুসারে তাঁহাদিগকে বাসের নিমিত্ত ৫৬টী গ্রাম প্রদান করিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ ৫৬টী উত্তম গ্রামে বাস করিলে পর গ্রামের নামানুসারে 'গ্রামী' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ৯৮।৯৯।১০০।১০১

শাণ্ডিল্যে বন্দ্যঃ কুসুমকুলিঃ কুলভিগড়গড়ী।
ঘোষালসেঊ দীর্ঘকড়ী মাসো বড়াল এব চ ॥১০২

কেশরকোনিঃ পারিশ্চ বসুঃ কুশো ঝিকস্তথা।
বোকট্টালশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ ষোড়শগ্রামবাসিনঃ ॥১০৩

শাণ্ডিল্যগোত্রে ষোড়শগ্রামী ব্রাহ্মণের ১৬টী গাঁই; যথা, বন্দ্য, কুসুমকুলি, কুলভি, গড়গড়ি, ঘোষাল, সেউড়ি, দীর্ঘবাটী, কড়ি, মাশ্চটক, বটব্যাল, কেশরকোনি, পারিহাল, বসুয়ারি, কুশারি, ঝিকরাড়ি ও বোকট্টাল।১০২।১০৩

ডিণ্ডী রায়ী মুখোটী চ সাহুরিশ্চ তথাপরঃ।
ভরদ্বাজেতু বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো গ্রামবাসিনঃ ॥১০৪

ভরদ্বাজগোত্রে চতুর্গ্রামী ব্রাহ্মণের চারিটী গাঁই: যথা, ডিণ্ডীসায়ী, রায়ী, মুখোটী ও সাহুরি।১০৪

চট্টো গুড়িঃ সিমলায়িঃ পালধির্হড় এব চ।
দগ্ধবাটী পোষলী চ তৈলবাটী তথাপরঃ ॥১০৫
তাম্বুলিশ্চ তথা ভূরিঃ পলসা পর্কটিস্তথা।
মূলী চ পীতমুণ্ডী চ কাশ্যপে তু চতুর্দ্দশ ॥১০৬

কাশ্যপগোত্রে চতুর্দ্দশগ্রামী ব্রাহ্মণের ১৪টী গাঁই; যথা, চট্ট, গুড়ি, সিমলায়ি, পালধি, হড়, পোড়ারি, পোষলী, তৈলবাটী, অম্বুলি, ভূরি, পলসায়ী, পর্কটি, মূলী ও পীতমুণ্ডী।১০৫।১০৬

পিপ্পলো ঘোষঃ পূর্ব্বশ্চ পূতির্বাপুলিরেব চ।
হিজ্জলঃ কাঞ্জিলালশ্চ কাঞ্জাড়িশ্চ চতুর্থকঃ।
মহিন্তা শিম্বলালশ্চ বাৎস্যে চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥১০৭
গাঙ্গলী চ তথা ঘণ্টেশ্বরী চ পলিয়ালকঃ।
বালিগ্রামী কুন্দলালো নন্দিয়ালশ্চ সিদ্ধলঃ ॥১০৮
সাণ্ডেশ্বরী তথা দায়ী শিয়াড়ী চ তথাপরঃ।
নায়াড়ী চেতি সাবর্ণে বিজ্ঞেয়া রুদ্রসংখ্যকাঃ ॥১০৯

বাৎস্যগোত্রে একাদশগ্রামী ব্রাহ্মণের ১১টী গাঁই, যথা, পিপ্পলী, ঘোষাল, পূর্ব্বগ্রামী, পূতিতুণ্ড, বাপুলি, হিজ্জল, কাঞ্জিলাল, কাঞ্জিয়াড়ি, চোৎখণ্ডী, মহিন্তা ও শিমলাল। সাবর্ণগোত্রে একাদশগ্রামী ব্রাহ্মণের ১১টী গাঁই; যথা গাঙ্গুলি, ঘণ্টেশ্বরী, পলিয়াল, বালিগ্রামী, কুন্দলাল, নন্দিয়াল, সিদ্ধল, সাণ্ডেশ্বরী, দায়ী, শিয়াড়া ও নায়াড়ী।১০৭।১০৮।১০৯

বরাহো নানো গুয়িশ্চ রামো গণশ্চ দেবকঃ।
মাধবশ্চ মধু গূঢ়ো বিকর্ত্তনো নৃপস্তথা ॥১১০
বাটুর্নীলশ্চ দীনশ্চ কামশ্চ বাসুরেব চ।
ভট্টনারায়ণস্যৈতে পুত্রাঃ ষোড়শসংখ্যকাঃ ॥১১১

বরাহস্তু বন্দ্যঘটী নানঃ কুসুমকুলিকঃ।
গুয়িশ্চ কুলভী খ্যাতো রামো গড়গড়িঃ স্মৃতঃ ॥১১২
গণেশ্বরো ঘোষলী চ দেবঃ সেউড়িরেব চ।
মাধবশ্চ দীর্ঘবাটী কড়িলো মধুসূদনঃ ॥১১৩
গূঢ়োমাশ্চটকঃ খ্যাতো বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
কেশরকোনির্নৃপশ্চৈব বাটুশ্চ পারিহালকঃ ॥১১৪
বসুয়ারিশ্চ নীলস্তু কুশারি দীন এব চ।
ঝিকরাড়িস্তু কামশ্চ বোকট্রো বাসুদেবকঃ।
শাণ্ডিল্যে ষোড়শগ্রামবাসিনঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥১১৫

বরাহ, নান, গুয়ি, রাম, গণ, দেব, মাধব, মধু, গূঢ়, বিকর্ত্তন, নৃপ, বাটু, নীল, দীন, কাম ও বাসু, এই ষোড়শটী ভট্টনারায়ণের পুত্র। (তন্মধ্যে) বরাহ বন্দ্যঘটী, নান কুসুমকুলি, গুয়ি কুলভী, রাম গড়-গড়ি, গণ ঘোষলী, দেব সেউড়ি, মাধব দীর্ঘবাটী, মধুসূদন কড়িল, গূঢ় মাশ্চটক, বিকর্ত্তন বটব্যাল, নৃপ কেশরকোনি, বাটু পারিহাল, নীল বসুয়ারি, দীন কুশারি, কাম ঝিকরাড়ি ও বাসুদেব বোকট্ট। শাণ্ডিল্যগোত্রে এই ষোড়শ জন ষোড়শগ্রামবাসী।১১০।১১১।১১২।১১৩ ১১৪।১১৫

জনো রামস্তথা ধাঁধু র্নানশ্চত্বার এব চ।
শ্রীহর্ষস্য সুতাঃপ্রোক্তা বেদবিদ্যাবিশারদাঃ ॥১১৬
ডিণ্ডিসায়ী জনো নাম রায়ী চ রামনামকঃ।
ধাঁধুনামা মুখোটী স্যান্নানঃ সাহুড়িকানকঃ।
ভরদ্বাজেতু বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো গ্রামবাসিনঃ ॥১১৭

জন, রাম, ধাঁধু ও নান এই চারিজন শ্রীহর্ষের পুত্র, সকলেই

বেদবিদ্যাবিশারদ। জন ডিণ্ডিসায়ী, রাম রায়ী, ধাঁধু মুখোটী ও নান সাহুড়ি (সাহরী); ভরদ্বাজগোত্রে এই চারিজন উক্ত চতুর্গ্রাম-বাসী।১১৬।১১৭

স্থলোচনশ্চ ধীরশ্চ কুবেরো রাম এব চ।
কাকঃ কানুর্জগন্নাথঃ শুম্ভো নীরঃ শুভস্তথা ॥১১৮
ভানুশ্চ বনমালী চ কেশবঃ কৌতুকস্তথা।
চতুর্দ্দশমিতাঃ পুত্রাঃ দক্ষস্য চ মহাত্মনঃ॥১১৯
চট্টঃ স্থলোচনঃ খ্যাতো ধীরস্তু গুড়িরেব চ।
কুবেরঃ সিমলায়িশ্চ পালধী রামনামকঃ ॥১২০
কাকো হড় ইতি খ্যাতঃ কানুস্তু দগ্ধবাটিকঃ।
জগন্নাথঃ পোষলীয়ঃ শুম্ভস্তু তৈলবাটিকঃ ॥১২১
নীরোহম্বুলিরিতি খ্যাতো ভূরিগ্রামী শুভো মতঃ।
পলসায়ী তথা ভানুর্বনমালী চ পর্কটিঃ ॥১২২
মূলগ্রামী কেশবশ্চ পীতমুণ্ডী চ কৌতুকঃ।
চতুর্দ্দশগ্রামসংস্থা বিপ্রাঃ কাশ্যপগোত্রজাঃ ॥১২৩

স্থলোচন, ধীর, কুবের, রাম, কাক, কানু, জগন্নাথ, শুম্ভ, নীর, শুভ, ভানু, বননালী, কেশব ও কৌতুক, এই ১৪ জন মহাত্মা দক্ষের পুত্র। স্থলোচন চট্ট, ধীর গুড়ি (গুড়), কুবের সিমলায়ি, রাম পালধি, কাক হড়, কানু দগ্ধবাটী (পোড়ারি), জগন্নাথ পোষলী (পুষলিক), শুম্ভ তৈলবাটী, নীর অম্বুলি, শুভ ভূরিগ্রামী, ভানু পলসায়ি, বনমালী পর্কটি, কেশব মূলগ্রামী ও কৌতুক পীতমুণ্ডী; কাশ্যপগোত্রজ এই ১৪ জন উক্ত চতুর্দ্দশগ্রামী।১১৮।১১৯।১২০।১২১।১২২।১২৩

শঙ্করঃ সুরভিশ্চৈব তথা বিশ্বম্ভরাখ্যকঃ।
ধীরো মহাযশাঃ কৃষ্ণঃ শ্রীধরো মাধবস্তথা ॥১২৪
গুণাকরো রবিশ্চৈব কবিশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ।
ছান্দড়স্যৈব তনয়াঃ এতে চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥১২৫
শঙ্করঃ পিপ্পলিঃ খ্যাতো ঘোষালঃ সুরভিঃ স্মৃতঃ।
পূর্ব্বগ্রামী বিশ্বঃ খ্যাতো ধীরস্তু পূতিতুণ্ডকঃ ॥১২৬
মহাযশা বাপুলিকঃ কৃষ্ণো হিজ্জল এব চ।
কাঞ্জিলালঃ শ্রীধরশ্চ কাঞ্জিয়াড়িশ্চ মাধবঃ ॥১২৭
গুণাকরশ্চতুর্থী চ মহিন্ত্যা রবিরেব চ।
শিম্বলালঃ কবিঃ খ্যাতো বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভবঃ।
একাদশগ্রামসংস্থা বিজ্ঞেয়া দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥১২৮

শঙ্কর, সুরভি, বিশ্বম্ভর, ধীর, মহাযশা, কৃষ্ণ, শ্রীধর, মাধব, গুণাকর, রবি, কবি, এই ১১ জন ছান্দড়ের পুত্র। শঙ্কর পিপ্পলী, সুরভি ঘোষাল, বিশম্ভর পূর্ব্বগ্রামী, ধীর পূতিতুণ্ড, মহাযশা বাপুলি, কৃষ্ণ হিজ্জল, শ্রীধর কাঞ্জিলাল, মাধব কাঞ্জিয়াড়ি, গুণাকর চোৎখণ্ডী, রবি মহিন্ত্যা ও কবি শিম্বলাল, বাৎস্যগোত্রসম্ভূত এই একাদশ ব্রাহ্মণ উক্ত একাদশগ্রামবাসী।১২৪।১২৫।১২৬।১২৭।১২৮

হলশ্চ মাধবশ্চৈব মধুসূদন এব চ।
কুমারশ্চ রাজ্যধরো বিশ্বরূপ স্তথৈব চ ॥১২৯
বশিষ্ঠশ্চ তথা দক্ষো মদনো যোগী রামকঃ।
বেদগর্ভস্য তনয়া এতে চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥১৩০
হলস্তু গাঙ্গলী ঘণ্টেশ্বরী মাধবনামকঃ।
বিজ্ঞেয়ো বৈ তথা পালী মধুসূদনসংজ্ঞকঃ ॥১৩১

কুমারস্তু তথা বালী কুন্দো রাজ্যধরঃ স্মৃতঃ।
নন্দিগ্রামী বিশ্বরূপো বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলঃ স্মৃতঃ ॥১৩২
দক্ষঃ সাণ্ডেশ্বরী জ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোঽভবৎ।
যোগী চৈব সিয়ারিঃ স্যান্নায়ারী রাম এব চ।
সাবর্ণৈকাদশগ্রামবাসিনো ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥১৩৩

হল, মাধব, মধুস্থদন, কুমার, রাজ্যধর, বিশ্বরূপ, বশিষ্ঠ, দক্ষ, মদন, যোগী ও রাম, এই ১১ জন বেদগর্ভের পুত্র। হল গাঙ্গলী, মাধব ঘণ্টেশ্বরী, মধুস্থদন পালী, কুমার বালী, রাজ্যধর কুন্দলাল, বিশ্বরূপ নন্দিগ্রামী, বশিষ্ঠ সিদ্ধল, দক্ষ সাণ্ডেশ্বরী, মদন দায়ী, যোগী সিয়ারি ও রাম নায়ারি, সাবর্ণগোত্রে এই একাদশ ব্রাহ্মণ উক্ত একাদশগ্রামী।১২৯।১৩০।১৩১।১৩২।১৩৩

ক্ষিতিশূরে মৃতে চৈব মহীশূরো মহীপতিঃ।
ব্রাহ্মণান্ পালয়ামাস পিতৃপৈতামহক্রমাৎ ॥১৩৪
তস্য পুত্রোঽভবদ্রাজা পৃথ্বীশূরস্ততঃ পরম্।
সোঽপি তান্ পালয়ামাস বেদবিদ্যাবিশারদান্ ॥১৩৫
পৃথ্বীশূরস্য তনয়ো ধরাশূরো নরাধিপঃ।
দৃষ্ট্বাঽতিক্রমং তেষাং দ্বিজানাং ব্রহ্মকর্ম্মণঃ ॥১৩৬
আহূয় বিপ্রান্ স রাজা সংপূজ্য বিধিবত্ততঃ।
কৃত্বা পরীক্ষণং তেষাং কর্ম্মবিদ্যানুসারতঃ ॥১৩৭
দ্বিধা চকার তান্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণানাং হিতে রতঃ।
আদৌ কুলাচলাশ্চৈব ততঃ সচ্ছ্রোত্রিয়াস্তথা ॥১৩৮

রাজা ক্ষিতিশূর লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র মহীশূর নরপতি পিতৃপিতামহের রীত্যনুসারে ব্রাহ্মণদিগের পালন করিতে

লাগিলেন। পরে পৃথীশূরের পুত্র ধরাশূর রাজা হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণগণের বেদোক্ত কর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তখন তিনি ব্রাহ্মণ গণকে আহ্বান করিয়া বিধিবৎ অর্চ্চনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের হিতে রত ভূপতি তাঁহাদিগকে কর্ম্ম ও বিদ্যানুসারে পরীক্ষা করিয়া কুলাচল ও সৎ শোত্রিয় এই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন।১৩৪।১৩৫।১৩৬ ১৩৭।১৩৮

বন্দ্যো মুখোটী চট্টশ্চ কাঞ্জির্গাঙ্গো হড়োগড়ঃ।
পূতির্ঘোষ স্তথা কুন্দশ্চতুর্থী রায়কেশরৌ ॥১৩৯
দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলভির্মহিন্ত্যা পিপ্পলিগুড়ঃ।
ঘণ্টা দিণ্ডী পীতমুণ্ডী এতে চৈব কুলাচলাঃ।
এতৎসম্পার্কিণো বিপ্রাস্তে পূজ্যা লোকসম্মতাঃ ॥১৪০

বন্দ্য, মুখোটী, চট্ট, কাঞ্জি, গাঙ্গ, হড়, গড়, পূতি, ঘোষ, কুন্দ, চতুর্থী (চোৎখণ্ডী) রায়, কেশর, দীর্ঘাঙ্গী, পারি, কুলভি, মহিন্ত্যা, পিপ্পলি, গুড়, ঘণ্টা, দিণ্ডী ও পীতমুণ্ডী, এইগুলি কুলাচল; যাঁহাদিগের সহিত ইহাঁদিগের সম্পর্ক আছে, সেই বিপ্রগণও পূজ্য ও লোক-প্রশংসিত।১৩৯।১৪০

পূর্ব্বোঽথ পালধিশ্চৈব সিদ্ধলশ্চ কুশিস্তথা।
কাঞ্জাড়ী বাপুলিশ্চৈব মাসঃ সাহুড়িয়ানকঃ ॥১৪১
ভূরিষ্ঠালোঽথ কুসুমো বটব্যালোঽম্বুলা তথা।
বোকট্টালঃ শিয়াড়ী চ পোরড়ী পাকড়ী তথা ॥১৪২
তিলাড়ী পোষলী নন্দী পলসায়ী তথৈব চ।
শিমূলী সিমলায়ী চ সেউশ্চ কড়িয়ালকঃ ॥১৪৩
নায়াড়ী ঘোষলী বালী বস্থায়ী পলিকস্তথা।

ঝিকো হিজ্জলকো মূলী দায়ী সাণ্ডেশ্বরী তথা।
সচ্ছ্রোত্রিয়া মহাত্মানঃ সর্ব্বে এতে দ্বিজাতয়ঃ ॥১৪৪

পূর্ব্বগ্রামী, পালধি, সিদ্ধল, কুশিক, কাঞ্জাড়ী, বাপুলি, মাস, সাহুড়ি, ভূরিষ্ঠাল, কুসুম, বটব্যাল, অম্বুলি, বোকট্টাল, শিয়াড়ী, পোরড়ী, পাকড়ী, তিলাড়ী, পোষলী, নন্দী, পলসায়ী, শিমূলী, বালী, বসুয়ারী, পলিক, ঝিক, হিজ্জলক, মূলী, দায়ী ও সাণ্ডেশ্বরী এই সকল মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সৎ শোত্রিয় ।১৪১।১৪২।১৪৩।১৪৪

ততস্তত্তনয়শ্চৈব চন্দ্রশূরো নৃপোঽভবৎ।
তৎপুত্রঃ সোমশূরশ্চ তস্য রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১৪৫
পুত্রহীনঃ স নৃপতিঃ কালে পঞ্চত্বমাগতঃ।
বল্লালসেনসংজ্ঞশ্চ তস্য রাজ্যে নৃপোঽভবৎ ॥১৪৬
মহাবলপরাক্রান্তো রাজনীতিবিশারদঃ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥১৪৭
দাতা চ বিনয়ী শান্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতঃ।
ন্যায়মার্গানুসারেণ সদা রাজ্যমপালয়ৎ ॥১৪৮

অনন্তর তাঁহার (ধরাশূরের) পুত্র চন্দ্রশূর রাজা হইলেন এবং তৎপরে তদীয় পুত্র সোমশূর পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পুত্র-হীন সেই রাজা কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে বল্লালসেন নামে একজন তদীয় রাজ্যে রাজা হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাজনীতিবিশারদ দেবতা ও ব্রাহ্মণভক্ত সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ দাতা বিনয়ী শান্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত (বল্লালসেন) ন্যায়পথের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ।১৪৫।১৪৬।১৪৭।১৪৮

কান্যকুব্জান্বয়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বা চাতিগুণোত্তমান্।
আদিশূরস্য নৃপতের্যশোমূর্ত্তীনিবাস্থিতান্ ॥১৪৯
আদিশূরস্য যশসঃ পশ্চাদ্বর্ত্তি যশো মম।
যথা ক্রমাৎ সতাং গেহে ভবেত্তদ্ বিদধাম্যহম্ ॥১৫০
ইত্যেকদৈব সঞ্চিন্ত্য বল্লালো বৈদ্যবংশজঃ।
কৃতপ্রতিজ্ঞোহভবদ্ দ্বিজানাং কুলবন্ধনে ॥১৫১

(তিনি) কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরদিগকে অতি গুণবান্, (এমন কি) আদিশূর নৃপতির মূর্ত্তিমান্ যশোরূপে বিরাজমান দেখিয়া (চিন্তা করিলেন) আদিশূরের কীর্ত্তির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া আমার কীর্ত্তি যাহাতে ক্রমে সজ্জনগণের গৃহে বিস্তৃত হয়, আমি তাহা করিব। একদা বৈদ্যবংশজ বল্লাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বিজগণের কুলবন্ধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।১৪৯।১৫০।১৫১

তত আহূয় বিপ্রান্ স প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ।
যূয়ং পূজ্যতমা বিপ্রা অস্মাভিশ্চ ন সংশয়ঃ ॥১৫২
তথাপি যে কুলীনাশ্চ তে পূজ্যা বৈ বিশেষতঃ।
কল্পয়ামি হ্যহং তস্মাৎ কৌলীন্যঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥১৫৩

অনন্তর তিনি বিপ্রদিগকে আহ্বান করিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, আপনারা ব্রাহ্মণ, আমাদিগের পূজ্যতম, সন্দেহ নাই। তথাপি যাহারা কুলীন, তাঁহারা বিশেষ পূজ্যতম; সেই হেতু আমি ব্রাহ্মণগণের কৌলিন্য ব্যবস্থা করিব।১৫২।১৫৩

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥১৫৪

কুলানুক্রমতোজুষ্টঃ স্বীয়বর্ণাশ্রমোচিতঃ।
ধর্ম্মঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্তঃ স এবাচার ঈরিতঃ ॥১৫৫
গুরৌ জ্যেষ্ঠে কুলাচার্য্যে নম্রতা প্রিয়ভাষণম্।
সর্ব্বত্র মধুরং চারু ধ্রুবং স বিনয়ো মতঃ ॥১৫৬
পুণ্যাঘগুণদোষাদিসদসৎসুবিচারণম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পাণ্ডিত্যং সা বিদ্যা সমুদাহৃতা ॥১৫৭
দূরদেশে গতা কীর্ত্তিস্তপোযোগাদিসম্ভবা।
কুলজ্ঞপ্রমুখৈর্গীতা সা প্রতিষ্ঠা নিগদ্যতে ॥১৫৮
শ্রদ্ধয়া পুষ্করে তীর্থে গঙ্গাক্ষেত্রগয়াদিকে।
সম্বন্ধশ্চক্ষুষো যশ্চ বিজ্ঞেয়ং তীর্থদর্শনম্ ॥১৫৯

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ ও দান, এই নয় প্রকার কুলের লক্ষণ। কুলক্রমে সেবিত স্বকীয় বর্ণাশ্রমোচিত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যে ধর্ম্ম তাহাকে আচার বলা যায়। গুরু, বয়োজ্যেষ্ঠ ও কুলাচার্য্যের নিকট নম্রতা এবং সর্ব্বত্র কোমল মধুর সত্য প্রিয় বাক্য কথনের নাম বিনয়। পুণ্য ও পাপ, গুণ ও দোষ প্রভৃতি সৎ ও অসতের বিচার এবং ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে যে পাণ্ডিত্য ইহাকেই বিদ্যা বলে। কুলজ্ঞাদিকর্ত্তৃক কীর্ত্তিতা দূরদেশগতা তপোযোগাদিজনিতা যে কীর্ত্তি, তাহাকেই প্রতিষ্ঠা কহে। পুষ্কর, গঙ্গা, শ্রীক্ষেত্র ও গয়াদি তীর্থে যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক চক্ষুরিন্দ্রিয়সম্বন্ধ, তাহাই তীর্থদর্শন বুঝিতে হইবে।১৫৪।১৫৫।১৫৬।১৫৭।১৫৮।১৫৯

ধর্ম্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো ধর্ম্মতদ্গতমানসম্।
ধর্ম্মে যো দৃঢ়বিশ্বাসো নিষ্ঠা সাপ্যভিধীয়তে ॥১৬০

তুল্যায় তুল্যবংশ্যায় কন্যাদানপ্রদানতঃ।
উভয়োস্তুল্যধর্ম্মত্বং সাবৃত্তিঃ পরিকল্পিতা ॥১৬১
ইন্দ্রিয়াদেরুপযমৈরজস্রং তত্ত্বচিন্তনম্।
পূজনং কুলদেবস্য তপস্তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৬২
পরোপকৃত্যৈ যস্ত্যাগঃ পরানুগ্রহকাম্যয়া।
সৎপাত্রেভ্যশ্চ দাতব্যং তদ্দানমিহ কথ্যতে ॥১৬৩

ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ে সর্ব্বদা উদ্যোগ, ধর্ম্মে একান্ত মানস ও ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাই নিষ্ঠা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যে দুইজন ব্যক্তির গুণ ও বংশ তুল্য, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানহেতু যে তুল্যধর্ম্মতা, তাহাকেই আবৃত্তি বলা যায়। ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণ-পূর্ব্বক অজস্র তত্ত্বচিন্তা ও কুলদেবতাপূজন তপঃ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরোপকারার্থে বা পরানুগ্রহেচ্ছায় যে ত্যাগ এবং সৎপাত্রে বস্তুর যে অর্পণ, তাহা দান বলিয়া অভিহিত হয়।১৬০।১৬১।১৬২।১৬৩

বিপ্রাঃ পূজ্যতমা লোকে এতন্নবগুণান্বিতাঃ।
অহমেব মহানিত্যহঙ্কৃতিং পরিমুঞ্চত ॥১৬৪
শৃণুতাত্রোত্তমাং যুক্তিং সদুক্তিমুপকারিণীম্।
উরীকুরুত মানাদে ব্রাহ্মণ্যানাং বিশেষতঃ ॥১৬৫
নবধা গুণসম্পন্না যে বিপ্রাস্তে কুলীনকাঃ।
নবৈব পূজ্যা বিজ্ঞেয়া বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৬৬
অতো নবগুণানাঞ্চ কৃত্বা চৈব পরীক্ষণম্।
করোমি ভূসুরা হৃদ্য ভবতাং কুলবন্ধনম্ ॥১৬৭

এই নবগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে পূজ্যতম হন। আপনারা "আমিই মহান্" এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করুন। এ বিষয়ে উত্তমযুক্তি

শ্রবণ করুন এবং মানবৃদ্ধি ও ব্রাহ্মণ্যের বিশেষ উপকারিণী সদুক্তি অঙ্গীকার করুন। যে সকল ব্রাহ্মণ নবগুণসম্পন্ন তাঁহারা কুলীন; সেই দ্বিজোত্তমগণ আমার বিশেষ পূজ্য জানিবেন। অতএব, হে ভূদেবগণ! অদ্য আমি নবগুণের পরীক্ষা করিয়াই আপনাদিগের কুলবন্ধন করিব। ১৬৪।১৬৫।১৬৬।১৬৭

আচারাদিগুণৈর্হীনা ভবেয়ুর্যদি ব্রাহ্মণাঃ।
রাজ্যস্থাস্তু প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুখিন্যঃ স্যুঃ কথং তদা ॥১৬৮
দ্বিজমূলস্তু রাজ্যংস্যাদ্ দ্বিজাচারানুগাঃ প্রজাঃ।
দ্বিজানাং কুলরক্ষাতঃ কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা নৃপৈঃ ॥১৬৯
যতঃ পুরাতনৈরুক্তং নানাশাস্ত্রেষু সাধুষু।
সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥১৭০
যে বৈ নবগুণাপন্না বিপ্রা মুখ্যকুলীনকাঃ।
যে চাল্পগুণসম্পন্নাস্তে বৈ গৌণকুলীনকাঃ ॥১৭১
গুণদোষবিমিশ্রা যে শ্রোত্রিয়াস্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ।
এবং দ্বিজানাং ত্রিবিধং করোমি কুলভেদনম্ ॥১৭২

ব্রাহ্মণগণ যদি আচারাদিগুণহীন হন, তবে রাজ্যস্থ প্রজাগণ কি প্রকারে সুখী হইবে? রাজ্য দ্বিজমূলক, প্রজাগণ দ্বিজগণের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকে। অতএব দ্বিজদিগের কুলরক্ষা রাজাদিগের সর্ব্বদা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রাচীন পণ্ডিতগণ নানাবিধ সাধুশাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে লোক ত্রিবিধ। যে সকল ব্রাহ্মণ নবগুণসম্পন্ন, তাঁহারা মুখ্য কুলীন; যাঁহারা অল্পগুণসম্পন্ন তাঁহারা গৌণকুলীন এবং যাঁহারা গুণ ও দোষ উভয়বিশিষ্ট, তাঁহারা শ্রোত্রিয় বলিয়া

কথিত হইয়া থাকেন। আমি এইরূপে দ্বিজদিগের ত্রিবিধ কুলবিভাগ করিব।১৬৮।১৬৯।১৭০।১৭১।১৭২

তত্রাদানপ্রদানাভ্যাং কন্যায়াঃ পরিবর্ত্তনম্।
ভবেৎ তেনৈব সমতা কন্যায়াঃ কুলধর্ম্ময়োঃ॥১৭৩
কুলীনস্তু কুলীনায় ভিন্নগোত্রায় কন্যকাম্।
দদ্যাৎ তস্মাচ্চ গৃহ্লীয়াদিয়মেব কুলপ্রথা॥১৭৪
শ্রোত্রিয়াণাং গ্রহাদেব কুলীনানাং কুলস্থিতিঃ।
শ্রোত্রিয়েষু প্রদানেষু কুলীনানাং কুলক্ষয়ঃ॥১৭৫

কুলীনে কুলীনে আদানপ্রদানদ্বারা কন্যার পরিবর্ত্তন হইলে কন্যার কুল ও ধর্ম্মের সমতা হয়। কুলীন ভিন্নগোত্র কুলীনকে কন্যা প্রদান করিবেন ও তাহা হইতে কন্যা গ্রহণ করিবেন; ইহাই কুলপ্রথা। শ্রোত্রিয়দিগের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনদিগের কুলীনত্ব অব্যাহত থাকে, কিন্তু কুলীনগণ শ্রোত্রিয়ে কন্যা প্রদান করিলে তাঁহাদের কুলীনত্বের হানি হইবে।১৭৩।১৭৪।১৭৫

দানাধ্যয়নহীনো যোঽজিতো মূর্খশ্চ লুব্ধকঃ।
সদা তস্য কুলং নাস্তি পতিতানাং তথৈব চ॥১৭৬
কুলধ্বংসে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জ্জিতে॥১৭৭
অয়মেব মহান্ ধর্ম্মঃ কুলীনানাং কুলস্থিতৌ।
কর্ত্তব্য ইতি নিশ্চিত্য মদ্বশা ভবত দ্বিজাঃ॥১৭৮

দান ও বেদাধ্যয়নশূন্য, অজিতেন্দ্রিয়, মূর্খ, লোভী ও পতিত ব্যক্তির কখনও কুল থাকে না। কুলধ্বংস, রণ্ডাগমন, জীবিতে পিণ্ডদান, বলাৎ-

কার ও বিবাহ না করা, এই সকল দোষে কুল থাকে না। হে দ্বিজগণ! কুলীনগণের কুলরক্ষার্থে এই মহান্ ধর্ম্মই পালনীয় ইহা নিশ্চয় করিয়া আমার অনুবর্ত্তন করুন।১৭৬।১৭৭।১৭৮

এবমাদিশ্য বিপ্রাংস্তান্ পুনরাহ মহীপতিঃ।
শ্রোত্রিয়ং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং শুদ্ধং কষ্টঞ্চ সত্তমৈঃ॥১৭৯
দোষাল্পগুণবাহুল্যাস্তে শুদ্ধশ্রোত্রিয়া মতাঃ।
তেষাং সুতাং সমাদায় কুলীনো নৈব দুষ্যতি॥১৮০
গুণাল্পদোষবাহুল্যাঃ পতিতানান্তু যে সুতাঃ।
যে বৈ পতিতসংশ্লিষ্টাস্তে কষ্টশ্রোত্রিয়া মতাঃ।
তেষাং কন্যা ন সংগ্রাহ্যাঃ কুলজৈস্তু কদাচন॥১৮১

রাজা বল্লালসেন সেই ব্রাহ্মণদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। শুদ্ধ ও কষ্টভেদে শ্রোত্রিয়ত্বকে সাধুগণ দ্বিবিধ বলিয়া জানেন। যাঁহাদিগের দোষের অল্পতা ও গুণের বাহুল্য আছে, তাঁহারা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়; তাঁহাদিগের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীন ব্যক্তি দূষিত হন না। যাঁহাদিগের গুণের অল্পতা ও দোষের বাহুল্য আছে, আর যাঁহারা পতিতের পুত্র বা পতিতসংসর্গী তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয়; কুলীনগণ তাঁহাদের কন্যা কখনও গ্রহণ করিবেন না।১৭৯।১৮০।১৮১

শ্রুত্বা তন্নৃপতের্বাক্যং বৈকর্ত্তনমুখা দ্বিজাঃ।
বিতুষ্টাঃ প্রবদন্তীদং নোরীকার্য্যমিদং ত্বয়া॥১৮২
চতুস্ত্রিংশদ্‌গ্রামিণাং বা অস্মাকং নৈব সম্মতম্।
ভূসুরাণাং কদা কুত্র কেন বা তৎকৃতং পুরা॥১৮৩
অপ্রমাণবৃত্তি কর্ম্ম ন কার্য্যমার্য্যজেন বৈ।

বিপ্রাঃ পূজ্যতমা লোকে নাবমন্যেত তান্ ক্বচিৎ ॥১৮৪

সর্ব্বভুগ্ বৈ যথা বহ্নি র্দ্বিজোঽপ্যগ্নিময়স্তথা।
তেজীয়সাং নহি ভবেদ্দোষাদোষবিচারণম্ ॥১৮৫

আচারাদিবিহীনস্য দ্বিজস্য চ সুতো যদি।
তপোবিদ্যাদিসম্পন্নঃ কুলহীনো ভবেৎ স কিম্ ॥১৮৬

আদৌ প্রজাপতিমুখাজ্জাতা বিপ্রাঃ সবেদকাঃ।
অতোঽগ্রজা হি বিজ্ঞেয়া বিশুদ্ধকুলসম্ভবাঃ ॥১৮৭

নিষ্কামযোগভ্রষ্টা যে জাতা ব্রহ্মকুলে তু তে।
দোষনির্ব্বাচনে তেষাং কঃ ক্ষমঃ স্যান্মহীপতে ॥১৮৮

রাজার তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈকর্ত্তনপ্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! এইরূপ কথা বলিবেন না। ৩৪ গ্রামী ব্রাহ্মণ আমাদিগের ইহাতে মত নাই। পূর্ব্বকালে কোন্ দেশে কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধন করিয়াছিলেন? যে কার্য্যের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, ভদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাহারও তাহা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ জগতে পূজ্যতম, কখনও তাঁহাদিগের অবমাননা করিতে নাই। অগ্নি যেরূপ সর্ব্বভুক্, অগ্নিময় ব্রাহ্মণও তাদৃশ; যাঁহারা তেজীয়ান্ তাঁহাদিগের দোষাদোষ বিচার হইতে পারে না। আচারাদিহীন ব্রাহ্মণের পুত্র যদি তপোবিদ্যাদিসম্পন্ন হন, তিনি কি কুল-হীন হইবেন? সৃষ্টির প্রারম্ভে বিপ্রগণ বেদের সহিত ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, এই হেতু ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃ বিশুদ্ধকুলসম্ভূত। যাঁহারা নিষ্কামযোগভ্রষ্ট, তাঁহারাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন্! তাঁহাদিগের দোষনির্ব্বাচনে কে সমর্থ হইবে? ১৮২।১৮৩।১৮৪।১৮৫।১৮৬। ১৮৭।১৮৮

দুরাচারোঽক্রিয়াযুক্তো বিপ্রশ্চেদ্ বেদমাতরম্।
গায়ত্রীং প্রজপেন্নিত্যং কিং পাপং তস্ত সংস্পৃশেৎ ॥১৮৯
গায়ত্রীং জপতো রাজন্ ঘোরপাপানি সত্বরম্।
প্রণশ্যতি যতো ধীমন্ কথং তৎ কুলবন্ধনম্ ॥১৯০
যথা দহতি কাষ্ঠানি বহ্নিঃ সর্ব্বভুগব্যয়ঃ।
গায়ত্র্যগ্নিস্তথাঘানি বিপ্রাণাঞ্চৈব তৎক্ষণাৎ ॥১৯১
অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নি দৈবতং মহৎ ॥১৯২
শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥১৯৩
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনূঃ।
ইতি বিষ্ণুবচো রাজন্ ন মৃষা কর্ত্তুমর্হসি ॥১৯৪
গুণদোষবিচারে তু বিপ্রাণাং নৃপসত্তম।
বিপ্রাবমাননা নূনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৯৫
ন তে শুভং স্যাদ্বিপ্রাণাং গুণদোষবিচারণে।
ইতি জ্ঞাত্বা মহারাজ যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥১৯৬
এবং নিশম্য নৃপতিস্তেষাঞ্চৈবাপ্রিয়ং বচঃ।
উবাচ রুষ্টো যূয়ং বৈ শ্রোত্রিয়াস্তিষ্ঠতাধুনা ॥১৯৭

যদি ব্রাহ্মণ দুরাচার ও ক্রিয়াশূন্য হইয়াও নিত্য বেদমাতা গায়ত্রীকে জপ করেন, তাহা হইলে কোন্ পাপ তাহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে? হে মহারাজ! যিনি গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহার ঘোর পাপ সকল যখন সত্বর বিনষ্ট হয়, তখন কুলবন্ধন করিবার প্রয়োজন কি? যেমন সর্ব্বভুক্ অগ্নি

কাষ্ঠ সকলকে দগ্ধ করে, সেইরূপ অক্ষয় গায়ত্রীরূপ অগ্নি বিপ্রগণের পাপ-সমূহকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে। সংস্কৃতই হউন বা অসংস্কৃতই হউন, অগ্নি যেমন পরম দেবতা, সেইরূপ বিদ্বান্ হউন বা অবিদ্বান্ হউন, ব্রাহ্মণ পরম দেবতা। তেজস্বী পাবক শ্মশানগত হইলেও দোষযুক্ত হন না, তাঁহাকেই যজ্ঞে স্থাপন করিয়া তদুপরি হবিঃ প্রক্ষেপ করিলে তিনি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। হে রাজন্! "ব্রাহ্মণ অবিদ্বই হউন বা সবিদ্বই হউন, তিনি আমার দেহ," এই ভগবদ্‌বাক্যকে আপনি অন্যথা করিবেন না। হে মহারাজ! ব্রাহ্মণগণের গুণদোষ বিচার করিতে গেলেই নিশ্চয় তাঁহাদিগের অবমাননা হইবে সন্দেহ নাই। বিপ্রগণের গুণদোষ বিচার করিতে গেলে আপনার মঙ্গল হইবে না; ইহা জানিয়া আপনার যাহা সঙ্গত মনে হয় করুন। নৃপতি তাঁহাদিগের এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমরা অদ্য হইতে শ্রোত্রিয় হইলে।১৮৯।১৯০।১৯১।১৯২।১৯৩।১৯৪।১৯৫।১৯৬।১৯৭

দ্বাবিংশতিগ্রামিণস্তু তন্মতগ্রাহিণো দ্বিজান্।
বিশেষেণ সমভ্যর্চ্চ্য কুলীনানকরোত্ততঃ ॥১৯৮

তাম্রপাত্রে চ সংলিখ্য শাসনানি বহূনি সঃ।
তেভ্যোঽদান্নৃপতিস্তূর্ণং হর্ষেণ মহতা যুতঃ ॥১৯৯

এবং গতে কিয়ৎকালে বল্লালস্তু মহীপতিঃ।
দ্বাবিংশতিগ্রামিণস্তানানয়ৎ পুনরেব সঃ ॥২০০

তেষাঞ্চৈব গুণগ্রামান্ কুলীনানাং বিচারয়ন্।
গৌণং মুখ্যঞ্চেতি কুলং দ্বিধা চক্রে বিশেষতঃ ॥২০১

গুণানাং নবসংখ্যানামল্পত্বাত্তেচ গৌণকাঃ।
চতুর্দ্দশগ্রামিণো বৈ রাঢ়দেশনিবাসিনঃ ॥২০২

অনন্তর রাজা তদীয় মতাবলম্বী ২২ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিয়া কুলীন করিলেন এবং তাম্রফলকে বহু শাসন লিখিয়া পরম হর্ষে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে বল্লাল নৃপতি সেই ২২ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে পুনর্ব্বার আনাইয়া তাঁহাদিগের গুণদোষবিচারপূর্ব্বক কুলকে গৌণ ও মুখ্যরূপে বিশেষভাবে দ্বিধাবিভক্ত করিলেন। রাঢ়দেশনিবাসী যে সকল ব্রাহ্মণের নবগুণের অল্পতা ছিল, সেই ১৪ গ্রামী ব্রাহ্মণকে গৌণকুলীন করিলেন।১৯৮।১৯৯।২০০।২০১।২০২

হড়ো গড়ঃ কেশরকশ্চতুর্থী
পারি গুড়ঃ পিপ্পলী পীতমুণ্ডী।
রায়ির্মহিন্ত্যা কুলভিশ্চ ঘাটী
দিণ্ডী দিঘাড়িঃ কথিতাশ্চ গৌণাঃ ॥২০৩

তদন্যেঽষ্টৌ বন্দ্যমুখা মুখ্যাঃ পূর্ণগুণান্বিতাঃ।
রাজ্ঞা চাজ্ঞাপিতাস্তে তু বিপ্রাঃ কৌলীন্যদেবতাঃ ॥২০৪
বন্দ্যো মুখৈয়টী গাঙ্গঃ কাঞ্জী কুন্দশ্চ পূতিকঃ।
ঘোষালশ্চট্ট ইত্যেব চাষ্টৌ মুখ্যকুলাঃ স্মৃতাঃ ॥২০৫
ভূয়োঽপি ভূমিপালেন বল্লালেন বিচিন্তিতম্।
মুখ্যাষ্টগ্রামিণাং কেন কৃতং বা কিং কৃতাকৃতম্ ॥২০৬
কৃত্বৈতন্মনসা তেন চাহূয় পুনরেব তান্।
বিচার্য্য গুণদোষাদীন্ সদোষাঃ সমুপেক্ষিতাঃ ॥২০৭

হড়, গড়গড়ি, কেশর, চোৎখণ্ডী, পারি, গুড়, পিপ্পলী, পীতমুণ্ডী, রায়ি, মহিন্ত্যা, কুলভি, ঘাটী (ঘণ্টা), দিণ্ডী ও দিঘাড়ী, ইহাঁরা গৌণ-কুলীন বলিয়া অভিহিত হইলেন। তদ্ভিন্ন বন্দ্য প্রভৃতি যে অষ্টগ্রামী পূর্ণগুণান্বিত ছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে মুখ্য কুলীন করিলেন। বন্দ্য,

মুখোটী, গাঙ্গলী, কাঞ্জিলাল, কুন্দলাল, পূতিতুণ্ড, ঘোষাল ও চট্ট, এই ৮ গ্রামী ব্রাহ্মণ মুখ্য কুলীন হইলেন। বল্লাল নৃপতি পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন মুখ্য ৮ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কে কিরূপ সুকার্য্য বা অকার্য্য করিয়াছেন; তিনি এইরূপ মনে করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া গুণদোষবিচারপূর্ব্বক দোষীদিগকে উপেক্ষা করিলেন। ২০৩।২০৪।২০৫।২০৬।২০৭

বিপদপদকৃতো যঃ পাত্থমাসাদ্য ভূপোঽ
বরকুলমিতি নাম্না নিন্দিতং তঞ্চকার।
স্বপদবিপদযুক্তো গৌণবংশ্যং হি মধ্যং
নিজপদরতচিত্তো মুখ্যবংশ্যঞ্চ শ্রেষ্ঠম্ ॥২০৮

মুখ্যগৌণাবরাংশ্চৈব চকার স ত্রিধা কুলম্।
শাকে সপ্তাঙ্কশূন্যেন্দুমিতে নরপতিঃ স্বয়ম্ ॥২০৯

ততো রাজা জগাদোচ্চৈ ব্র্াহ্মণানাঞ্চ শৃণ্বতাম্।
ময়া নির্ব্বাচ্যতে যদ্ যত্তত্তৎ সর্ব্বং বিধার্য্যতাম্ ॥২১০

যড়্ বন্দ্যো জাহ্লনাখ্যোহি মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনো ধীমান্ ঈশানো মকরন্দকঃ ॥২১১

বহুরূপঃ শুচশ্চৈব হরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙালশ্চ ততঃ খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ ॥২১২

পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষাল এব চ।
কানুকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিবংশসমুদ্ভবৌ ॥২১৩

উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশপ্রতিষ্ঠিতৌ।
গাঙ্গলীয়ঃ শিশুনামা কুন্দো রোষাকরস্তথা ॥২১৪

ময়া প্রপূজিতা এতে নির্দ্দোষা গুণমণ্ডিতাঃ।
যে চান্যে দোষরহিতাঃ সমিতাবনুপস্থিতাঃ।
তেঽপি পূজ্যা দ্বিজাঃ সম্যগ্ যোগ্যাস্তে কুলকর্ম্মণি ॥২১৫

যিনি বিরুদ্ধ পথে পদার্পণ করিয়াছেন, রাজা তাঁহাকে পাদ্যমাত্র প্রদান পূর্ব্বক অবরকুল নাম দিয়া নিন্দিত করিলেন। যিনি স্বপদ ও বিরুদ্ধপদ এই উভয় পদারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাকে গৌণবংশ নাম দিয়া মধ্য করিলেন এবং যিনি স্বপদমাত্রারূঢ় আছেন, তাঁহাকে মুখ্য বংশ নাম দিয়া শ্রেষ্ঠ করিলেন। রাজা স্বয়ং ১০৯৭ শাকে কুলকে মুখ্য, গৌণ ও অবর এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। পরে রাজা উচ্চৈঃস্বরে ব্রাহ্মণদিগকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি যাহা যাহা নির্ব্বাচন করিতেছি, তাহা তাহা অবধারণ করুন। বন্দ্যবংশজ ৬ জন জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ; চট্টবংশজ ৫ জন বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল; পূতিজ গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ঘোষাল শির, কাঞ্জিবংশজ কানু ও কুতূহল, মুখবংশজ উৎসাহ ও গরুড়, গাঙ্গজ শিশু ও কুন্দগ্রামী রোষাকর, ইহাঁরা দোষশূন্য ও গুণমণ্ডিত, ইহাঁদিগকে আমি বিশেষরূপে পূজা করিলাম। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা এই সভায় অনুপস্থিত অথচ দোষরহিত, সেই সকল ব্রাহ্মণও পূজ্য, তাঁহারা কুলকর্ম্মে সম্যক্ যোগ্য।২০৮।২০৯।২১০।২১১।২১২।২১৩ ২১৪।২১৫

মহিন্ত্যাবংশজশ্চৈব মাধবাচার্য্যসংজ্ঞকঃ।
গুড়জঃ শরণির্ধীমান্ পিপ্পলিজোঽতিরূপকঃ ॥২১৬
চতুর্থীজস্তথারুদ্রশ্চাকুস্তু পারিহালজঃ।
চক্রপাণির্গড়গড়ী রায়িজষ্ঠৌটনামকঃ ॥২১৭

হড়জস্তু জনশ্চৈব ডিণ্ডীসায়ী জনার্দ্দনঃ।
ঘাটির্নিশাপতিশ্চৈব ধর্ম্মঃ কেশরকোণিকঃ ॥২১৮
মনোহরঃ পীতমুণ্ডী গুয়ী কুলভিবংশজঃ।
মুণ্ডীকরশ্চ দীর্ঘাঙ্গী প্রোক্তা গৌণকুলীনকাঃ ॥২১৯

আর মাহিন্ত্যাবংশজ মাধবাচার্য্য, গুড়বংশজ শরণি, পিপ্পলিবংশজ অতিরূপ, চোৎখণ্ডিবংশজ রুদ্র, পারিহালবংশজ চাকু, গড়গড়িবংশজ চক্রপাণি, রায়িবংশজ ঠৌট, হড়বংশজ জন, ডিণ্ডীসায়িবংশজ জনার্দ্দন, ঘাটিবংশজ নিশাপতি, কেশরকোণিবংশজ ধর্ম্ম, পীতমুণ্ডীবংশজ মনোহর, কুলভীবংশজ গুয়ী ও দীর্ঘাঙ্গিবংশজ মুণ্ডীকর, ইহাঁরা গৌণ কুলীন বলিয়া অভিহিত হইলেন।২১৬।২১৭।২১৮।২১৯

সমতা কুলধর্ম্মাণামাবৃত্ত্যৈবাভবদ্ ধ্রুবম্।
তথাপি লোকৈ র্লোকানাং ত্রৈবিধ্যং সমপেক্ষ্যতে॥২২০
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নির্দ্দিষ্টং ত্রৈবিধ্যং যুক্তিতোঽপ্যহম্।
আংশিকং প্রকরিষ্যামি পর্য্যায়ঞ্চাংশলক্ষণম্ ॥২২১
যৎপূজাবিধিনা যেষাং সমতাপ্যুপজায়তে।
পর্য্যায়োঽপি সমস্তেষাং তেন তে চ সমীকৃতাঃ ॥২২২
অমীষাং পুত্রপৌত্রাদেঃ পর্য্যায়েণ সমানতা।
ভবেদাবৃত্তিতঃ সাপি স্বীকারান্মম শাসনাৎ ॥২২৩

নিশ্চয়ই আবৃত্তি অর্থাৎ আদানপ্রদানদ্বারাই কুলধর্ম্মের সমতা হইয়া থাকে; তথাপি লোকে সকলেরই ত্রৈবিধ্য (উত্তম, মধ্যম ও অধম) অপেক্ষা করে। আমিও যুক্তি ও সর্ব্বশাস্ত্রে নির্দ্দেশানুসারে ত্রিবিধ অংশ, পর্য্যায় ও অংশলক্ষণ নিরূপণ করিয়া দিব। যেরূপ পূজাবিধি অর্থাৎ সম্মানের তুলনায় যাঁহারা সমান হইবেন, তাঁহাদের

পর্য্যায়ও সমান হইবে, তাঁহারা তদ্দ্বারা সমীকৃত হইবেন। ইহাঁদিগের পুত্রপৌত্রাদিরও আবৃত্তি অনুসারে পর্য্যায়দ্বারা সমানতা হইবে। যেখানে আবৃত্তির সম্ভাবনা নাই, সেখানে আমার আদেশবলে উভয় পক্ষের কেবল স্বীকারবাক্যহেতু আবৃত্তি সিদ্ধ হইবে।২২০।২২১।২২২।২২৩

সতি সমত্বে চাবৃত্ত্যা ত্রৈবিধ্যমাংশিকং ভবেৎ।
শৌর্য্যাদিভেদকং তদ্ধি ন বৈ কস্য চ ভেদকৃৎ ॥২২৪
তত্রার্ত্তিক্ষেম্যমধ্যাংশা উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
আর্ত্তির্মস্তকভূষেব ক্ষেম্যঃ পাদস্য ভূষণম্।
মধ্যাংশো মধ্যভূষেব ত্রিবিধঞ্চাংশলক্ষণম্ ॥২২৫
অতএব ভবেদংশো হ্যার্ত্তিস্তাতসদৃগ্জনঃ।
ক্ষেম্যস্তৎপুত্রতুল্যঃ স্যাৎ প্রত্যংশবিধিনা মতঃ ॥২২৬
মধ্যাংশঃ স্বসমো লোকঃ পর্য্যায়েণ প্রচক্ষতে।
ত্রৈবিধ্যংসহজঞ্চৈতদন্যত্র হ্রাসবৃদ্ধিতঃ ॥২২৭
হ্রাসতো বৃদ্ধিতস্তত্তু স্বীকারেণ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
স্বীকারো দৈবমূলঃ স্যাৎ তেন বৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
হ্রাসশ্চ জায়তে তেন নাস্তি চান্যদ্বিচারণম্ ॥২২৮
রণ্ডঃ পিণ্ডো বলাৎকার স্ত্যাজ্যপুত্রো বিপর্য্যায়ঃ।
ব্রহ্মহা স্বজনাক্ষিপ্তঃ খোড়ী কন্যাবহির্গমঃ।
অন্যপূর্ব্বাবিবাহশ্চ কুলঘ্না দশ দোষকাঃ।
ভবদ্ভি র্বৈ সদা নূনং বর্জ্জনীয়া ন সংশয়ঃ ॥২২৯

আবৃত্তিদ্বারা সমতা হইলে অংশ ত্রিবিধ হইবে। শৌর্য্যাদি ধর্ম্ম ইহার ভেদক, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা অংশ তিনভাগে বিভক্ত হইবে; কিন্তু উহা কাহারও ভেদক নহে। এইরূপে উত্তম কুলের নাম আর্ত্তি

অংশ, অধম কুলের নাম ক্ষেম্য অংশ এবং মধ্যম কুলের নাম মধ্য অংশ। আর্ত্তি শিরোভূষণের তুল্য, ক্ষেম্য পাদভূষণের তুল্য এবং মধ্যাংশ মধ্যভূষণের তুল্য। অংশের এই তিন প্রকার লক্ষণ। অতএব পর্য্যায় অনুসারে পিতৃসদৃশ লোক আর্ত্তি অংশ, প্রত্যংশবিধি অনুসারে পুত্রতুল্য লোক ক্ষেম্য অংশ এবং স্বসমান লোক মধ্য অংশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই তিন প্রকার সহজ; এতদ্ভিন্ন স্থলে হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ হইবে। হ্রাস হইতে ও বৃদ্ধি হইতে যে হয়, তাহা কেবল স্বীকার করিতে হয়। স্বীকারের মূল দৈব; দৈববশতঃ স্বীকার করিলে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে পারে, এ স্থলে অন্য কোন বিচার নাই। রণ্ডিকাগমন, জীবিতে পিণ্ডদান, বলাৎকার, ত্যাজ্যপুত্র, বিপর্য্যায়, ব্রহ্মহত্যা, স্বজনে বিবাহ, ক্ষিপ্তখঞ্জ, কন্যাবহির্গম ও অন্যপূর্ব্বাবিবাহ, এই দশটী দোষ কুলনাশক। এই গুলি আপনারা অবশ্য সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবেন।২২৪।২২৫।২২৬।২২৭।২২৮।২২৯

এবং নির্ধার্য্য বিপ্রাণাং কুলং তেষাং নৃপোত্তমঃ।
গোভূমিস্বর্ণবস্ত্রাদিদানৈস্তান্ পর্য্যতোষয়ৎ ॥২৩০
কিয়ৎকালান্তরে রাজা সমাহূয় দ্বিজোত্তমান্।
চকার স মহাযজ্ঞং যজ্ঞান্তে চ নৃপোত্তমঃ।
ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥২৩১
সা চ স্বর্ণময়ী ধেনু র্বিপ্রৈশ্ছিন্না পৃথক্ পৃথক্।
ভাগং কৃত্বা যথাযোগ্যং গৃহ্লীয়ুস্তে মহীসুরাঃ ॥২৩২
রাজা তথাবিধং দৃষ্ট্বা ক্রোধাবিষ্টো বভূব হ।
ছিত্ত্বা স্বর্ণময়ীং ধেনুং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকাঃ।
যে দ্বিজাঃ প্রযুতিগৃহ্নুঃ কুলাদ্ব্রাহ্মা বহিষ্কৃতাঃ ॥২৩৩

নৃপশ্রেষ্ঠ বল্লাল এইরূপে বিপ্রদিগের কুল নির্দ্ধারণ করিয়া গো, ভূ, স্বর্ণ ও বসনাদিদানদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। রাজা কিয়ৎকালের পর উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ দিগকে আহ্বান করিয়া একটী মহৎ যজ্ঞ করিলেন; যজ্ঞের শেষে ব্রাহ্মণ দিগকে একটী স্বর্ণময়ী ধেনু দক্ষিণা দিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই স্বর্ণময়ী ধেনুকে খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং যিনি যেরূপ পাইবার যোগ্য, তদনুসারে ভাগ করিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং যে ২৫ জন ব্রাহ্মণ স্বর্ণময়ী ধেনুকে কাটিয়া লইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণগণকে কুল হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।২৩০।২৩১।২৩২।২৩৩

শঙ্করঃ পীতমুণ্ডী চ গড়োঽপি চ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডউকনামা চ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলিঃ ॥২৩৪
কুন্দরোষাকরৌ দ্বৌ তু ভ্রাতরৌ গাঙ্গলীয়জৌ।
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপী চ বন্দ্যজাঃ ॥২৩৫
মাসো দোকড়িনামা চ রায়ী চ মধুসূদনঃ।
কুশারি র্যবনামা চ হড়ো নারায়ণোঽপি চ ॥২৩৬
মহিন্ত্যা কেশবো ধীরো দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ।
চট্টঃ শকুনিনামা চ তৈলবাটী নয়ারিকঃ ॥২৩৭
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
গাঙ্গলী চ হাস্যনামা পূতি গৌতমসংজ্ঞকঃ ॥২৩৮
পরাশরঃ শিমলিজঃ শঙ্করো ডিণ্ডিসায়িকঃ।
ঘোষালকুলজশ্চৈব বিশ্বরূপাখ্যকস্তথা।
অমী কুলোদ্‌ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ ॥২৩৯
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি।

সম্বন্ধে ভোজনে চৈব দানে যজ্ঞে তথৈব চ।
বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ ॥২৪০

শঙ্কর পীতমুণ্ডী, দিবাকর গড়, ডউক গুড়, দোকড়ি পিপ্পলী, কুন্দ গাঙ্গলী, আনায়ি বন্দ্য, গণায়ি বন্দ্য, হাড়ো বন্দ্য, গোপী বন্দ্য, দোকড়ি মাসচটক, মধুসূদন রায়ী, যব কুশারি, নারায়ণ হড়, কেশব মহিন্ত্যা, কেশব দায়ারি, শকুনি চট্ট, নায়ারি তৈলবাটী, বিশ্বেশ্বর কুন্দ, বিষ্ণু বন্দ্য, হাশু গাঙ্গলী, গৌতম পূতি, পরাশর শিমলি, শঙ্কর ডিণ্ডী-সায়ী ও বিশ্বরূপ ঘোষাল, এই সকল কুলজ ব্রাহ্মণগণ ধেনুদান প্রতিগ্রহ করিয়াছেন; ইহাঁদিগের সম্বন্ধমাত্রে (ব্রাহ্মণ) পঙ্কে গোর ন্যায় অবসন্ন হয়। সম্বন্ধে, ভোজনে, দানে, যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধকালে ইহাঁরা সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।২৩৪।২৩৫।২৩৬।২৩৭।২৩৮।২৩৯।২৪০

আহূয় তং সমং পুত্রং লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ সঃ।
শৃণু পুত্র ময়া যদ্ যৎ কৃতং কার্য্যঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥২৪১

তত্তৎ সর্ব্বং সমালোক্য বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
দ্বিজানাং কুলচর্চ্চা চ সদা কার্য্যা ত্বয়া মুহুঃ ॥২৪২

এবমুক্ত্বা সুতং রাজা ক্ষিতীশাদিদ্বিজন্মনাম্।
পূর্ব্বাপরাণাং বংশ্যানাং নামানি সংনিবেশ্য চ।
কুলগ্রন্থমরচয়ৎ শাকেঽগ্নিখেন্দুচন্দ্রমে ॥২৪৩

কান্যকুব্জাৎ পুরা পঞ্চ সাগ্নিকা দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ গৌড়ে সংস্থাপিতা মুদা ॥২৪৪

ক্ষিতীশো বীতরাগশ্চ সুধানিধিরথাপরঃ।
মেধাতিথিঃ সৌভরিশ্চ পঞ্চ বিপ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২৪৫

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভারদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণশ্চেতি তেষাং বৈ পঞ্চ গোত্রাণি চ ক্রমাৎ ॥২৪৬

তিনি আত্মসদৃশ পুত্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, পুত্র! শ্রবণ কর; আমি সম্প্রতি যে সকল কার্য্য করিলাম, তুমি সেই সকল সমালোচনাপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণগণের কুলচর্চ্চা মুহুর্মুহুঃ করিবে। রাজা পুত্রকে এইরূপ বলিয়া ক্ষিতীশপ্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বাপর বংশজদিগের নাম সন্নিবেশ করিয়া ১১০৩ শাকে একখানি কুলগ্রন্থ রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে অতি উৎকৃষ্ট সাগ্নিক ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুধানিধি, মেধাতিথি ও সৌভরিনামক পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া গৌড়দেশে সহর্ষে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই গুলি যথাক্রমে তাঁহাদিগের পঞ্চ গোত্র।২৪১।২৪২।২৪৩ ২৪৪।২৪৫।২৪৬

শাণ্ডিল্যজঃ ক্ষিতীশশ্চ বীতরাগশ্চ কাশ্যপঃ।
মেধাতিথি র্ভরদ্বাজো বাৎস্যজস্তু সুধানিধিঃ ॥২৪৭
সাবর্ণজঃ সৌভরিস্তু কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
সর্ব্বে জ্ঞানতপোযুক্তা বেদবিদ্যাবিশারদাঃ ॥২৪৮
শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রীমান্ বামদেবো মহাতপাঃ।
তৎসুতস্তু ক্ষিতীশশ্চ আগতো গৌড়মণ্ডলে ॥২৪৯
তস্যৈব সূরয়ঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
ভট্টনারায়ণশ্চৈব সর্ব্বজ্যেষ্ঠঃ সুপণ্ডিতঃ ॥২৫০
দামোদরস্তথা বিশ্বেশ্বরঃ সৌরি র্মহামতিঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো জ্ঞেয়াঃ পঞ্চ ক্ষিতীশজাঃ ॥২৫১

ভট্টনারায়ণশ্চৈব সার্দ্ধং ভূশূরভূভৃতা।
রাঢ়দেশং সমাশ্রিত্য তত্র বাসমকল্পয়ৎ ॥২৫২
তস্য ষোড়শ পুত্রাঃ স্যুঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ।
জ্যেষ্ঠো বরাহো বাটুশ্চ রামো নানো নৃপস্তথা ॥২৫৩
গুয়ির্গণো বিকো গূঢ়ো মাধবো মধুসূদনঃ।
দেবো দীনঃ কামদেবো নীলশ্চ বাসুদেবকঃ ॥২৫৪
বরাহস্য সুতো জ্ঞেয়ঃ সুবুদ্ধিঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
বৈনতেয়ঃ সুতস্তস্য বিবুধেশশ্চ তৎসুতঃ ॥২৫৫
আউর্গাউস্তথা ধীরঃ সুভিক্ষো হংস এব চ।
বিবুধেশসুতাঃ পঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ ॥২৫৬
গাউকস্য সুতাঃ পঞ্চ হাকুরাখ্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
জহ্নুর্গঙ্গাধরশ্চৈব সুরেশ্বরভগীরথৌ ॥২৫৭
গঙ্গাধরসুতঃ শ্রীমান্ পশুনামা বিচক্ষণঃ।
পশুকস্য সুতো জ্ঞেয়ঃ শকুনিঃ স্বকুলেশ্বরঃ ॥২৫৮
শকুনেশ্চ সুতৌ জাতৌ জাহ্লনাখ্যমহেশ্বরৌ।
আত্মনো নিজশৌর্য্যঞ্চ কুলীনত্বমুপস্থিতৌ ॥২৫৯
জাতৌ শ্রীলসুভিক্ষজৌ সুরুচিরৌ শ্রীলানিরুদ্ধঃ পুরঃ
পশ্চাৎ শ্রীলভয়াপহো দুরিতহো ধন্যো দয়াসাগরঃ।
জাতাশ্চ হ্যনিরুদ্ধজাঃ কিল পিথোনন্দীশকাশীশ্বরা
জাতাঃ শ্রীলপিথোসুতাস্তুতিহরো ধর্ম্মাংশুরীশানকঃ ॥২৬০
ধর্ম্মাংশোস্তনয়াস্ত্রয়ঃ সুকৃতিনঃ শ্রীদেবলো বামনঃ
পশ্চাৎ শ্রীলকুবের এব মতিমান্ সর্ব্বাগমজ্ঞঃ কৃতী।

পুত্রঃ শ্রীলভয়াপহস্য ধরণিঃ শ্রীবিশ্ববাহস্তথা
শ্রীবিশ্বেশ্বরসংজ্ঞকো ধরণিজৌ নীলো মহাদেবকঃ ॥২৬১

জাতৌ শ্রীলমহাদিদেবতনয়ৌ শ্রীচক্রপাণিগু´ণী
বিখ্যাতো মকরন্দকঃ কুলমণিঃ সদ্‌বন্দ্যবংশাগ্রণীঃ।
ধীরো হাকুরতঃ সুতঃ সমুদিতঃ শ্রীমজ্জিতায়িস্ততঃ
স্বামিশ্রীপরিতোষকৌ কুলবরৌ জাতৌ মহাপণ্ডিতৌ ॥২৬২

জাতৌ স্বামিসুতৌ সভাসু বিদিতৌ শ্রীবৈদ্যনাথাদিমঃ
সাধুঃ সভ্যতমঃ স বৈ রিপুদমঃ শ্রীবল্লভশ্চান্তিমঃ।
জাতৌ বৈদ্যসুতৌ সুশাস্ত্রনিপুণাবীশান ঈশোপমঃ
শ্রীযুক্তঃ কুলভূষণো বহুগুণঃ সদ্‌বন্দ্যবংশোত্তমঃ ॥২৬৩

শাণ্ডিল্যগোত্র ক্ষিতীশ, কাশ্যপগোত্র বীতরাগ, ভরদ্বাজগোত্র মেধাতিথি, বাৎস্যগোত্র সুধানিধি ও সাবর্ণগোত্র সৌভরি কান্যকুব্জ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন; ইহাঁরা সকলেই জ্ঞানশালী তপোনিষ্ঠ ও বেদবিদ্যাবিশারদ। মহাতপা শ্রীমান্ বামদেব শাণ্ডিল্যগোত্রজ; তাঁহার পুত্র ক্ষিতীশ গৌড়মণ্ডলে আসিয়া ছিলেন। তাঁহার সুপণ্ডিত সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র সকল জন্মে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুপণ্ডিত ভট্টনারায়ণ, দামোদর, বিশ্বেশ্বর, মহামতি সৌরি ও লোকবিখ্যাত শঙ্কর; এই পাঁচজন ক্ষিতীশের পুত্র। ভট্টনারায়ণ রাজা ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশে আসিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ১৬টী পুত্র জন্মে। বরাহ, বাটু, রাম, নান, নৃপ, গুয়ি, গণ, বিক, গূঢ়, মাধব, মধুসূদন, দেব, দীন, কামদেব, নীল ও বাসুদেব। ইহাঁদিগের মধ্যে বরাহ জ্যেষ্ঠ। বরাহের পুত্র সর্ব্বাদরণীয় সুবুদ্ধি, তাঁহার পুত্র বৈনতেয়, বৈনতেয়ের পুত্র বিবুধেশ। বিবুধেশের পাঁচ পুত্র হাকুর, জহ্নু,

গঙ্গাধর, সুরেশ্বর ও ভগীরথ। গঙ্গাধরের পুত্র বিচক্ষণ শ্রীমান্ পশু; পশুর পুত্র নিজকুলশ্রেষ্ঠ শকুনি। শকুনির দুই পুত্র জাহ্লন ও মহেশ্বর, ইহাঁরা আত্মার স্বাভাবিকশৌর্য্যশালী ও কৌলীন্যনিষ্ঠ। শ্রীসুভিক্ষের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ অনিরুদ্ধ ও কনিষ্ঠ ভয়াপহ; ইহাঁরা অতি গুণবান্ পাবন ধন্য ও দয়াসাগর। অনিরুদ্ধের পিথো, নন্দীশ ও কাশীশ্বর নামে পুত্র জন্মে। পিথোর পুত্র অতিহর, ধর্ম্মাংশু ও ঈশান। ধর্ম্মাংশুর তিন সুকৃতী পুত্র দেবল, বামন ও কুবের। কুবের বুদ্ধিমান্ ও সকল আগমশাস্ত্রে পণ্ডিত। ভয়াপহের ধরণি, বিশ্ববাহ ও বিশ্বেশ্বর নামে তিন পুত্র। ধরণির পুত্র নীল ও মহাদেব। মহাদেবের পুত্র গুণবান্ চক্রপাণি ও মকরন্দ। ইহাঁরা কুলশ্রেষ্ঠ ও নির্ম্মল বন্দ্যবংশের অগ্রণী। মকরন্দের পুত্র হাকু, হাকুর জিতারি নামে পুত্র জন্মে। জিতারির পুত্র স্বামী ও পরিতোষ, ইহাঁরা মহাপণ্ডিত ছিলেন। স্বামীর দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ ও কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ। ইহাঁরা উভয়েই সভ্যসমাজে পরিচিত ছিলেন। শ্রীবল্লভ সাধুচরিত্র, সভামণ্ডলীতে বিশেষ পরিচিত ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণের জেতা ছিলেন। বৈদ্যনাথের দুই পুত্র জন্মে; শাস্ত্রে সুনিপুণ শিবতুল্য ঈশান ও গুণভূয়িষ্ঠ সাধু বন্দ্যবংশপ্রদীপ কুলভূষণ।২৪৭—২৬৩

কাশ্যপান্বয়জঃ শ্রীমান্ রত্নাকর উদারধীঃ।
তৎপুত্রো বীতরাগশ্চ হ্যাগতো গৌড়মণ্ডলে ॥২৬৪

চত্বারস্তনয়াস্তস্য জ্যেষ্ঠো দক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সুষেণশ্চ তথা ভানুঃ কৃপানিধিরথাপরঃ ॥২৬৫

দক্ষো ভূশূরভূপেন সহ রাঢ়ে হ্যবস্থিতঃ।
তস্য পুত্রাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥২৬৬

জ্যেষ্ঠঃ সুলোচনো ধীরঃ কুবেরো রাম এব চ।
কাকঃ কানুর্জগো নীরঃ শুভঃ শুম্ভশ্চ কৌতুকঃ।
কেশবো বনমালী চ ভানুশ্চৈতে চতুর্দ্দশ ॥২৬৭
এষাং সুলোচনঃ শ্রেষ্ঠঃ শান্তো দান্তঃ কৃতী গুণী।
সদাচারসমাযুক্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতঃ ॥২৬৮
জাতঃ শ্রীলসুলোচনস্য তনয়ঃ শ্রীবাসুদেবাখ্যকঃ।
তস্মান্নায়িকদেবরূপকধরাদেবা মহাদেবকঃ।
জাতৌ শ্রীযুতনায়িদেবতনয়ৌ হারোঽপি নারস্তথা
নারাৎ শ্রীলবরাহ এব চ ততঃ শ্রীশ্রীকরঃ শ্রীধরঃ ॥২৬৯
জাতাঃ শ্রীকরসূনবো বহুগুণাধারাঃ সতাং বল্লভাঃ
খ্যাতঃ শ্রীবহুরূপকঃ পশুপতিঃ সোমো হি নাম্না তথা।
জাতাঃ শ্রীলমহাদিদেবতনয়া জ্যেষ্ঠো মহীনামকঃ
খ্যাতঃ শ্রীচলহস্ত পাপবিরহঃ সভ্যো হি সামন্তকঃ ॥২৭০
জাতাঃ শ্রীচলহস্য বৈ তনুভবা আভোঽপ্যলঙ্কারকঃ
খ্যাতঃ শ্রীযুতলৌকিকঃ সুকবিকঃ সাধুঃ স্বয়ং ধার্ম্মিকঃ।
জাতাঃ শ্রীযুতলৌকিকস্য তনয়াশ্চোষাপতিঃ সৎকৃতী
খ্যাতঃ শ্রীলশুচোঽরবিন্দক ইতি বিখ্যাতনামা বুধঃ ॥২৭১
আসীদ্রূপকদেবসূনুগরুড়স্তজ্জা শ্রিয়াঃকণ্ঠকঃ
খ্যাতঃ শ্রীলহিরণ্যকঃ সুমতিকঃ কণ্ঠৈজবাঙ্গালকঃ।
বাঙ্গালঃ প্রিয়দর্শনঃ সুকৃতিমান্ ষট্‌কর্ম্মশালী সুধী
বিদ্যাবুদ্ধিগুণাদিভি র্ভুবি সদা বিখ্যাতনামাভবৎ ॥২৭২

কাশ্যপগোত্রজ উদারবুদ্ধি শ্রীরত্নাকরনামক ব্রাহ্মণ (কান্যকুব্জ-

বাসী ছিলেন); তাঁহার পুত্র বীতরাগ গৌড়দেশে সমাগত হন। তাঁহার চারি পুত্র দক্ষ, সুষেণ, ভানু ও কৃপানিধি; তন্মধ্যে দক্ষ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। দক্ষ ভূশূর রাজার সহিত রাঢ়দেশে অবস্থিতি করেন। তাঁহার সর্ব্ব-শাস্ত্রে বিশারদ চতুর্দ্দশ পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের নাম সুলোচন, ধীর, কুবের, রাম, কাক, কানু, জগন্নাথ, নীর, শুভ, শুস্ত, কৌতুক, কেশব, বনমালী ও ভানু। তন্মধ্যে সুলোচন জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে সুলোচন শ্রেষ্ঠ শান্ত দান্ত কৃতী ও গুণী ছিলেন। তিনি সদাচার-সম্পন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীসুলোচনের পুত্র বাসুদেব; বাসুদেবের পুত্র নায়িকদেব, রূপকদেব, ধরাদেব ও মহাদেব। নায়িক-দেবের পুত্র হার ও নার। নারের পুত্র ববাহ, শ্রীকর ও শ্রীধর। শ্রীকরের পুত্র বহুরূপ, পশুপতি ও সোম। ইহাঁরা বহু গুণের আধার ও সাধুজনপ্রিয় ছিলেন। মহাদেবের চারিপুত্র মহীধর, চলহ, সভ্য ও সামন্ত। মহীধর জ্যেষ্ঠ ও চলহ পবিত্রস্বভাব ছিলেন। চলহের পুত্র আভ, অলঙ্কার, লৌকিক ও সুকবি। সুকবি স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ছিলেন। লৌকিকের পুত্র উষাপতি, শুচ ও অরবিন্দ। উষাপতি সৎকার্য্যশীল ও অরবিন্দ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রূপকদেবের পুত্র গরুড়, গরুড়ের পুত্র শ্রীকণ্ঠ, হিরণ্য ও সুমতি। শ্রীকণ্ঠের পুত্র বাঙ্গাল। বাঙ্গাল প্রিয়দর্শন সুকৃতি ষট্‌কর্ম্মা সুবুদ্ধি ও বিদ্যাদিগুণভূয়িষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।২৬৪—২৭২

বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভূতো ধীরঃ শ্রীমানুষাপতিঃ।
তজ্জঃ সুধানিধি র্বিদ্বানাগতো গৌড়মণ্ডলে ॥২৭৩

তস্য দ্বৌ তনয়ৌ জাতৌ শ্রীচ্ছান্দড়ধরাধরৌ।
সাকং ভূশূরভূপেন ছান্দড়স্তু মহামতিঃ ॥২৭৪

রাঢ়দেশেঽকরোদ্‌বাসং পূর্ব্ববাসং বিহায় সঃ।
তস্মৈবৈকাদশ সুতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥২৭৫
রবির্মহাযশা ধীরঃ সুরভিঃ শঙ্করঃ কবিঃ।
কিশ্বম্ভরঃ শ্রীধরশ্চ গুণঃ কৃষ্ণশ্চ মাধবঃ ॥২৭৬
মাধবস্য সুতশ্চৈব নারায়ণো মহাতপাঃ।
কৃষ্ণস্য তনয়শ্চৈব মনোহরো মহামতিঃ ॥২৭৭
ছান্দড়াত্মজধীরস্য জৈমিনিস্তনয়ঃ স্মৃতঃ।
তজ্জঃ শান্তস্তত্তনয়ৌ শ্রীপদ্মাক্ষতমোপহৌ ॥২৭৮
তমোপহসুতা লক্ষ্মীধরঃ শ্রীকণ্ঠ এব চ।
মাঙ্গলির্ধরণীচৈব লক্ষ্মীধরসুতৌ তথা ॥২৭৯
বনমালী গৌতমশ্চ বনমালিসুতৌ তথা।
শ্রীমৎসলো বৎসলশ্চ মৎসলস্য সুতৌ স্মৃতৌ ॥২৮০
বর্ণনঃ পুণ্ডরীকশ্চ বর্ণনস্য সুতাঃ স্মৃতাঃ।
আভোজিমস্তথোৎসাহ উৎসাহস্য সুতাস্তথা ॥২৮১
গোবর্দ্ধনো বলশ্চৈব সম্বরো জহ্নুরেব।
ছান্দড়স্য সুতো যস্ত সুরভিরিতি বিশ্রুতঃ ॥২৮২
তৎসুতঃ সাগরশ্চৈব তৎসুতস্ত তমোপহঃ।
তৎসুতশ্চ হলো জ্ঞেয়ো মুরারিস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥২৮৩
বিশ্বামিত্রস্তৎসুতশ্চ জিতস্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ।
শরণিস্তৎসুতঃ খ্যাতঃ পিঙ্গলস্তৎসুতো মতঃ ॥২৮৪
শিরশ্চ তৎসুতঃ খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ছান্দড়স্য সুতো যস্ত শ্রীধরাখ্যক এব চ ॥২৮৫

তৎপুত্রো বেদগর্ভশ্চ তৎসুতো বিষ্ণুনামকঃ।
সুজিষ্ণুস্তৎসুতো জ্ঞেয় স্তৎসুতঃ কোল এব চ ॥২৮৬
ধীরো ধুরন্ধরশ্চৈব তৎসুতৌ লোকপূজিতৌ।
ধুরন্ধরসুতশ্চৈব বাণেশ্বর ইতি স্মৃতঃ ॥২৮৭
প্রাণেশস্তৎসুতস্তজ্জৌ শ্রীহিঙ্গলবরাহকৌ।
হিঙ্গলস্য সুতঃ কানু র্বরাহস্য সুতস্তথা।
কুতূহল ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতঃ ॥২৮৮

বাৎস্যগোত্রজ পণ্ডিতবর উষাপতিনামা বিপ্রবর (কান্যকুব্জবাসী ছিলেন।) তাঁহার পুত্র বিদ্বান্ সুধানিধি গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ছান্দড় ও ধরাধরনামক দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ছান্দড় পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া ভূশূর রাজার সহিত আসিয়া রাঢ়দেশে বাস করেন। তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ একাদশ পুত্রের নাম রবি, মহা-যশা ধীর, সুরভি, শঙ্কর, কবি, বিশম্ভর, শ্রীধর, গুণ, কৃষ্ণ ও মাধব। মাধবের পুত্র মহাতপা নারায়ণ, কৃষ্ণের পুত্র মহামতি মনোহর। ছান্দড়পুত্র ধীরের জৈমিনি নামে পুত্র জন্মে। তাঁহার পুত্র শান্ত। শান্তের পুত্র পদ্মাক্ষ ও তমোপহ। তমোপহের পুত্র লক্ষ্মীধর, শ্রীকণ্ঠ, মাঙ্গলি ও ধরণী। লক্ষ্মীধরের পুত্র বনমালী ও গৌতম। বনমালীর পুত্র মৎসল ও বৎসল। মৎসলের দুই পুত্র বর্ণন ও পুণ্ডরীক। বর্ণ-নের পুত্র আভোজিম ও উৎসাহ। উৎসাহের পুত্র গোবর্দ্ধন, বল, শম্বর, ও জহ্নু। ছান্দড়ের সুরভিনামক যে পুত্র ছিল, তাহার পুত্র সাগর ও সাগরের পুত্র তমোপহ। তমোপহের পুত্র হল ও হলের পুত্র মুরারি। মুরারির পুত্র বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের পুত্র জিত, জিতের পুত্র শরণি, শরণির পুত্র পিঙ্গল এবং পিঙ্গলের সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ

শিরনামে পুত্র জন্মে। ছান্দড়ের শ্রীধরনামক যে পুত্র জন্মে, তাঁহার পুত্র বেদগর্ভ। তাঁহার পুত্র বিষ্ণু। বিষ্ণুর পুত্র সুজিষ্ণু, তাঁহার পুত্র কোল, কোলের পুত্র ধীর ও ধুরন্ধর। ইহাঁরা লোকসমাজে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ধুরন্ধরের পুত্র বাণেশ্বর, তাঁহার পুত্র প্রাণেশ, প্রাণেশের পুত্র হিঙ্গল ও বরাহ, হিঙ্গলের পুত্র কানু। বরাহের পুত্র কুতূহল, ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।২৭৩—২৮৮

দিণ্ডিনামা মহাজ্ঞানী ভরদ্বাজাখ্যগোত্রজঃ।
তজ্জো মেধাতিথি র্বিদ্বানাগতো গৌড়মণ্ডলে ॥২৮৯

তস্যৈবাষ্ট সুতা জাতা সাক্ষাদষ্টবসূপমাঃ।
শ্রীহর্ষো গৌতমশ্চৈব শ্রীধরঃ কৃষ্ণ এব চ।
শিবো দুর্গা রবিশ্চৈব শশী চ জ্ঞানবিত্তমাঃ ॥২৯০

সহ রাজ্ঞা ভূশূরেণ শ্রীহর্ষো জ্ঞানিনাং বরঃ।
ব্রহ্মকর্ম্মরতো ধীমান্ নানাগুণবিভূষিতঃ।
রাঢ়দেশেঽকরোদ্ বাসং হিত্বা পূর্ব্বনিকেতনম্ ॥২৯১

চত্বারঃ খলু হর্ষকস্য তনয়া জ্যেষ্ঠো জনো বৈ স্মৃতঃ
রামো ধাঁধুলিকস্তথা বহুগুণঃ শ্রীগর্ভসংজ্ঞস্ততঃ।
শ্রীবাসোঽজনি সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণস্তজ্জো হি মেধাতিথি
স্তস্মাদাবরপাবরৌ তদপরঃ শ্রীসাবরঃ সংকৃতী ॥২৯২

জাতা আবরসূনবঃ খলু শতঃ শ্রীমল্লখো বিক্রমঃ
জাতাঃ কাকসুরেশকৌতুকতমাঃ শ্রীবিক্রমাদুত্তমাঃ।
কাকাদ্ ধাঁধুবরাহকাবপি সুরেশাখ্যো হি ধাঁধোঃ সুতৌ
জ্যেষ্ঠঃ শ্রীলজিয়ো গুয়িশ্চ বিনয়ী দ্বৌ সদ্‌গুণৈর্মণ্ডিতৌ ॥২৯৩

জাতঃ শ্রীলযুতাজ্জিয়াচ্চ গরুড়ো জাতস্ততঃ শঙ্কর
স্তজ্জঃ শ্রীবলদেবকো মুখবরঃ শ্রীমদ্‌বশিষ্ঠঃ পরঃ।
জাতাঃ শ্রীগুয়িতস্তু মাধববরাহোষাপতিখ্যাতকাঃ
শ্রীমন্মাধবসূনুরেব গদিতঃ কোলাহলঃ সত্তমঃ ॥২৯৪

শ্রীকোলাহলতঃ সুতা বুধসমা উৎসাহঠোঠৌ শঠো
দায়ী শ্রীগরুড়ো মহাবুধবরো গোপালবিষ্ণু তথা।
উৎসাহস্য সুতৌ মহাগুণযুতৌ শ্রীলাহিতাভ্যাগতৌ
জাতৌ শ্রীগরুড়স্য চৈব হি সুতৌ শ্রীবাদলীপণ্ডিতৌ ॥২৯৫

ভরদ্বাজগোত্রজ মহাজ্ঞানী দিণ্ডিনামক ব্রাহ্মণবর (কান্যকুব্জবাসী ছিলেন।) তাঁহার পুত্র বিদ্বান্ মেধাতিথি গৌড়দেশে সমাগত হন। মেধাতিথির অষ্টবসুসদৃশ আটটী পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী। ইহাঁরা সকলেই মহাপণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকর্ম্মরত প্রশস্তবুদ্ধি নানাগুণমণ্ডিত শ্রীহর্ষ পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া রাজা ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশে বাস করেন। শ্রীহর্ষের চারিপুত্র জন, রাম, ধাঁধুলি ও গুণভূয়িষ্ঠ শ্রীগর্ভ। শ্রীগর্ভের পুত্র সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ শ্রীবাস। শ্রীবাসের পুত্র মেধাতিথি; মেধাতিথির পুত্র আবর, পাবর ও সাবর। সাবর বহু সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। আবরের পুত্র শত, লখো ও বিক্রম। বিক্রমের চারিটী উত্তম পুত্র জন্মে; তাঁহাদের নাম কাক, সুরেশ, কৌতুক ও তম। কাকের পুত্র ধাঁধু, বরাহ ও সুরেশ। ধাঁধুর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ জিয় ও কনিষ্ঠ গুয়ি। ইহাঁরা উভয়েই বহু সদ্‌গুণে মণ্ডিত ছিলেন। জিয়ের পুত্র গরুড়, গরুড়ের পুত্র শঙ্কর। শঙ্করের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ বলদেব ও কনিষ্ঠ বশিষ্ঠ। গুয়ির মাধব, বরাহ ও উষাপতি নামে

তিন পুত্র জন্মে। মাধবের পুত্র কোলাহল, কোলাহলের পুত্র উৎসাহ, ঠোঠ, শঠ, দায়ী, গরুড়, গোপাল ও বিষ্ণু। উৎসাহের পুত্র আহিত ও অভ্যাগত এবং গরুড়ের পুত্র বাদলী ও পণ্ডিত।২৮৯—২৯৫

সাবর্ণগোত্রজঃ শ্রীমান্ প্রিয়ঙ্কর উদারধীঃ।
তৎপুত্রঃ সৌভরিঃ খ্যাত আগতো গৌড়মণ্ডলে ॥২৯৬

তস্যৈব তনয়া জাতাঃ সর্ব্ববেদবিশারদাঃ।
বেদগর্ভরত্নগর্ভপরাশরমহেশ্বরাঃ ॥২৯৭

সাকং ভূশূরভূপেন বেদগর্ভো মহামতিঃ।
রাঢ়দেশেঽকরোদ্‌বাসং পূর্ব্ববাসং বিহায় সঃ ॥২৯৮

বেদগর্ভস্য তনয়া জাতা দ্বাদশসংখ্যকাঃ।
হলায়ুধো রাজ্যধরো বশিষ্ঠো মদনস্তথা ॥২৯৯

বিশ্বরূপঃ কুমারশ্চ যোগী চ মধুসূদনঃ।
মাধবশ্চ গুণী দক্ষো রামশ্চেত্যভিধানকাঃ ॥৩০০

জজ্ঞে শ্রীলহলায়ুধস্য তনয়ঃ শ্রীমদ্‌গুণায়ী মত
স্তজ্জঃ শ্রীলহরিঃ সুবিক্রমসুতস্তজ্জো বিশায়িস্ততঃ।
তজ্জঃ শ্রীলবলায়িরস্য তনয়ো হেরম্বনামা কবি
স্তজ্জাঃ শ্রীযুতশৌরিকাপড়িহরাঃ শান্তামরেশৌ বুধাঃ ॥৩০১

জাতাঃ শৌরিসুতাঃ স্মৃতাঃ খলু জগঃ পীতাম্বরঃ শ্রীরবিঃ
শ্রীপীতাম্বরতঃ সুতঃ কুলপতিস্তজ্জঃ শিশু র্বেদবিৎ।
ইত্থং ভূপবরাগ্রণীররচয়দ্ বংশাবলিং বৈ ক্রমাদ্
রাঢ়স্থাগ্রজসৎকুলীনসমুদায়ানাং সতাং পালকঃ ॥৩০২

সাবর্ণগোত্রজ উদারবুদ্ধি শ্রীমান্ প্রিয়ঙ্কর (কান্যকুব্জবাসী ছিলেন।) তাঁহার পুত্র সৌভরি গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন। সৌভরির বেদবিশারদ বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বরনামক চারিপুত্র জন্মে। মহামতি বেদগর্ভ পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া ভূশূরের সহিত গৌড়দেশে বসতি করেন। বেদগর্ভের দ্বাদশ পুত্র হলায়ুধ, রাজ্যধর, বশিষ্ঠ, মদন, বিশ্বরূপ, কুমার, যোগী, মধুসূদন, মাধব, গুণী, দক্ষ ও রাম। হলায়ুধের পুত্র গুণায়ী, গুণায়ীর পুত্র হরি, হরির পুত্র সুবিক্রম, সুবিক্রমের পুত্র বিশায়ি, বিশায়ির পুত্র বলায়ি, তাঁহার পুত্র হেরম্ব; ইনি কবি ছিলেন। হেরম্বের পুত্র শৌরি, কাপড়ি, হর, শান্ত ও অমরেশ; ইহাঁরা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। শৌরির পুত্র জগন্নাথ, পীতাম্বর ও রবি। পীতাম্বরের পুত্র কুলপতি এবং কুলপতির পুত্র বেদবিৎ শিশু। রাঢ়দেশীয় সৎকুলীনদিগের পালয়িতা ভূপালশ্রেষ্ঠ বল্লালসেন এইরূপে (পঞ্চগোত্রজ ব্রাহ্মণদিগের) বংশাবলি যথাক্রমে রচনা করিলেন।২৯৬—৩০২

ততো বল্লালসেনস্তু পুত্রং লক্ষ্মণসেনকম্।
পুনঃ পুনরুবাচেদং শৃণু বৎস সমাহিতঃ॥৩০৩
রক্ষিতব্যং ত্বয়া নূনং কুলীনানাং কুলং সদা।
কুলপ্রথা চেক্ষিতব্যা ময়া যা হ্যবধারিতা॥৩০৪

পরে রাজা বল্লালসেন পুত্র লক্ষ্মণসেনকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, বৎস! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর; তুমি সর্ব্বদা কুলীনদিগের কুলরক্ষা করিও। আমি যে কুলপ্রথা অবধারণ করিলাম, তুমি অবহিতচিত্তে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।৩০৩।৩০৪

কিয়ৎকালান্তরে ভূপে মৃতে বল্লালসেনকে।
তৎসুতো লক্ষ্মণো ধীমান্ পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥২০৫

পিত্রা বল্লালসেনেন চোনবিংশতিসংখ্যকাঃ।
জাহ্লনাদ্যা দ্বিজাশ্চৈব কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩০৬

তেষাং স্বস্বপ্রধানত্বে বিবাদঞ্চ পরস্পরম্।
শ্রুত্বা চাহূয় তান্ বিপ্রান্ পিত্রা নির্ধারিতং কুলম্।
চতুর্ধা সংবিভজ্যৈব তদ্‌বিবাদমপোহয়ৎ ॥৩০৭

ইহার কিছুদিন পরে রাজা বল্লালসেন লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার সুবুদ্ধি পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পিতা বল্লালসেন জাহ্লনাদি যে ১৯ জন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বস্বপ্রধান হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণসেন ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া পিতৃনির্ধারিত কুলবিধিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন।৩০৫—৩০৭

আদৌ বংশপরীবর্ত্তঃ পশ্চাদ্‌বংশবলাবলম্।
তথা সমীকরণে দ্বে চতুর্ভিঃ কথ্যতে কুলম্ ॥৩০৮

বংশাংশাভ্যাং কুলীনত্বং বংশাংশৌ চ তথা কুলম্।
কুলমূলং তথা জাতিস্তদ্ধীনো হি ন তদ্‌গতঃ ॥৩০৯

পিত্রাজ্ঞপ্তো লক্ষ্মণস্তু দ্বিজানাং কুললক্ষণম্।
সমবেক্ষ্য মুহুঃ পিত্রা কঠোরেণ প্রকাশিতম্ ॥৩১০

মন্বাদিস্মৃতিসন্দিষ্টমিষ্টং মিষ্টরসং যথা।
শ্রুত্যুক্তং শ্রুতিপেয়ন্তৎ করিষ্যামীত্যচিন্তয়ৎ ॥৩১১

বিপ্রাণাং ভাবুকার্থায় ভাব্যর্থপ্রতিপত্তয়ে।
করিষ্যাম্যধুনা তত্তৎ পিত্রা যদ্‌যদপেক্ষিতম্ ॥৩১২

কৃতশ্চেৎ পরিবর্ত্তস্তু পিত্রাদানপ্রদানতঃ।
স এব মুখ্যো মান্যঃ স্যাদন্যঃ কার্য্যো ময়ৈব হি ॥৩১৩
কন্যাদানপ্রদানাভ্যাং পরিবর্ত্তো ভবেদ্‌যদি।
অজাতকন্যকস্যৈব কুতঃ স্যাৎ পরিবর্ত্তনম্ ॥৩১৪
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ রাজা লক্ষ্মণোঽধিকলক্ষণম্।
পঞ্চধা প্রচকারাথ পরিবর্ত্তস্য গৌণকম্ ॥৩১৫
প্রদানাদানকর্ম্মভ্যাং মুখ্যো বিনিময়ো মতঃ।
তদভাবেঽপি গৌণঃ স্যাৎ ক্রমাৎ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ ॥৩১৬
প্রদানাদথবাদানাৎ কুশত্যাগাচ্চ বাক্যতঃ।
যোগতো বরতশ্চাপি মুখ্যো গৌণেন ষড়্‌বিধঃ ॥৩১৭

প্রথমতঃ বংশপরীবর্ত্ত, অর্থাৎ কুলীনকন্যা যাহার গৃহে প্রদত্ত হইবে তাহার গৃহ হইতে কন্যা গ্রহণ করা। দ্বিতীয়তঃ বংশবলাবল, অর্থাৎ কে কি প্রকার উচ্চ নীচ বংশে আদান প্রদান করিয়াছে তাহা জানা। তৃতীয়তঃ প্রথম সমীকরণ। চতুর্থতঃ দ্বিতীয় সমীকরণ। সমীকরণ শব্দের অর্থ কুলীনগণের আচারাদি গুণের দ্বারা মর্য্যাদার সমতানির্ধারণ। এই চারি প্রকারে (লক্ষ্মণসেনের) কুলবিধি কথিত হইয়া থাকে। বংশ ও অংশদ্বারা কুলীনতা হয়; বংশ ও অংশই কুলের কারণ; জাতি কুলের মূল, সুতরাং জাতিহীন হইলে কুলহীন হইতে হয়। পিতৃকর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত লক্ষ্মণসেন পিতৃকর্ত্তৃক সংক্ষেপে প্রকাশিত কুললক্ষণকে মুহুর্ম্মুহুঃ পর্য্যালোচনা করিয়া মনে করিলেন যে মন্বাদি স্মৃতি ও শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট অর্থ যেমন সকলেরই ইষ্ট, যেমন মিষ্টরস সকলেরই অভীষ্ট, যেমন শ্রুত্যুক্ত কথাগুলি সকলেরই শ্রুতিপেয়, আমিও সেইরূপ কুললক্ষণকে সকলের শ্রুতিপেয় (আদরের সহিত শ্রবণীয়)

করিব। ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং ভাবিকালে যে ঘটনা ঘটিবে তাহাতে তাঁহাদিগের গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত পিতার অভিমত অথচ পিতৃকর্ত্তৃক অপ্রকাশিত কুলবিধানরীতিগুলি প্রকাশ করিব। পিতা এই নিয়ম করিয়াছেন যে আদানপ্রদানদ্বারা পরিবর্ত্ত হইবে; এইরূপ পরিবর্ত্তকেই আমি মুখ্যরূপে গণ্য করিব। এই পিতৃকৃত নিয়মটী সর্ব্বত্র চলিবে না, এই নিমিত্ত আমি অন্য প্রকার করিব। যদি আদান ও প্রদানদ্বারাই পরিবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে যাহার কন্যা নাই তাহার পরিবর্ত্ত কি প্রকারে হইবে? রাজা লক্ষ্মণসেন এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিবর্ত্তের পাঁচ প্রকার গৌণ লক্ষণ অধিক করিলেন। আদান ও প্রদানদ্বারা যে পরিবর্ত্ত হইবে, তাহাই মুখ্য পরিবর্ত্ত। তাহার অভাবে ক্রমে পাঁচ প্রকার গৌণ পরিবর্ত্ত হইবে; যথা, আদান, প্রদান, বাক্যদ্বারা কুশত্যাগ, যোগ অর্থাৎ সহভোজনাদি সংসর্গ, বর, অর্থাৎ পিতা বা পিতামহাদির আজ্ঞায় তৎসদৃশ মর্য্যাদাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সমপর্য্যায় কন্যা দান বা আদান করা; এই পাঁচ প্রকারে গৌণ পরিবর্ত্ত হইবে। মুখ্যের সহিত গণনা করিলে পরিবর্ত্ত ছয় প্রকার।৩০৮—৩১৭

এতেষাং পরিবর্ত্তানাং বোধকাঃ শৌর্য্যবাচকাঃ।
অশৌর্য্যবাচকাঃ কেচিদ্ অন্যূনাধিকবাচকাঃ॥৩১৮
এতাদৃশা ভবেয়ুর্যে তেংশা বংশানুসারতঃ।
ভাবাহ্বয়াশ্চ তেঽপ্যংশা ভবেয়ুর্দশপঞ্চধা॥৩১৯
পিত্রার্ত্তিক্ষেম্যমধ্যাংশৈস্ত্রৈবিধ্যং যদুদীরিতম্।
তদেব মান্যমস্মাভি রন্যৎ কার্য্যমপেক্ষিতম্॥৩২০
তত্রার্ত্তিস্ত্রিবিধা প্রোক্তা ক্ষেম্যশ্চ ত্রিবিধো মতঃ।
ব্যাপকত্বাচ্চ মধ্যস্য মধ্যাংশা নবধা কৃতাঃ॥৩২১

এবমংশাস্তু বিজ্ঞেয়া দশপঞ্চবিধাঃ সদা।
দশপঞ্চবিধা যেঽংশাস্তেষামাখ্যা নিগদ্যতে ॥৩২২
কেবলার্ত্তিস্তথাত্যার্ত্তিঃ পূর্ণার্ত্তিঃ পুষ্টিবর্দ্ধিনী।
ক্ষেম্যোঽতিক্ষেম্যো বিজ্ঞেয়ঃ সৎক্ষেম্যঃ পুষ্টিবর্দ্ধকঃ ॥৩২৩
কিঞ্চিদার্ত্তিস্তথালভ্যঃ কিঞ্চিল্লভ্যস্তথা স্মৃতঃ।
তুল্যঃ কিংন্যূন এব স্যান্ন্যূনশ্চৈব গৃহস্তথা।
পর্ব্ব কিংক্ষেম্যকো জ্ঞেয়ো নবধা মধ্যমাংশকাঃ ॥৩২৪
আর্ত্ত্যাদিপ্রতিপাদ্যার্থং সন্ত্যজ্য পারিভাষিকঃ।
রূঢ্যর্থঃ স্বীকৃতঃ পিত্রা তদর্থং বিবৃণোম্যহম্ ॥৩২৫

এই সকল পরিবর্ত্তের বোধক কতকগুলি উৎকর্ষবাচক, কতকগুলি অপকর্ষকবাচক ও কতকগুলি সমতাবাচক শব্দ হইবে। বংশানুসারে যাহারা এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে অংশ বলা যায়। পঞ্চদশ প্রকার এই অংশ ভাব নামে কথিত হইয়া থাকে। পিতা যে আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও মধ্য এই প্রকার অংশের ত্রৈবিধ্য করিয়াছেন, তাহাই আমার মাননীয়; কিন্তু কারণবশতঃ অন্য প্রকার করা আবশ্যক হইতেছে। আর্ত্তি তিন প্রকার, ক্ষেম্য তিন প্রকার এবং ব্যাপকত্বহেতু মধ্যাংশ নয় প্রকার। এইরূপে অংশ পঞ্চদশ প্রকার। এই সকলের নাম কথিত হইতেছে; যথা, কেবলার্ত্তি, অত্যার্ত্তি, ও পূর্ণার্ত্তি; এই তিনের মধ্যে পূর্ণার্ত্তি কুলের পুষ্টিকরী। ক্ষেম্য, অতিক্ষেম্য ও সৎক্ষেম্য; এই তিনের মধ্যে সৎক্ষেম্যই কুলপোষক। নয় প্রকার মধ্যাংশ; যথা, কিঞ্চিদার্ত্তি, লভ্য, কিঞ্চিল্লভ্য, তুল্য, কিঞ্চিন্ন্যূন, ন্যূন, গৃহ, পর্ব্ব ও কিঞ্চিৎক্ষেম্য। আর্ত্তিপ্রভৃতি শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ

করিয়া রূঢ়ত্বকল্পনাপূর্ব্বক যে পারিভাষিক অর্থ পিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা আমি বিবরণ করিতেছি।৩১৮—৩২৫

লভ্যত্রয়াতিরিক্তো যঃ স আর্ত্তিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষেম্যস্তস্য চ প্রত্যংশস্ত্রিন্যূনহীনতো ভবেৎ॥৩২৬

মধ্যাংশঃ সমপর্য্যায় স্তত্রৈব নবধা মতঃ।
অংশাকারপ্রবোধায় পরিভাষা বিভাব্যতে।
শাস্ত্রকারস্য সঙ্কেতং পরিভাষাং বিদুর্ব্বুধাঃ॥৩২৭

চতুষ্পাদাধিকো যস্তু শৌর্য্যাদে র্লভ্য এব সঃ।
তল্লভ্যঃ কিঞ্চিদার্ত্তিঃ স্যাত্তল্লভ্য আর্ত্তিরীরিতঃ॥৩২৮

কেবলার্ত্তির্ভবেৎ সৈব লভ্যত্রয়াধিকেন বৈ।
তদূর্দ্ধে স্যাচ্চ পূর্ণার্ত্তি র্যাবন্নাত্যার্ত্তিসম্ভবঃ॥৩২৯

অথবান্যপ্রকারেণ জ্ঞায়তাং দ্বিজসত্তমৈঃ।
আর্ত্তিরত্যার্ত্তিপর্য্যন্তং পূর্ণার্ত্তিঃ সমুদীরিতা॥৩৩০

আর্ত্ত্যার্ত্তিতস্তথাত্যার্ত্তিঃ পূর্ণার্ত্তিঃ সহজার্ত্তিতঃ।
পূর্ণার্ত্তে র্যশ্চ প্রত্যংশঃ সংক্ষেম্যোঽপ্যভিধীয়তে॥৩৩১

অতিক্ষেম্যো হি প্রত্যংশশ্চাত্যার্ত্তেঃ কথ্যতে ময়া।
অন্যূনাধিকতা যত্র শৌর্য্যাদেস্তুল্য এব সঃ॥৩৩২

তত্রোচিতসমানৌ চ তদর্থপ্রতিপাদকৌ।
ততো দ্বিপাদহীনঞ্চ কিঞ্চিন্ন্যূনং প্রচক্ষতে॥৩৩৩

প্রত্যংশস্তস্য যশ্চাংশঃ কিঞ্চিল্লভ্যঃ স উচ্যতে।
তুল্যোচিতসমাঃ শব্দাঃ ক্বচিৎ পঞ্চাংশবাচকাঃ॥৩৩৪

তুল্যঃ কিংন্যূনঃ কিংলভ্যো লভ্যো ন্যূনশ্চ পঞ্চকম্ ।
চতুষ্পাদবিহীনো যঃ স ন্যূনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদ্ দ্বিপাদোনমংশং গৃহমেব বিদুর্বুধাঃ ॥৩৩৫
তস্মাৎ পাদৈকহীনাংশঃ পর্ব্ব খ্যাতো মনীষিভিঃ।
লভ্যদ্বয়বিহীনো যঃ কিঞ্চিৎক্ষেম্যঃ স এব হি ॥৩৩৬
কিঞ্চিদার্ত্তিঃ স এব স্যাত্তদ্রূপত্রয়মুচ্যতে।
কিঞ্চিৎক্ষেম্যস্তু প্রত্যংশোহষ্টপাদাধিকো ভবেৎ ॥৩৩৭
সপ্তপাদাধিকো যস্তু প্রত্যংশঃ পার্ব্ব উচ্যতে।
ষট্পাদাধিকরূপং যদ্ গৃহং তদ্ গদ্যতে ময়া।
এবমেব রূপত্রয়ং কিঞ্চিদার্ত্তে র্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৩৩৮

লভ্যত্রয়ের অতিরিক্ত যাহা, তাহাকে আর্ত্তি বলে। তাহার প্রত্যংশ ত্রিন্যূনহীন হইলে ক্ষেম্য হয়। সমপর্য্যায় মধ্যাংশ হয়। সেই মধ্যাংশ নয় প্রকার। অংশের আকার জানিবার নিমিত্ত পরিভাষা বলিতেছি। শাস্ত্রকারের সঙ্কেতকে বুধগণ পরিভাষা বলিয়া জানেন। শৌর্য্যাদির যাহা চতুষ্পাদাধিক হইবে তাহাকে লভ্য বলে। তাহার লভ্য কিঞ্চিদার্ত্তি এবং তাহার লভ্য আর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। আর্ত্তি লভ্যত্রয়াধিক হইলে কেবলার্ত্তি হইবে। তাহার ঊর্দ্ধ হইলে যে পর্য্যন্ত অত্যার্ত্তি সম্ভব না হয় পূর্ণার্ত্তি হইবে। অথবা হে দ্বিজসত্তমগণ! ইহার অন্য প্রকার কথিত হইতেছে, অবধান করুন। আর্ত্তি অত্যার্ত্তিপর্য্যন্ত পূর্ণার্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। আর্ত্তির আর্ত্তি হইতে অত্যার্ত্তি হয় এবং সহজার্ত্তি হইতে পূর্ণার্ত্তি হয়। পূর্ণার্ত্তির যে প্রত্যংশ তাহা সৎক্ষেম্য বলিয়া অভিহিত হয়। অত্যার্ত্তির প্রত্যংশের নাম অতিক্ষেম্য। যে স্থলে শৌর্য্যাদির অন্যূনাধিকতা তাহাকে তুল্য বলা যায়। এখানে

উচিত ও সমান শব্দও তুল্যার্থবোধক জানিবে। তাহা হইতে দ্বিপাদ-হীন হইলে কিঞ্চিন্ন্যূন হয়। তাহার প্রত্যংশ যে অংশ তাহাকে কিঞ্চি-ল্লভ্য বলে। তুল্য, উচিত ও সমশব্দ কোন কোন স্থলে পঞ্চাংশবাচক হইয়া থাকে। সেই পঞ্চাংশ; যথা, তুল্য, কিঞ্চিন্ন্যূন, কিঞ্চিল্লভ্য, লভ্য ও ন্যূন। চতুষ্পাদবিহীন হইলে তাহাকে ন্যূন বলা যায়। তাহা হইতে দ্বিপাদন্যূন অংশকে বুধগণ গৃহ বলেন। তাহা হইতে পাদাংশ-হীন হইলে পর্ব্ব বলিয়া খ্যাত হয়। যাহা লভ্যদ্বয়বিহীন, তাহাই কিঞ্চিৎক্ষেম্য হয়। কিঞ্চিৎক্ষেম্যই কিঞ্চিদার্ত্তিরূপ ধারণ করে; তাহার রূপত্রয় বলিতেছি। কিঞ্চিৎক্ষেম্যের অষ্টপাদাধিক প্রত্যংশ বা পর্ব্বের সপ্তপাদাধিক প্রত্যংশ অথবা গৃহের যাহা ষট্পাদাধিক রূপ, এই ত্রিবিধ রূপ কিঞ্চিদার্ত্তি হইবে, সন্দেহ নাই।৩২৬—৩৩৮

ততঃ সমীকরণঞ্চ কৃত্বা বারদ্বয়ঞ্চ বৈ।
একবিংশতির্বিপ্রাস্তু লক্ষমণেন প্রপূজিতাঃ ॥৩৩৯

উৎসাহো বহুরূপশ্চ শিরো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
শিশুশ্চ মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে ॥৩৪০

অরবিন্দো হলশ্চৈব শুচো বাঙ্গালদেবলৌ।
মহেশ্বরস্তথেশানো রোষো বাদলিবামনৌ ॥৩৪১

পণ্ডিতোঽভ্যাগতশ্চৈব কৃষ্ণঃ কুতূহলস্তথা।
সমানরূপা এতে বৈ কুলীনসদৃশা মতাঃ ॥৩৪২

অনন্তর রাজা লক্ষ্মণসেন দুইবার সমীকরণ করিয়া ২১ জন ব্রাহ্ম-ণকে পূজা করিলেন। উৎসাহ, বহুরূপ, শির, গোবর্দ্ধন, শিশু, মকরন্দ ও জাহ্লন, এই সাত জন সমান হইলেন এবং অরবিন্দ, হল, শুচ, বাঙ্গাল, দেবল, মহেশ্বর, ঈশান, রোষ, বাদলি, বামন, পণ্ডিত,

অভ্যাগত, কৃষ্ণ, কুতূহল এই ১৪ জন সমান হইলেন। ইহাঁরা কুলীন সদৃশ।৩৩৯—৩৪২

আদিসমীকরণে চ আহিতাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।
সপ্ত এব সমত্বেন কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥৩৪৩
ততঃ পুনর্দ্বিতীয়ে তু সমীকরণকে তথা।
অরবিন্দাদয়শ্চৈব চতুর্দ্দশ দ্বিজোত্তমাঃ।
সমানরূপা ভূপেন কুলীনত্বে সুপূজিতাঃ॥৩৪৪
সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানাদানমতঃপরম্।
একবিংশতির্বিপ্রাস্তু কুর্ব্বন্তু হি মমাজ্ঞয়া॥৩৪৫

প্রথম সমীকরণে (উৎসাহের পুত্র) আহিতপ্রভৃতি সাত জন সমতাহেতু কুলীনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পুনর্ব্বার দ্বিতীয় সমীকরণে অরবিন্দপ্রভৃতি ১৪ জন ব্রাহ্মণকে সমানতাহেতু কুলীনরূপে মহারাজ লক্ষ্মণসেন বিশেষরূপে পূজা করিলেন। (আরও বলিলেন) অদ্যাবধি এই ২১ জন ব্রাহ্মণ সপর্য্যায় পাইয়া আমার আদেশানুসারে আদান প্রদান করিতে থাকুন।৩৪৩—৩৪৫

সমানং কুলভাবঞ্চ দানাদানন্তথৈব চ।
তয়োর্বংশং সমানং হি সপর্য্যায়ং (১) প্রচক্ষতে॥৩৪৬
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতার্পণম্।
পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব ইতি নির্ধারিতং ময়া॥৩৪৭

সমান কুলভাব, সমান আদান প্রদান এবং উভয়বংশ সমান হইলে তাহাকে সপর্য্যায় বলা যায়। পর্য্যায়ক্রমে কুলীনের কন্যাগ্রহণ ও কুলীনে কন্যাদান, ইহাই আমি নির্ধারিত করিলাম।৩৪৬—৩৪৭

---

(১) প্রথমপুরুষমপেক্ষ্য দ্বিতীয়পুরুষসমগণ্যত্বং পর্য্যায়িত্বম্।

কিয়ৎকালব্যতীতেন মৃতে লক্ষ্মণসেনকে।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা যবনৈশ্চৈব তাড়িতঃ।
গৌড়রাজ্যং পরিত্যজ্য জগাম গহনং বনম্ ॥৩৪৮
বিধর্ম্মিভির্যবনৈস্তু তাড্যমানাস্ততো দ্বিজাঃ।
ন শক্নুবন্তি সংস্থাতুং তস্মিন্‌দেশে যদাপুনঃ ॥৩৪৯
প্রাদুর্ভূতো ধর্ম্মিতমঃ সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ ॥৩৫০
তৎসভায়াঞ্চ বহব আগতা ব্রাহ্মণা বুধাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতিকুলোদ্‌ভবাঃ ॥৩৫১
ধনৈশ্চ বহুসম্মানৈঃ কুলমানৈশ্চ পূজিতাঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা জগ্মুস্তে স্বাশ্রমন্তদা ॥৩৫২

কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা লক্ষ্মণসেন পরলোকে গমন করিলে তৎপুত্র কেশবসেন রাজা হইলেন বটে কিন্তু যবনগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইলেন। তখন তিনি গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর যখন বিধর্ম্মী যবনগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণগণ আর গৌড়দেশে থাকিতে পারিলেন না, সেই সময়েই ধার্ম্মিকবর সর্ব্ব ভূপতির পূজ্য দনৌজামাধবনামক নৃপতি প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার সভায় নানাগুণসম্পন্ন ২২ কুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ধন ও কুলমানাদি বহু সম্মানে তাঁহাদিগের পূজা করিলে তাঁহারা অতীব হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।৩৪৮—৩৫২

একদা মাধবো রাজা শ্রুত্বা দ্বিজমুখাৎ সুধীঃ।
অরাজকত্বাদ্ বিপ্রাণাং সৎকুলানাং বিপর্য্যয়ঃ ॥৩৫৩

আহূয় পণ্ডিতান্ সর্ব্বান্ ধার্ম্মিকান্ সৎকুলোদ্ভবান্।
অষ্টোত্তরপঞ্চশতং কুলীনানকরোত্তদা ॥৩৫৪
গৌড়াধিপো মাধবোঽভূচ্ছ্রুত্বা লোকমুখাত্ততঃ।
নির্ব্বাসিতঃ কেশবস্তু গৌড়ং গন্তুং সমুৎসুকঃ ॥৩৫৫
প্রত্যাগত্য বনাত্ততো নরপতিং তং মাধবং কেশবঃ
ধীরৈর্বিপ্রগণৈঃ পিতামহমহারাধ্যৈশ্চ যুক্তো গতঃ।
তং চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ পার্ষদং
তদ্বর্গস্থে চ পালনায় চ দদৌ রত্নানি ভূম্যাদিকম্ ॥৩৫৬
ক্ষমাপালঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞ্চিৎপ্রসঙ্গান্তরে
বাক্যং প্রাহ পিতামহস্তব কৃতী বল্লালসেনো নৃপঃ।
কীদৃগ্ বিপ্রকুলাকুলাদিনিয়মং কস্মাৎ কথং বা কুতঃ
কেনোদ্যোগভরেণ বিপ্রনিকরে চক্রে তদাখ্যাহি মে ॥৩৫৭
তচ্ছ্রুত্বা কুলপণ্ডিতং কথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাদ্
এড়ূমিশ্রমশেষশাস্ত্রনিপুণং বিপ্রং কথাপারগম্।
বল্লালেন বিধারিতং কুলচয়ং সোঽবর্ণয়দ্ বিস্তরাচ্
ছ্রুত্বা তৎ কুলবন্ধনে নরপতিশ্চক্রে পুনর্বৈ মতম্ ॥৩৫৮

একদা রাজা মাধব ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিলেন যে, অরাজকত্ব-হেতু ব্রাহ্মণদিগের সৎকুলীনতার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তখন তিনি সৎকুলোদ্ভব ধার্ম্মিক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া পাঁচ শত আট জন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন। এদিকে বনস্থ কেশব লোক-মুখে শুনিলেন যে, এক্ষণে রাজা মাধব গৌড়ে আধিপত্য করিতেছেন; শুনিয়া তিনি গৌড়ে যাইবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। অনন্তর কেশব বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতামহ বল্লালসেনের আরাধিত বিদ্বান্

ব্রাহ্মণগণের সহিত মাধবনৃপতির সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা মাধব বিশেষসম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে পারিষদ করিলেন এবং পরিজন-সহিত তাহাঁর পালনার্থ নানাবিধ রত্ন ও ভূম্যাদি প্রদান করিলেন। একদিন ভূপতি মাধব কথাপ্রসঙ্গে কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পিতামহ বল্লালসেন নৃপতি কি হেতু, কি প্রকারে, কোন্ সময়ে ও কি প্রকার উদ্যোগে ব্রাহ্মণদিগের কুলাকুলনিয়ম করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। ইহা শুনিয়া কেশব অশেষশাস্ত্রজ্ঞ নীতিপারগ কুলপণ্ডিত এড়ু মিশ্রকে সেই সকল বলিবার নিমিত্ত সাদরে আদেশ করিলেন। তখন তিনি বল্লালের নির্ধারিত কুলনিয়মসকল সবিস্তর বর্ণন করিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া পুনর্ব্বার কুলবন্ধনবিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।৩৫৩—৩৫৮

আহূয় ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ মাধবো নৃপসত্তমঃ।
গুণানাং নবসংখ্যানাং বিচার্য্য চ বিশেষতঃ॥৩৫৯

কেশবেন চ সংমন্ত্র্য কুলগ্রন্থং বিলোক্য চ।
মুখ্যান্ কুলীনানকরোৎ সমীকরণকক্রমাৎ॥৩৬০

কৃতং লক্ষ্মণসেনেন সমীকরণকদ্বয়ম্।
কৃতসমীকরণস্তু চতুর্ব্বারঞ্চ মাধবঃ।
চতুর্বিংশতি বিপ্রাস্তু মাধবেন প্রপূজিতাঃ॥৩৬১

মাধবনৃপতি সকল ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহাঁদিগের নব গুণ বিচার ও কেশবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুলগ্রন্থ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক সমীকরণক্রমে মুখ্য কুলীন নির্ব্বাচন করিলেন। লক্ষ্মণসেন দুইবার সমীকরণ করিয়াছিলেন; মাধব চারিবার সমীকরণ করিয়া ২৪ জন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিয়া পূজা করিলেন।৩৫৯—৩৬১

আদৌ সমীকরণে চ বন্দ্যজো জয়পাণিকঃ।
চট্টজশ্চৈব গোবিন্দো ঘোষজোদ্ধব এব চ।
গাঙ্গো গদাধরশ্চৈতে চত্বারস্তু সমাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৬২
ততঃ সমীকরণে চ দ্বিতীয়ে তু দ্বিজন্মনাম্।
বন্দ্যজঃ শ্রীমহাদেবশ্চট্টজঃ কিত এব চ।
মুখজশ্চোদ্ধবশ্চৈব ত্রয় এতে সমাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৬৩
পুনঃ সমীকরণে তু তৃতীয়ে পঞ্চসংখ্যকাঃ।
মুখজো লৌকিকশ্চৈব বন্দ্যৌ যোগিমহেশ্বরৌ।
তথা দাসমহাদেবৌ সমানাঃ কথিতা দ্বিজাঃ ॥৩৬৪
ততঃ সমীকরণকে চতুর্থে মাধবেন বৈ।
বন্দ্যজাঃ শ্রীধরতিকপুরাধিয়ক্ষকাস্তথা ॥৩৬৫
চট্টজাস্তু চাকুগাহীনৃসিংহনামকাশ্চ বৈ।
বিশ্বেশ্বরো মুখজস্তু কাঞ্জিজশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥৩৬৬
ঘোষজস্তু কোচনামা গাঙ্গজস্তু হলায়ুধঃ।
ষষ্ঠীবরঃ কুন্দজস্তু পূতিজঃ শিকনামকঃ ॥৩৬৭
সমানত্বেন নির্দ্দিষ্টা দ্বিজা দ্বাদশসংখ্যকাঃ।
নবধাগুণসম্পন্নাঃ সর্ব্বে বেদবিশারদাঃ ॥৩৬৮

প্রথম সমীকরণে বন্দ্যজ জয়পাণি, চট্টজ গোবিন্দ, ঘোষজ (ঘোষাল) উদ্ধব ও গাঙ্গ গদাধর, এই চারিটী ব্রাহ্মণ সমীকৃত হইলেন। দ্বিতীয় সমীকরণে বন্দ্যজ মহাদেব, চট্টজ কিত ও মুখজ উদ্ধব, এই তিন জন সমান হইলেন। তৃতীয় সমীকরণে মুখজ লৌকিক, বন্দ্যজ যোগী, মহেশ্বর, দাস ও মহাদেব, এই পাঁচ জন সমান হইলেন। চতুর্থ সমীকরণে বন্দ্যজ শ্রীধর, তিক ও পুরাধ্যক্ষ, চট্টজ

চাকু, গাহী ও নৃসিংহ; মুখজ বিশ্বেশ্বর, কাঞ্জিজ চন্দ্রশেখর, ঘোষজ কোচ, গাঙ্গজ হলায়ুধ, কুন্দজ ষষ্ঠীবর ও পূতিজ শিব, এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ সমান হইলেন। ইহাঁরা সকলেই নবগুণসম্পন্ন ও বেদবিশারদ ছিলেন ।৩৬২—৩৬৮

সৎকুলীনপ্রজাতস্য নিজধর্ম্মযুতস্য চ।
যস্য ন ক্রমিকা বৃত্তির্বংশজত্বেন কীর্ত্তিতঃ ॥৩৬৯
গুণদোষবিমিশ্রা যে দ্বিজাস্তত্র সমাগতাঃ।
শ্রোত্রিয়ত্বেন নির্দ্দিষ্টা মাধবেন নৃপেণ তে ॥৩৭০
শ্রোত্রিয়ং দ্বিবিধঞ্চৈব চকার নৃপসত্তমঃ।
সচ্ছ্রোত্রিয়স্তথা কষ্টশ্রোত্রিয়শ্চ বিচার্য্য সঃ ॥৩৭১
সচ্ছ্রোত্রিয়ঞ্চতুর্ভাগৈর্বিভক্তঞ্চ ততঃ কৃতম্।
সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধশ্চ হ্যরিশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ ॥৩৭২
কুলীনজাঃ স্বল্পদোষাৎ কুলভ্রষ্টা দ্বিজাশ্চ যে।
তে সিদ্ধাঃ শ্রোত্রিয়াঃ প্রোক্তাঃ সংগ্রাহ্যাঃ কুলজৈঃ সদা ॥৩৭৩
গুণদোষসমানা যে কুলীনতনয়া দ্বিজাঃ।
তে সাধ্যাঃ শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়াস্তেঽপি গ্রাহ্যাঃ কুলীনজৈঃ ॥৩৭৪
কুলীনজাঃ স্বল্পগুণাঃ সুসিদ্ধাঃ শ্রোত্রিয়া মতাঃ।
তেষাং সুতাং সমাদায় কুলীনো নৈব দুষ্যতি ॥৩৭৫
কুলীনতনয়া যে তু গুণসম্পর্কবর্জ্জিতাঃ।
অমিত্রাঃ শ্রোত্রিয়াঃ প্রোক্তাস্ত্যাজ্যাস্তে কুলজৈঃ সদা ॥৩৭৬
অকুলীনসুতা যে তু পতিতানাঞ্চ যে সুতাঃ।
পতিতৈর্যে চ সংশ্লিষ্টাস্তে কষ্টশ্রোত্রিয়া মতাঃ ॥৩৭৭

তেষাং কন্যা ন সংগ্রাহ্যাঃ কুলজৈঃ শ্রোত্রিয়ৈস্তথা।
অমিত্রশ্রোত্রিয়ৈস্তেষাং কন্যা গ্রাহ্যাঃ সদৈব হি ॥৩৭৮

এবং নির্দ্ধার্য্য বিপ্রাণাং কুলাচারাদিকং পুরা।
মৃতঃ স মাধবো রাজা শাকেঽঙ্গেন্দুযমেন্দুমে ॥৩৭৯

সৎকুলীনজ নিজধর্ম্মযুক্ত হইলেও যাঁহার ক্রমিক বৃত্তি নাই, অর্থাৎ যে ধর্ম্মশীল কুলীনসন্তানের তিন পুরুষের মধ্যে যথারীতি আদান প্রদান নাই, তিনি বংশজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। গুণ ও দোষ উভয়বিশিষ্ট যে ব্রাহ্মণগণ সেই সভায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে রাজা মাধব শ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি বিচারপূর্ব্বক সেই শ্রোত্রিয়কে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন; যথা, সৎ শ্রোত্রিয় ও কষ্ট শ্রোত্রিয়। আবার সেই সৎ শ্রোত্রিয়কে (অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রোত্রিয়কে) চারিভাগে বিভক্ত করিলেন; যথা, সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। যাঁহারা কুলীনজ হইয়া স্বল্পদোষে কুলভ্রষ্ট হন, তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। কুলীনগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। যে সকল কুলীনতনয়ের গুণ ও দোষ সমান, তাঁহারা সাধ্য শ্রোত্রিয়; তাঁহারাও কুলীনগণের গ্রাহ্য। যে সকল কুলীনসন্তান স্বল্পগুণ, তাঁহারা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়; তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনগণ দূষিত হন না। যাঁহারা কুলীনপুত্র হইয়া গুণসম্পর্করহিত হন, তাঁহারা অরিশ্রোত্রিয়; তাঁহারা সর্ব্বদা কুলীনের ত্যাজ্য। যাঁহারা অকুলীনসুত, পতিতসুত বা পতিতের সহিত যাঁহাদিগের সম্পর্ক ঘটিয়াছে, তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয়; কুলীনগণ ও শ্রোত্রিয়গণ তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিবেন না। কেবল অরিশ্রোত্রিয়েরা তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিবেন। রাজা মাধব পূর্ব্বে এইরূপে ব্রাহ্মণগণের কুলাচারাদি নির্দ্ধারণ করিয়া ১২১১ শকাব্দে পরলোকে গমন করিলেন।৩৬৯—৩৭৯

ততো মহাপরাক্রান্তৈর্যবনৈ র্ভূমিপালকৈঃ।
পুনঃ প্রপীড়িতা বিপ্রা ন স্থাতুং শক্নুবন্তি তে ॥৩৮০
বরেন্দ্ররাঢ়দেশস্থাঃ সপ্তশত্যাখ্যকাস্তথা।
বিপ্রাস্তদৈক্যমাপন্না হিত্বান্যোন্যবিভেদনম্ ॥৩৮১
কুলাকুলবিচারঞ্চ শ্রেণীভেদন্তথৈব চ।
তত্যজুস্তে তদা বিপ্রাঃ কন্যাদানপ্রদানয়োঃ ॥৩৮২
বিধর্ম্মিণো যবনাস্তু বিপ্রাণাং ধর্ম্মনাশনে।
ন সমর্থা ভবেয়ুস্তে তেষামৈক্যগুণেন বৈ ॥৩৮৩
এবং যবনভূপানাং শতবর্ষাতিরিক্তকম্।
কালং কষ্টেন বহুনা বিপ্রাস্তে হ্যতিবাহিতাঃ ॥৩৮৪

পরে মহাপরাক্রান্ত যবন ভূপতিগণ পুনর্ব্বার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণগণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন বরেন্দ্রদেশীয়, রাঢ়-দেশীয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পর ভেদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা শ্রেণীভেদ ও কুলাকুল বিচার না করিয়া পরস্পর আদান প্রদানও করিতে লাগিলেন। এইরূপে একতাপ্রভাবে বিধর্ম্মী যবনগণ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মবিনাশে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে যবন ভূপতিগণের অধিকারে ব্রাহ্মণগণ শতবর্ষাধিক কাল বহু কষ্টে অতিবাহিত করিলেন।৩৮০—৩৮৪

ততো বিজিত্য যবনান্ কংসনারায়ণো নৃপঃ।
গৌড়দেশাধিপশ্চাভূন্ মহাবলপরাক্রমঃ ॥৩৮৫
স প্রার্থিতো দ্বিজৈ র্ভূপো বিপ্রাণাং কুলবন্ধনে।
দত্তখাসাখ্যকামাত্যং ধর্ম্মনিষ্ঠমুবাচ হ ॥৩৮৬

বিপ্রানাহূয় তূর্ণং ত্বং কুলগ্রন্থানুসারতঃ।
বিবিচ্য গুণদোষাদীন্ কুরু ত্বং কুলবন্ধনম্॥৩৮৭

এবং নরপতেরাজ্ঞাং সংপ্রাপ্য কুলবন্ধনে।
সমাহ্বয়দ্দত্তখাসো রাঢ়স্থান্ দ্বিজপুঙ্গবান্ ॥৩৮৮

যবনৈস্তাড়িতানাঞ্চ রাঢ়ীয়ানাং দ্বিজন্মনাম্।
সপ্তশতীস্থসম্পর্কাৎ স্থানভ্রংশাদ্ বিশেষতঃ ॥৩৮৯

কুলীনানাস্তু সর্ব্বেষাং শ্রোত্রিয়াণাস্তথৈব চ।
তদৈবাভূন্মহাংশ্চৈব কুলানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ ॥৩৯০

পুরাতনকুলগ্রন্থং বিলোক্য স বিশেষতঃ।
কুলশ্রেণীক্রমেণৈব কুলীনানাং কুলানি বৈ।
কর্ত্তুং নির্দ্ধারণং তেষাং ন সমর্থোঽভবৎ স হি ॥৩৯১

পুরৈব পঞ্চগোত্রেষু ব্রাহ্মণা যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সপ্তশতীসংস্রবেণ চাষ্টগোত্রাণি তে গতাঃ ॥৩৯২

ভরদ্বাজশ্চ সাবর্ণো বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যকাশ্যপৌ।
পরাশরো বশিষ্ঠশ্চ গৌতমশ্চাষ্টগোত্রজাঃ ॥৩৯৩

ষট্পঞ্চাশদ্গ্রামিণঃ স্যু রাঢ়দেশোদ্ভবা দ্বিজাঃ।
দ্বিষষ্টিগ্রামিণশ্চৈব বিপ্রা আসংস্তদৈব হি ॥৩৯৪

কেয়াড়ী পুংসিকশ্চৈব ভাদাড়ী দীঘলস্তথা।
ভট্টগ্রামী পিতারিশ্চ ষড়েতেঽপ্যতিরিক্তকাঃ ॥৩৯৫

এবং বিপর্য্যয়ং দৃষ্ট্বা কুলীনানাং কুলস্য হি।
চিন্তাং দুরত্যয়ামাপ দত্তখাসো মহামতিঃ ॥৩৯৬

পরে মহাপরাক্রান্ত কংসনারায়ণনামা নৃপতি যবনদিগকে জয় করিয়া গৌড়দেশের অধিপতি হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ কংসনারায়ণ নৃপতিকে কুলবন্ধনবিষয়ে প্রার্থনা করিলে তিনি দত্তখাসনামক ধর্ম্মনিষ্ঠ অমাত্যকে বলিলেন, আপনি সত্বর ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া কুলগ্রন্থানুসারে তাঁহাদিগের গুণ দোষ বিচার করিয়া কুল-বন্ধন করুন। এইরূপে কুলবন্ধনবিষয়ে নরপতির আজ্ঞা পাইয়া দত্তখাস সমস্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেন। দেখিলেন যে যবনপীড়িত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের সপ্তশতীসম্পর্কহেতু ও বিশেষতঃ স্থানভ্রংশহেতু কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের মহান্ কুলবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তিনি পুরাতন কুলগ্রন্থ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াও কুলশ্রেণীরূপে কুলীনদিগের কুলনির্ধারণে সমর্থ হইলেন না। পূর্ব্বে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণই প্রশস্ত ছিলেন, এক্ষণে সপ্তশতীসংশ্রবে অষ্টগোত্রীয় হইয়াছেন। ভরদ্বাজ, সাবর্ণ, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, পরাশর, বশিষ্ঠ ও গৌতম, এই আট গোত্র। পূর্ব্বে রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ ষট্পঞ্চাশদ্‌গ্রামী ছিলেন, এক্ষণে দ্বিষষ্টিগ্রামী হইয়াছেন। কেয়াড়ী, পুংসিক, ভাদাড়ী, দীঘল, ভট্টগ্রামী ও পিতারি, এই ছয়টী অতিরিক্তগ্রামী হইয়াছেন। কুলীন-গণের এইরূপ কুলবিপর্য্যয় দেখিয়া মহামতি দত্তখাস দুরপনেয় চিন্তা প্রাপ্ত হইলেন।৩৮৫—৩৯৬

অমাত্যং চিন্তিতং জ্ঞাত্বা কাচনামুখবংশজঃ।
ধর্ম্মদাসাত্মজঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণঃ শাস্ত্রবিশারদঃ ॥৩৯৭
দত্তখাসমুবাচেদং যবনৈস্তাড়িতা ভৃশম্।
স্বস্ববাসং পরিত্যজ্য ভার্য্যাপুত্ত্রাদিভিঃ সহ ॥৩৯৮
প্রচ্ছন্নবসতিং চক্রুর্বহবস্তু দ্বিজা যদা।
কুলীনানাস্তু সর্ব্বেষাং কুলরক্ষার্থমেব চ ॥৩৯৯

তদান্যোন্যং সমালোচ্য নিযোজ্য ঘটকান্ বহূন্।
কৃতং সমীকরণঞ্চ কুলাচার্য্যৈ মুর্হুমুহুঃ।
তন্মার্গমবলম্ব্যাশু কুরু ত্বং কুলবন্ধনম্ ॥৪০০
এবমাভাষ্য সচিবং দত্তখাসং মহামতিম্।
প্রোবাচ তৎসভায়াং স সমীকরণকক্রমম্ ॥৪০১

অমাত্য দত্তখাসকে চিন্তিত দেখিয়া কাচনামুখবংশজাত শাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মদাসাত্মজ কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। যখন রাঢ়ীয় বহু ব্রাহ্মণ যবনকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কুলরক্ষার্থ নিজ নিজ বসতি পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাপুত্রাদির সহিত গোপনে বাস করিয়াছিলেন, তখন পরস্পর সমালোচনাপূর্ব্বক বহুতর ঘটক নিযুক্ত করিয়া কুলাচার্য্যগণদ্বারা পুনঃপুনঃ সমীকরণ করাইয়াছিলেন। আপনিও এক্ষণে সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া কুলবন্ধন করুন। এইরূপ মন্ত্রী দত্তখাসকে বলিয়া তাঁহার সভায় সমীকরণক্রম বলিতে লাগিলেন।৩৯৭—৪০১

পুরা রাজ্ঞা মাধবেন সমীকরণকং কৃতম্।
ততঃ সমীকরণানি যানি তে কথয়াম্যহম্ ॥৪০২
আদৌ সমীকরণে চ কুলীনানাং দ্বিজন্মনাম্।
বিকর্ত্তনঃ সিয়শ্চৈব সর্ব্বজ্ঞো মুখজাস্ত্রয়ঃ ॥৪০৩
চট্টজশ্চাহিতশ্চৈব মাভো ঘোষালজঃ স্মৃতঃ।
এতে বিপ্রাঃ সমানত্বাৎ কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪০৪
পুনঃ সমীকরণকে বামদেবো গুণাকরঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীকরশ্চ চত্বারশ্চট্টবংশজাঃ ॥৪০৫
ঘোষালজঃ শুভশ্চৈব তেয়ী চ কাঞ্জিজস্তথা।
সমানত্বাৎ কুলীনত্বে কুলাচার্য্যৈঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪০৬

পুনঃ সমীকরণকে আভো বন্দ্যজ এব চ।
পীতাম্বরো বাসুদেবঃ পূতিজৌ দ্বৌ তথৈব চ ॥৪০৭
গঙ্গাধরাখ্যকশ্চৈব বিশোমুখজ এব চ।
কুলীনানাং সমানত্বে প্রোক্তাশ্চৈতে দ্বিজাতয়ঃ ॥৪০৮
পুনঃ সমীকরণকে লেঙ্গুড়ী ভেঙ্গুড়ী তথা।
কেশবশ্চোচলিশ্চৈব চত্বারো বন্দ্যবংশজাঃ ॥৪০৯
চট্টজৌ দ্বৌ সমাখ্যাতৌ হ্যাকরঃ পুরুষোত্তমঃ।
আয়ুর্গাঙ্গলিজশ্চৈতে সমত্বে হ্যবধারিতাঃ ॥৪১০
পুনঃ সমীকরণকে তাউরভ্যাগতস্তথা।
চট্টজৌ দ্বৌ ভবো গোপী বয়ী চ মুখজাস্ত্রয়ঃ ॥৪১১
পুনঃ সমীকরণকেঽনন্তো নারায়ণো হরিঃ।
সঙ্কেতো বন্দ্যজাশ্চৈতে চত্বারস্তু বিচক্ষণাঃ।
মুখজৌ দ্বৌতু বিখ্যাতৌ নারায়ণজনার্দ্দনৌ ॥৪১২
পুনঃ সমীকরণকে চট্টজো রুদ্রসংজ্ঞকঃ।
নরসিংহো রাঘবশ্চ মুখজৌ দ্বৌ সমীরিতৌ ॥৪১৩
আখণ্ডলো বন্দ্যজশ্চ কাঞ্জিজশ্চ জনার্দ্দনঃ।
গদাধরো ঘোষজশ্চ সমত্বেন প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪১৪
পুনঃ সমীকরণকে বন্দ্যজো ভাস্করাখ্যকঃ।
হ্যাকরশ্চ তথা রামো মুখজৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ॥৪১৫
মার্কণ্ডেয়ঃ পশুপতিঃ সেখো ঘোষালজাস্ত্রয়ঃ।
কাঁটাদিয়াবন্দ্যজৌ দ্বৌ ভবো ভীমশ্চ সত্তমৌ ॥৪১৬

পুনঃ সমীকরণকে তেকড়ি দে কড়িস্তথা।
অবসথীচট্টজৌ দ্বৌ নন্দনোঽর্কস্তু চট্টজৌ ॥৪১৭
সুদর্শনো নিশানাথঃ খনিয়াচট্টজাবুভৌ।
বিশোমুখজকশ্চোমাপতী রামস্তু পূতিজঃ ॥৪১৮
পুনঃ সমীকরণকে চট্টজো মন এব চ।
অবসথীচট্টজশ্চ অচ্যুতস্তু বিচক্ষণঃ ॥৪১৯
খনিয়াচট্টজশ্চৈব তথোষাপতিসংজ্ঞকঃ।
গঙ্গাধরো লখায়িশ্চ বাবলাবন্দ্যজাবুভৌ ॥৪২০
বিষ্ণুর্দাসঃ পশুপতি রুন্দুরাবন্দ্যজাস্ত্রয়ঃ।
ডমনো মাধবশ্চৈব পূতিজৌ দ্বৌ সমীরিতৌ ॥৪২১

পূর্ব্বে রাজা দনৌজা মাধব সমীকরণ করিয়াছিলেন। তারপর যে সকল সমীকরণ হয়, তাহা বলিতেছি। প্রথম সমীকরণে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মুখবংশজ বিকর্ত্তন, সিয় ও সর্ব্বজ্ঞ, এই তিন জন; চট্টবংশজ আহিত ও ঘোষালবংশজ আভ; ইহাঁরা সমানত্বহেতু কুলীন হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সমীকরণে চট্টবংশজ বামদেব, গুণাকর, সর্ব্বেশ্বর ও শ্রীকর; ঘোষালবংশজ শুভ ও কাঞ্জিবংশজতেয়ী, ইহাঁরা সমান বলিয়া কুলচার্য্যগণ ইহাঁদিগকে কুলীন করিলেন। তৃতীয় সমীকরণে বন্দ্যজ আভ, পূতিবংশজ পীতাম্বর ও বাসুদেব, মুখবংশজ গঙ্গাধর ও বিশো, ইহাঁরা সমতাহেতু কুলীন হইয়াছিলেন। চতুর্থ সমীকরণে বন্দ্যবংশজ লেঙ্গুড়ী, ভেঙ্গুড়ী, কেশব ও উচলি; চট্টবংশজ ত্যাকর ও পুরুষোত্তম; গাঙ্গলিবংশজ আয়ু; ইহাঁরা সম বলিয়া অবধারিত হইয়াছিলেন। পঞ্চম সমীকরণে চট্টবংশজ তায়ু ও অভ্যাগত; মুখবংশজ ভব, গোপী ও বয়ী; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ সমী-

করণে বন্দ্যবংশজ অনন্ত, নারায়ণ, হরি ও সঙ্কেত; মুখবংশজ নারায়ণ ও জনার্দ্দন; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। সপ্তম সমীকরণে চট্টজ রুদ্র; মুখবংশজ নরসিংহ ও রাঘব; বন্দ্যবংশজ আখণ্ডল, কাঞ্জিজ জনার্দ্দন, ঘোষালবংশজ গদাধর; ইহাঁরা সমান হইয়াছিলেন। অষ্টম সমীকরণে বন্দ্যজ ভাস্কর, মুখজ দ্যাকর ও রাম; ঘোষালবংশজ মার্কণ্ডেয়, পশুপতি ও সেখ; কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ ভব ও ভীম; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। নবম সমীকরণে অবসথীচট্টজ তেকড়ি ও দোকড়ি; চট্টবংশজ নন্দন ও অর্ক; খনিয়াচট্টজ সুদর্শন ও নিশানাথ; মুখজ বিশো; পূতিজ উমাপতি ও রাম; ইহাঁরা সমান হইয়াছিলেন। দশম সমীকরণে চট্টজ মন, অবসথীচট্টজ অচ্যুত, খনিয়াচট্টজ উষাপতি, বাবলাবন্দ্যজ গঙ্গাধর ও লখায়ী; উন্দুরাবন্দ্যজ বিষ্ণু, দাস ও পশুপতি; পূতিজ ডমন ও মাধব; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন।৪০২—৪২১

পুনঃ সমীকরণকে চট্টজস্তু বিভাকরঃ।
উষাপতিঃ কুন্দজস্তু গাঙ্গলীয়ো বিনায়কঃ ॥৪২২

বাবলাবন্দ্যজঃ সোমো নপাড়াবন্দ্যজস্তথা।
ঈশানস্তু সমত্বেন কুলাচার্য্যৈঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪২৩

পুনঃ সমীকরণকে চত্বারশ্চট্টবংশজাঃ।
প্রভাকরো ধনেশশ্চ স্বপনো ভীম এব চ ॥৪২৪

পশুশ্চ নীলকণ্ঠশ্চ বিভুশ্চৈব ধনঞ্জয়ঃ।
চত্বারো মুখজাঃ প্রোক্তা বন্দ্যজাস্তু ত্রয়স্তথা ॥৪২৫

সূয়ো মায়ুঃ কুলেশশ্চ নপাড়াবন্দ্যজস্তথা।
নীলাম্বরো গয়ঘড়বন্দ্যজো নন্দনঃ স্মৃতঃ ॥৪২৬

পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যবংশজাঃ।
উৎসাহশ্চ তথা বৎস স্তথোদয়নসংজ্ঞকঃ ॥৪২৭
পীতাম্বরশ্চ চত্বার আড়িয়ামুখজো বলঃ।
বিশোমুখজশুঙ্গশ্চ গঙ্গাধরস্তু কাঞ্জিজঃ ॥৪২৮
পুনঃ সমীকরণকে মুখজঃ ক্ষেম এব চ।
ফুলিয়ামুখজশ্চৈব গর্ব্বেশ্বর ইতি স্মৃতঃ ॥৪২৯
বিশোমুখজকঃ কৃষ্ণশ্চট্টজাস্তু ধনঞ্জয়ঃ।
উমাপতিঃ শিবহরিস্ত্রয় এতে বিচক্ষণাঃ ॥৪৩০
হরিঃ সুদর্শনশ্চৈব জ্ঞেয়ৌ ঘোষালজাবুভৌ।
তপনশ্চ তথা ভীমো জ্ঞেয়ৌ দ্বৌ কাঞ্জিলালজৌ ॥৪৩১
পুনঃ সমীকরণকে বন্দ্যজশ্চেশ্বরাখ্যকঃ।
হিঙ্গলস্তেয়ী রুদ্রশ্চ ঘোষালবংশাজাস্ত্রয়ঃ ॥৪৩২
সুজনস্তু তথা স্বল্পফুলিয়ামুখজঃ স্মৃতঃ।
দুখো হাড়ো মুখজৌ দ্বৌ সমানত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪৩৩
পুনঃ সমীকরণকে বিশোমুখজকাস্ত্রয়ঃ।
ধনঞ্জয়ঃ শূলপাণিঃ শ্রীসুযোধন এব চ ॥৪৩৪
কাচনামুখজৌ দ্বৌ তু হলঃ সারঙ্গ এব চ।
কাঁটাদিয়াবন্দ্যজৌ দ্বৌ মাধবো হরিরেব চ।
ঘোষালজো হলধরো রবির্ধীরশ্চ কাঞ্জিজৌ ॥৪৩৫
পুনঃ সমীকরণকে পাটলীচট্টবংশজৌ।
দ্বৌ কৃষ্ণো বলভদ্রশ্চ খনিয়াচট্টজস্তথা ॥৪৩৬
পঞ্চাননশ্চাবসথী চট্টজাস্ত্রয় এব চ।

বিদ্যাপতিস্তথা সিদ্ধেশ্বরো গোবর্দ্ধনাখ্যকঃ ॥৪৩৭
কাঁটাদিয়াবন্দ্যজৌ দ্বৌ দুখো জিয়ো বিচক্ষণৌ।
বিশোমুখজকশ্চায়ুঃ সমানত্বে সমীরিতাঃ ॥৪৩৮
পুনঃ সমীকরণকে চক্রপাণিস্তু পূতিজঃ।
খনিয়াচট্টজৌ দ্বৌতু লক্ষ্মণশ্চ বিকর্ত্তনঃ॥৪৩৯
অবসথীচট্টজাঃ ষট্ নন্দনশ্চ প্রভাকরঃ।
গোপালশ্চ তথেশানঃ পালুরুদয়নস্তথা ॥৪৪০
পুনঃ সমীকরণকে উন্দুরাবন্দ্যজাবুভৌ।
মধুশ্ছায়াপতিশ্চৈব বিশোমুখজ এব চ ॥৪৪১
মকরন্দ ইতি খ্যাতঃ খনিয়াচট্টজস্তথা।
বামনো বামনঃ সাক্ষাচ্চত্বারঃ পূতিজাস্তথা।
রাজো পজো বিজো তেজো সমানত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪৪২

একাদশ সমীকরণে চট্টজ বিভাকর, কুন্দজ উষাপতি, গাঙ্গলীয় বিনায়ক, বাবলাবন্দ্যজ সোম, নপাড়াবন্দ্যজ ঈশান, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। দ্বাদশ সমীকরণে চট্টবংশজ প্রভাকর, ধনেশ, স্বপন ও ভীম; মুখবংশজ পশু, নীলকণ্ঠ, বিভু ও ধনঞ্জয়; বন্দ্যজ সূর্য্য, মায়ু ও কুলেশ; নপাড়াবন্দ্যজ নীলাম্বর; গয়ঘড়বন্দ্যজ নন্দন; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ উৎসাহ, বৎস, উদয়ন ও পীতাম্বর; আড়িয়ামুখজ বল, বিশোমুখজ শুঙ্গ, কাঞ্জিজ গঙ্গাধর, ইহাঁরা সমান হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ সমীকরণে মুখজ ক্ষেম, ফুলিয়ামুখজ গর্ভেশ্বর, বিশোমুখজ কৃষ্ণ, চট্টজ ধনঞ্জয়, উমাপতি, শিব-হরি; ঘোষালজ হরি, সুদর্শন; কাঞ্জিজ তপন ও ভীম; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ সমীকরণে বন্দ্যজ ঈশ্বর, ঘোষালজ হিঙ্গল,

তেয়ী, রুদ্র; ফুলিয়ামুখজ সুজন, স্বল্পমুখজ তুখো, হাড়ো; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ষোড়শ সমীকরণে বিশোমুখজ ধনঞ্জয়, শূলপাণি ও সুযোধন, কাচনামুখজ হল, সারঙ্গ; কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ মাধব ও হরি; ঘোষালজ হলধর, কাঞ্জিবংশজ রবি ও ধীর; ইহাঁরা সমান হইয়াছিলেন। সপ্তদশ সমীকরণে পাটলীচট্টবংশজ কৃষ্ণ ও বলভদ্র; খনিয়াচট্টজ পঞ্চানন; অবসথীচট্টজ বিদ্যাপতি, সিদ্ধেশ্বর ও গোবর্দ্ধন; কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ তুখো ও জিয়,বিশোমুখজ আয়ু; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ সমীকরণে পূতিজ চক্রপাণি, খনিয়াচট্টজ লক্ষ্মণ ও বিকর্ত্তন, অবসথীচট্টজ নন্দন, প্রভাকর, গোপাল, ঈশান, পালু ও উদয়ন; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ঊনবিংশ সমীকরণে উন্দুরাবন্দ্যজ মধু ও ছায়াপতি, বিশোমুখজ মকরন্দ; খনিয়াচট্টজ সাক্ষাৎ বামনরূপ বামন; পূতিজ রাজো, পজো, বিজো ও তেজো; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ৪২২—৪৪২

পুনঃ সমীকরণকে আদিত্যশ্চৈব পূতিজঃ।
বাবলাবন্দ্যজশ্চৈব মুরারিরিতিসংজ্ঞকঃ।
বিশোমুখজকশ্চৈব নীলাম্বর উদারধীঃ ॥৪৪৩
পুনঃ সমীকরণকে খনিয়াচট্টজস্তথা।
কামদেব ইতি খ্যাতস্তথাবসথীচট্টজঃ ॥৪৪৪
মদনশ্চ তথা নান্দাচট্টজা মধুসূদনঃ।
দৌবারিকো জগন্নাথো গোপালো বেদসংখ্যকাঃ ॥৪৪৫
গোবিন্দো বুড়নো দুর্য্যোধনশ্চৈব গদাধরঃ।
জ্ঞেয়াশ্চত্বার এবৈতে বঙ্গভূষণচট্টজাঃ।
শূলপাণিঃ কেশবশ্চ শিবো গাঙ্গলিজাস্ত্রয়ঃ ॥৪৪৬

পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যজস্তথা।
নন্দন ইতি বিখ্যাতো নপাড়াবন্দ্যজাবুভৌ ॥৪৪৭
রামস্তথা লক্ষ্মণশ্চ কুন্দজশ্চোদ্ধবাখ্যকঃ।
বিভোচট্টজকশ্চৈব নৃসিংহসংজ্ঞকস্তথা ॥৪৪৮
পুনঃ সমীকরণকে বিশোমুখজ এব চ।
কৃষ্ণশ্চৈব গয়ঘড়বন্দ্যজশ্চক্রপাণিকঃ ॥৪৪৯
ধনোচট্টবংশজাশ্চ ত্রয়ো রঘুপতিস্তথা।
শ্রীপতিশ্চ গণপতিঃ সমানত্বে সমীরিতাঃ ॥৪৫০
পুনঃ সমীকরণকে চট্টজশ্চৈতলিস্তথা।
গয়ঘড়বন্দ্যজৌ দ্বৌ শ্রীপতির্বনমালিকঃ ॥৪৫১
বাবলাবন্দ্যজশ্চৈব অনিরুদ্ধো বিচক্ষণঃ।
মধু র্জনোমুখজশ্চ বিশোমুখজ এব চ।
বশিষ্ঠ ইতি বিখ্যাতঃ সমত্বে হ্যবধারিতাঃ ॥৪৫২
পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যজাবুভৌ।
কন্দর্পশ্চ রঘুপতিঃ সাগরদিয়াখ্যবন্দ্যজৌ ॥৪৫৩
সন্তোষশ্চ মুরারিশ্চ আড়িয়ামুখজস্তথা।
রুদ্রশ্চৈব কুলাচার্য্যৈঃ সমানত্বে সমীরিতাঃ ॥৪৫৪
পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যজাস্তথা।
মার্কণ্ডেয়শ্চ শ্রীরঙ্গো বশিষ্ঠো মধুসূদনঃ ॥৪৫৫
জনার্দ্দনশ্চ পঞ্চৈতে পণ্ডিতো মাধবো গুণী।
সাগরদিয়াবন্দ্যজাশ্চ ত্রয় এতে বিচক্ষণাঃ ॥৪৫৬
ত্রয়ঃ স্বল্পবাবলাখ্যবন্দ্যবংশসমুদ্ভবাঃ।

শ্রীমান্ শ্রীরঙ্গকঃ খাটুর্জনোমুখজকস্তথা।
বৎসাভিধেয়কশ্চৈতে সমানত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪৫৭

পুনঃ সমীকরণকে ফুলিয়ামুখজস্তথা।
মুরারিরিত্যভিখ্যাতো জনোমুখজ এব চ ॥ ৪৫৮

গোবিন্দ ইতি বিখ্যাতস্ত্রয়স্তু কাঞ্জিলালজাঃ।
আনন্দো বনমালী চ তথা গণপতির্বুধঃ ॥৪৫৯

পুনঃ সমীকরণকে কৃষ্ণো ঘোষালজঃ স্মৃতঃ।
চত্বারঃ স্বল্পফুলিয়ামুখজাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৪৬০

দৌবারিকো জয়পতির্লক্ষ্মীপতিরুষাপতিঃ।
কাঞ্জিজৌ কৌতুকো ব্যাসঃ সমানত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪৬১

বিংশ সমীকরণে পূতিজ আদিত্য, বাবলাবন্দ্যজ মুরারি, বিশোমুখজ নীলাম্বর, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। একবিংশ সমীকরণে খনিয়াচট্টজ কামদেব, অবসথীচট্টজ মদন, নান্দাচট্টজ মধুসূদন, দৌবারিক, জগন্নাথ, গোপাল; বঙ্গভূষণচট্টজ গোবিন্দ, বুড়ন, দুর্য্যোধন, গদাধর, গাঙ্গলিজ শূলপাণি, কেশব, ও শিব; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। দ্বাবিংশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ নন্দন, নপাড়াবন্দ্যজ রাম ও লক্ষ্মণ; কুন্দজ উদ্ধব, বিভোচট্টজ নৃসিংহ, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ত্রয়োবিংশ সমীকরণে বিশোমুখজ কৃষ্ণ, গয়ঘড়বন্দ্যজ চক্রপাণি, ধনোচট্টবংশজ রঘুপতি, শ্রীপতি ও গণপতি; ইহাঁরা সম বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিলেন। চতুর্ব্বিংশ সমীকরণে চট্টজ চৈতলি, গয়ঘড়বন্দ্যজ শ্রীপতি ও বনমালী; বাবলাবন্দ্যজ অনিরুদ্ধ, জনোমুখজ মধু, বিশোমুখজ বশিষ্ঠ, ইহাঁরা সম বলিয়া অবধারিত হইয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ কন্দর্প, ও রঘুপতি, সাগরদিয়াবন্দ্যজ সন্তোষ ও মুরারি, আড়িয়ামুখজ

রুদ্র, ইহাঁদিগকে কুলাচার্য্যগণ সম বলিয়াছিলেন। ষড়্‌বিংশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ মার্কণ্ডেয়, রঙ্গ, বশিষ্ঠ, মধুসূদন, জনার্দ্দন; সাগরদিয়াবন্দ্যজ পণ্ডিত, মাধব, গুণী; স্বল্পবাবলাবন্দ্যজ শ্রীমান্, রঙ্গ, খাটু; জনোমুখজ বৎস, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। সপ্তবিংশ সমীকরণে ফুলিয়ামুখজ মুরারি, জনোমুখজ গোবিন্দ, কাঞ্জিলালজ আনন্দ, বনমালী ও গণপতি; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। অষ্টাবিংশ সমীকরণে ঘোষালজ কৃষ্ণ, স্বল্পফুলিয়ামুখজ দৌবারিক, জয়পতি, লক্ষ্মীপতি, উষাপতি; কাঞ্জিজ কৌতুক ও ব্যাস; ইহাঁরা সমান হইয়াছিলেন। ৪৪৩—৪৬১

পুনঃ সমীকরণকে কাচনামুখজাবুভৌ।
বিজয়শ্চ তথা ধর্ম্মো ঘোষালবংশজাস্ত্রয়ঃ ॥৪৬২
সূর্য্যস্তথোদয়নকো বনমালী বিচক্ষণঃ।
তথৈব স্বল্পফুলিয়ামুখজঃ কানুসংজ্ঞকঃ ॥৪৬৩
পুনঃ সমীকরণকে কাচনামুখজাবুভৌ।
মহেশ্বরঃ শক্তিধরস্তথৈব সপ্তসংখ্যকাঃ ॥৪৬৪
কাঁটাদিয়াবন্দ্যজাশ্চ রুদ্রঃ সূর্য্যো দিগম্বরঃ।
বসুন্ধরো মধুশ্চৈবাদিত্যো গঙ্গাধরস্তথা ॥৪৬৫
পুনঃ সমীকরণকে দেহাটাচট্টজস্তথা।
বাপী চাবসথীচট্টবংশজাস্তু ত্রয়োদশ ॥৪৬৬
কুবেরোঽহনন্তো গোবিন্দো জনার্দ্দনস্তথৈব চ।
ঈশ্বরঃ শূলপাণিশ্চ তপনো গণনায়কঃ ॥৪৬৭
লক্ষ্মীপতিঃ সুরানন্দো গোপালো লক্ষ্মণস্তথা।
মার্কণ্ডেয়ঃ সমানত্বে কুলাচার্য্যৈঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪৬৮

পুনঃ সমীকরণকে চত্বারঃ পূতিজা দ্বিজাঃ।
ব্যাসো বশিষ্ঠঃ শম্ভুশ্চ তথা ভূধরসংজ্ঞকঃ ॥৪৬৯
পুনঃ সমীকরণকে সপ্তাবসথীচট্টজাঃ।
দিবাকরঃ কৌতুকশ্চ তথা নারায়ণাখ্যকঃ ॥৪৭০
নৃসিংহশ্চ বশিষ্ঠশ্চ তথা দামোদরাখ্যকঃ।
সন্তোষশ্চৈব ঘটকৈঃ সমানত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪৭১
পুনঃ সমীকরণকে খনিয়াচট্টজাস্তথা।
বিভাকরো গণপতি র্বশিষ্ঠঃ কেশবস্তথা ॥৪৭২
পুনঃ সমীকরণকে উন্দুরাবন্দ্যজাবুভৌ।
বাসুদেবঃ পৃথুশ্চৈব বাবলাবন্দ্যজো রঘুঃ ॥৪৭৩
চত্বারঃ পূতিজাঃ শ্রীমান্ হরঃ শ্রীকণ্ঠকো নিধুঃ।
মধুসূদনসংজ্ঞস্তু বঙ্গভূষণচট্টজঃ ॥৪৭৪
পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যজাবুভৌ।
প্রজাপতির্মাধবশ্চ বঙ্গভূষণচট্টজাঃ ॥৪৭৫
শ্রীকণ্ঠশ্চ তথা চন্দ্রঃ শঙ্করস্ত্রয় এব চ।
নান্দাচট্টবংশজস্তু ত্রিলোচন ইতি স্মৃতঃ ॥৪৭৬
পৃথুস্তু কুন্দজশ্চৈব সপ্ত গাঙ্গলিজাস্তথা।
পরমেশো মুরারিশ্চ তেকায়িঃ পুরুষোত্তমঃ।
বামদেবঃ পশুপতিস্তথা নরহরিঃ স্মৃতঃ ॥৪৭৭
পুনঃ সমীকরণকে নপাড়াবন্দ্যজাস্ত্রয়ঃ।
হরিঃ পীতাম্বরোঽনন্তো বিভোচট্টজকাস্ত্রয়ঃ।
বাসুদেবস্তথা কানুঃ শ্রীকরশ্চেতিসংজ্ঞিতাঃ ॥৪৭৮

পুনঃ সমীকরণকে ধনোচট্টজকাস্ত্রয়ঃ।
নিধুঃ সিধুর্মধুশ্চৈব সমানত্বে সমীরিতাঃ ॥৪৭৯

পুনঃ সমীকরণকে ধনোচট্টকুলোদ্ভবাঃ।
ব্রহ্মা নিশাপতি র্ব্যাসস্তথা নারায়ণাখ্যকঃ।
বশিষ্ঠশ্চৈব পঞ্চৈতে সমানত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪৮০

পুনঃ সমীকরণকে বিশোমুখজ এব চ।
মহেশ্বরো গয়ঘড়বন্দ্যজাস্ত্রয় এব চ।
দিবাকরস্তথা গৌরীপতিশ্চৈব জনার্দ্দনঃ ॥৪৮১

ঊনত্রিংশ সমীকরণে কাচনামুখজ বিজয় ও ধর্ম্ম, ঘোষালজ সূর্য্য, উদয়ন ও বনমালী; স্বল্পফুলিয়ামুখজ কানু, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ত্রিংশ সমীকরণে কাচনামুখজ মহেশ্বর ও শক্তিধর, কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ রুদ্র, সূর্য্য, দিগম্বর, বসুন্ধর, মধু, আদিত্য, গঙ্গাধর; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। একত্রিংশ সমীকরণে দেহাটাচট্টজ বাপী, অবসথীচট্টজ কুবের, অনন্ত, গোবিন্দ, জনার্দ্দন, ঈশ্বর, শূলপাণি, তপন, গণনায়ক, লক্ষ্মীপতি, সুরানন্দ, গোপাল, লক্ষ্মণ ও মার্কণ্ডেয়; ইহাঁরা সমানত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দ্বাত্রিংশ সমীকরণে পূতিজ ব্যাস, বশিষ্ঠ, শম্ভু ও ভূধর; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ত্রয়স্ত্রিংশ সমীকরণে অবসথীচট্টজ দিবাকর, কৌতুক, নারায়ণ, নৃসিংহ, বশিষ্ঠ, দামোদর ও সন্তোষ; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। চতুস্ত্রিংশ সমীকরণে খনিয়াচট্টজ বিভাকর, গণপতি, বশিষ্ঠ ও কেশব; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। পঞ্চত্রিংশ সমীকরণে উন্দুরাবন্দ্যজ বাসুদেব ও পৃথু, বাবলাবন্দ্যজ রঘু, পূতিজ শ্রীমান্, হর, শ্রীকণ্ঠ ও নিধু; বঙ্গভূষণচট্টজ মধুসূদন, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ষট্‌ত্রিংশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ প্রজাপতি,

মাধব; বঙ্গভূষণচট্টজ শ্রীকণ্ঠ, চন্দ্র, শঙ্কর, নান্দাচট্টবংশজ ত্রিলোচন, কুন্দজ পৃথু, গাঙ্গলিজ পরমেশ, মুরারি, তেকারি, পুরুষোত্তম, বামদেব, পশুপতি, নরহরি; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। সপ্তত্রিংশ সমীকরণে নপাড়াবন্দ্যজ হরি, পীতাম্বর, অনন্ত; বিভোচট্টজ বাসুদেব, কানু ও শ্রীকর; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। অষ্টাত্রিংশ সমীকরণে ধনোচট্টজ নিধু, সিধু ও মধু, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ঊনচত্বারিংশ সমীকরণে ধনোচট্টজ ব্রহ্মা, নিশাপতি, ব্যাস, নারায়ণ ও বশিষ্ঠ; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। চত্বারিংশ সমীকরণে বিশোমুখজ মহেশ্বর, গয়ঘড়বন্দ্যজ দিবাকর, গৌরীপতি ও জনার্দ্দন, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন।৪৬২—৪৮১

পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যজশ্চ বৈ।
পৃথ্বীধরো গয়ঘড়বন্দ্যবংশসমুদ্ভবৌ ॥৪৮২
উষাপতিঃ পদ্মনাভঃ সাগরদিয়াখ্যবন্দ্যজঃ।
জটাধরশ্চৈব তথা আড়িয়ামুখজাবুভৌ।
লক্ষ্মণঃ শ্রীকরশ্চৈব সমত্বে সমুদীরিতাঃ ॥৪৮৩
পুনঃ সমীকরণকে চৈতলীচট্টজাস্তথা।
কুশধ্বজো মহেশশ্চ রঘুনাথাখ্যকস্তথা।
বিশ্বম্ভরশ্চ চত্বারঃ সমত্বেঽপ্যবধারিতাঃ ॥৪৮৪
পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যজাস্তথা।
লক্ষ্মণশ্চ তথা কাকো নিত্যানন্দো নিধিস্তথা ॥৪৮৫
লম্বোদরাখ্যকঃ পঞ্চ সাগরদিয়াস্থবন্দ্যজঃ।
বিষ্ণুশ্চৈব বেদমিতা আড়িয়ামুখজা দ্বিজাঃ।
বিশ্বম্ভরো বিজয়শ্চ নিধি বিষ্ণুস্তথৈব চ॥৪৮৬

পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যজাস্তথা।
দিগম্বরঃ পশুপতিস্তথা শুক্লাম্বরাখ্যকঃ ॥৪৮৭

লক্ষ্মীপতিস্তথা দুর্গাবরশ্চ পঞ্চসংখ্যকাঃ।
তথা স্বল্পবাবলাখ্যবন্দ্যজশ্চ জনার্দ্দনঃ ॥৪৮৮

সাগরদিয়াবন্দ্যজস্তু শ্রীনিবাসো দিগম্বরঃ।
ব্যাসশ্চৈব ত্রয়ো হ্যেতে সমম্বে বৈ নিরূপিতাঃ ॥৪৮৯

পুনঃ সমীকরণকে বাবলাবন্দ্যজাস্ত্রয়ঃ।
গোপালশ্চ তথা যোগী তথা নারায়ণাখ্যকঃ ॥৪৯০

পুনঃ সমীকরণকে ফুলিয়ামুখজাবুভৌ।
বনমাল্যনিরুদ্ধশ্চ সাগরদিয়াস্থবন্দ্যজঃ ॥৪৯১

কৈতবশ্চ তথা স্বল্পবাবলাবন্দ্যজাস্ত্রয়ঃ।
নিত্যানন্দঃ কৃত্তিবাসস্তথা গৌতমসংজ্ঞকঃ ॥৪৯২

পুনঃ সমীকরণকে কাঞ্জিজৌ দ্বৌ সমীরিতৌ।
দুর্গাবরো বাসুদেবো ঘোষালবংশজস্তথা ॥৪৯৩

শূলপাণিশ্চৈব স্বল্পফুলিয়ামুখজস্তথা।
গদাধরাখ্যকশ্চৈব সমানম্বে নিগদ্যতে ॥৪৯৪

পুনঃ সমীকরণকে কাঞ্জিজৌ দ্বৌ সমীরিতৌ।
নরোত্তমো দশরথস্তথা ঘোষালজাবুভৌ ॥৪৯৫

বাণশ্চোমাপতিঃ স্বল্পফুলিয়ামুখজাস্ত্রয়ঃ।
স্কন্দো দিগম্বরশ্চৈব তথা রত্নাকরাখ্যকঃ ॥৪৯৬

পুনঃ সমীকরণকে কাচনামুখজাস্তথা।
কৃষ্ণোঽর্জ্জুনাখ্যকশ্চৈব ভরতো ভাস্করস্তথা।
পৃথ্বীধরাখ্যকঃ পঞ্চ সমত্বে হ্যবধারিতাঃ ॥৪৯৭

একচত্বারিংশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ পৃথ্বীধর, গয়ঘড়বন্দ্যজ উষাপতি ও পদ্মনাভ, সাগরাদিয়াবন্দ্যজ জটাধর, আড়িয়ামুখজ লক্ষ্মণ ও শ্রীকর; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। দ্বিচত্বারিংশ সমীকরণে চৈতলিচট্টজ কুশধ্বজ, মহেশ, রঘুনাথ ও বিশম্ভর, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ত্রিচত্বারিংশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ লক্ষ্মণ, কাক, নিত্যানন্দ, নিধি ও লম্বোদর; সাগরদিয়াবন্দ্যজ বিষ্ণু, আড়িয়ামুখজ বিশম্ভর, বিজয়, নিধি ও বিষ্ণু; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। চতুশ্চত্বারিংশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ দিগম্বর, পশুপতি, শুক্লাম্বর, লক্ষ্মীপতি, দুর্গাবর; স্বল্পবাবলাবন্দ্যজ জনার্দ্দন, সাগরাদিয়াবন্দ্যজ শ্রীনিবাস, দিগম্বর, ব্যাস; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। পঞ্চচত্বারিংশ সমীকরণে বাবলাবন্দ্যজ গোপাল, যোগী, নারায়ণ; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। ষট্‌চত্বারিংশ সমীকরণে ফুলিয়ামুখজ বনমালী ও অনিরুদ্ধ, সাগরদিয়াবন্দ্যজ কৈতব, স্বল্পবাবলা-বন্দ্যজ নিত্যানন্দ, কৃত্তিবাস, গৌতম; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। সপ্তচত্বারিংশ সমীকরণে কাঞ্জিলালজ দুর্গাবর ও বাসুদেব, ঘোষালজ শূলপাণি, স্বল্পফুলিয়ামুখজ গদাধর, ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। অষ্ট-চত্বারিংশ সমীকরণে কাঞ্জিলালজ নরোত্তম ও দশরথ, ঘোষালজ বাণ ও উমাপতি, স্বল্পফুলিয়ামুখজ স্কন্দ, দিগম্বর ও রত্নাকর; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন। উনপঞ্চাশত্তম সমীকরণে কাচনামুখজ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভরত, ভাস্কর ও পৃথ্বীধর; ইহাঁরা সম হইয়াছিলেন।৪৮২—৪৯৭

যদা যবনভূপালৈস্তাড়িতাস্তে কুলীনজাঃ।
পূর্ব্বস্থানং পরিত্যজ্য নানাস্থানেষ্ববস্থিতাঃ ॥৪৯৮

গ্রামাখ্যাভ্যাং তথা কার্য্যৈস্তেষাং সংজ্ঞাভবৎ পৃথক্।
কাঁটাদিয়া বাবলা চ নপাড়া চ তথোন্দুরা ॥৪৯৯
সাগরদিয়া গড়ঘড়ো বন্দ্যজাঃ ষড়্বিধা মতাঃ।
খনিয়া পাটলিশ্চৈব দেহাটা চট্টজাস্ত্রিধা ॥৫০০
ফুলিয়া কাচনাচৈব আমাটা মুখজাস্ত্রিধা।
গ্রামনামানুসারেণ সংজ্ঞাচৈষাং পৃথক্ পৃথক্ ॥৫০১
বিশ্বেশ্বরমুখজস্তু বিশোমুখ ইতীরিতঃ।
জনার্দ্দনমুখজস্তু জনোমুখ উদাহৃতঃ ॥৫০২
বিভাকরচট্টজস্তু বিভোচট্টাখ্যকস্তথা।
ধনঞ্জয়চট্টজস্তু ধনোচট্টাভিধেয়কঃ ॥৫০৩
চৈতলিচট্টজশ্চৈব নাম্না চৈতলিচট্টকঃ।
নান্দাচট্ট ইতি খ্যাতস্তথা নন্দনচট্টজঃ ॥৫০৪
চট্টো মনোরথো বঙ্গভূষণোপাধিনা যুতঃ।
তদ্বংশীয়াস্তু বিজ্ঞেয়া বঙ্গভূষণচট্টজাঃ।
এষাং স্বনাম্না বিজ্ঞেয়া সংজ্ঞাচৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥৫০৫
চট্টঃ সর্ব্বেশ্বরশ্চৈব যজ্ঞশালাগ্নিরক্ষণাৎ।
অবসথীতি বিখ্যাতাস্তদ্বংশীয়া দ্বিজাতয়ঃ।
কার্য্যানুসারতো নাম্নাবসথীচট্টজাঃ স্মৃতাঃ ॥৫০৬
ফুলিয়ামুখজশ্রীমন্নৃসিংহানুজরামজাঃ।
খ্যাতাস্তে ঘটকৈঃ স্বল্পফুলিয়ামুখজা ইতি ॥৫০৭

যখন যবনভূপালগণকর্ত্তৃক উক্ত কুলীনজ ব্রাহ্মণগুলি তাড়িত হইয়া পূর্ব্বস্থানপরিত্যাগপূর্ব্বক নানাস্থানে অবস্থান করিলেন, তখন

গ্রাম, নাম ও কার্য্যানুসারে তাঁহাদের সংজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্ হইল; যথা, কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ, বাবলাবন্দ্যজ, নপাড়াবন্দ্যজ, উন্দুরাবন্দ্যজ, সাগরদিয়াবন্দ্যজ ও গয়ঘড়বন্দ্যজ; এই ছয় প্রকার বন্দ্যজ; খনিয়াচট্টজ, পাটুলিচট্টজ ও দেহাটাচট্টজ, এই তিন প্রকার চট্টজ; ফুলিয়ামুখজ কাচনামুখজ ও আমাটামুখজ, এই তিন প্রকার মুখজ। গ্রামনামানুসারে ইহাঁদের সংজ্ঞা পৃথক্ পৃথক হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরমুখজ বিশোমুখ, জনার্দ্দনমুখজ জনোমুখ, বিভাকরচট্টজ বিভোচট্ট, ধনঞ্জয়চট্টজ ধনোচট্ট, চৈতলিচট্টজ চৈতলিচট্ট, নন্দনচট্টজ নান্দাচট্ট বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বঙ্গভুষণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গভূষণচট্ট বলিয়া মনোরথচট্ট খ্যাত হন। তদবধি তদ্বংশজাত সন্তানদিগকে বঙ্গভূষণচট্টজ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাঁদের নামানুসারে সংজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে। সর্ব্বেশ্বরচট্ট যজ্ঞশালার অগ্নি রক্ষা করিতেন; এই নিমিত্ত তিনি অবসথীচট্টজ বলিয়া বিখ্যাত হন। তদ্বংশজাত সন্তানগণও অবসথী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহাঁরা কার্য্যানুসারে (অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষ অবসথী যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া) অবসথীচট্টজ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। ফুলিয়ামুখজ নৃসিংহানুজ রামের সন্তানদিগকে ঘটকাচার্য্যগণ স্বল্পফুলিয়ামুখজ বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন।৪৯৮—৫০৭

এবং সমীকরণঞ্চ শ্রুত্বা শ্রীদত্তখাসকঃ।
বিচার্য্য গুণদোষাদীন্ কুলীনানাং দ্বিজন্মনাম্ ॥৫০৮
সমীকরণকং কর্ত্তুমুদ্যতঃ স স্বয়ং যদা।
তদা কাঁটাদিয়াবন্দ্যশ্রীদাশরথিবংশজঃ।
উবাচ দত্তখাসং তমীশানো দ্বিজসত্তমঃ ॥৫০৯
আচারাদিনবগুণৈর্যুক্তা যে যে দ্বিজাতয়ঃ।
পুরা বল্লালসেনেন কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৫১০

তত্তদ্বংশীয়বিপ্রাণাং বহূনাঞ্চৈব সাম্প্রতম্।
আচারাদিগুণানান্তু লেশমাত্রং ন বিদ্যতে ॥৫১১
ইদানীন্তু কুলীনানাং কুলাচার্য্যগতং কুলম্।
গুণানাং নবসংখ্যানাং বিচারো নৈব দৃশ্যতে ॥৫১২
দোষা বহুবিধাঃ প্রাপ্তাঃ কুলীনানাং কুলেঽধুনা।
কুলং গুণগতং জ্ঞেয়ং ন বংশগতমেব চ ॥৫১৩
অতঃ পরীক্ষণং কৃত্বা গুণানাঞ্চৈব সাম্প্রতম্।
ষট্পঞ্চাশদ্গ্রামিণাং বৈ কুরু ত্বং কুলবন্ধনম্ ॥৫১৪
কুলাচার্য্যগণাঃ সর্ব্বে বহবস্তু কুলীনকাঃ।
শ্রুত্বা বাক্যং তদৈতদ্ধি তন্মতং নান্বমোদয়ন্ ॥৫১৫

দত্তখাস এইরূপে সমীকরণপ্রকার শ্রবণ করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণদিগের গুণ-দোষাদি বিচারপূর্ব্বক সমীকরণ করিতে যখন স্বয়ং উদ্যত হইলেন, তখন কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ দাশরথির বংশজাত দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঈশান দত্তখাসকে বলিতে লাগিলেন, যাঁহারা আচারাদিনবগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগকেই পূর্ব্বে বল্লালসেন কুলীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তত্তদ্বংশজাত বহুতর ব্রাহ্মণের আচারাদি গুণের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে কুল কুলাচার্য্যগত, অর্থাৎ কুলাচার্য্যেরা যাঁহাদিগকে কুলীন বলেন, তাঁহারাই কুলীন হন; তাঁহাদিগের নব গুণের বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে কুলীনদিগের কুলে বহুবিধ দোষ সংক্রান্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ কুল গুণগত, বংশগত নহে। অতএব আপনি ষট্পঞ্চাশদ্গ্রামী ব্রাহ্মণদিগের গুণ পরীক্ষা করিয়া এক্ষণে কুলবন্ধন করুন। ঈশানের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া সকল কুলাচার্য্য ও বহুতর কুলীন ব্রাহ্মণগণ তাহা অনুমোদন করিলেন না।৫০৮—৫১৫

অসম্মতস্তু বিপ্রাণাং বহূনাং সংনিবোধ্য বৈ।
কুলীনবংশজাতানাং সমীকরণকক্রমাৎ ॥৫১৬

ফুলিয়ামুখজশ্চৈব শ্রীবিদ্যাধরসংজ্ঞকঃ।
কাচনামুখজশ্চৈব শ্রীসদাশিবসংজ্ঞকঃ ॥৫১৭

অবসথীচটজশ্চ বলভদ্রো মহাকৃতী।
কাঁটাদিয়াবন্দ্যজৌ দ্বাবাদিত্যশ্চ দিগম্বরঃ ॥৫১৮

কাঞ্জিজো বাসুদেবশ্চ গাঙ্গজো মাধবাখ্যকঃ।
পূতিজস্তু বশিষ্ঠশ্চ দত্তখাসেন ধীমতা।
কুলীনত্বেন নির্দ্দিষ্টা দ্বিজা হেতেঽষ্টসংখ্যকাঃ ॥৫১৯

যদৈব দত্তখাসস্তু ব্রাহ্মণানষ্টসংখ্যকান্।
নবধা গুণসম্পন্নান্ কুলীনানকরোত্তদা ॥৫২০

ফুলিয়ামুখজশ্রীমন্নৃসিংহান্বয়জো বুধঃ।
বিদ্যাধরানুজশ্চৈব শ্রীগদাধরসংজ্ঞকঃ ॥৫২১

কাচনামুখজশ্রীমদ্‌দ্যাকরান্বয়জস্তথা।
সদাশিবস্যানুজশ্চ শ্রীমহেশ্বরসংজ্ঞকঃ ॥৫২২

তথা কাঁটাদিয়াবন্দ্যশ্রীদাশরথিবংশজঃ।
আদিত্যানুজ ঈশানঃ শিবো দিগম্বরানুজঃ ॥৫২৩

অবসথীচট্টজশ্রীতেকড়িকুলসম্ভবঃ।
বলভদ্রানুজশ্রীমদ্রাঘবঃ শাস্ত্রবিত্তমঃ ॥৫২৪

পূতিশ্রীমচ্চক্রপাণিসুতশ্রীদক্ষসংজ্ঞকঃ।
বশিষ্ঠস্যানুজশ্চৈব সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতঃ ॥৫২৫

কাঞ্জিশ্রীমৎকানুবংশ্যানিরুদ্ধাখ্যক এব চ।
বাসুদেবানুজো বিদ্বান্ ব্রহ্মকর্ম্মবিশারদঃ ॥৫২৬
গাঙ্গশ্রীমচ্ছিশোবংশসম্ভূতকেশবাখ্যকঃ।
মাধবস্যানুজো ধীরো বিপ্রাশ্চৈতেঽষ্টসংখ্যকাঃ ॥৫২৭
কুলীনকুলসম্ভূতাঃ সর্ব্বে বিদ্যাবিশারদাঃ।
আচারাদিগুণৈঃ পূর্ণা দোষসম্পর্কবর্জ্জিতাঃ।
দত্তখাসসভামধ্যাদুদতিষ্ঠন্ মহৌজসঃ ॥৫২৮

মন্ত্রী দত্তখাস ঈশানের বাক্যে বহু ব্রাহ্মণের অসম্মতি জানিয়া কুলীনবংশজাত ব্রাহ্মণদিগের সমীকরণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত আট জন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন। তাঁহাদের নাম; যথা, ফুলিয়ামুখজ বিদ্যাধর, কাচনামুখজ সদাশিব, অবসথীচট্টজ বলভদ্র, কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ আদিত্য ও দিগম্বর, কাঞ্জিজ বাসুদেব, গাঙ্গজ মাধব ও পূতিজ বশিষ্ঠ। নবধা গুণসম্পন্ন এই আটজন ব্রাহ্মণকে যখন দত্তখাস কুলীন করিলেন, তখন ফুলিয়ামুখজ নৃসিংহবংশজ বিদ্যাধরানুজ গদাধর; কাচনামুখজ ত্যাকরবংশজ সদাশিবের অনুজ মহেশ্বর; কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ দাশরথিবংশজ আদিত্যের অনুজ ঈশান ও দিগম্বরের অনুজ শিব; অবসথীচট্টজ তেকড়িবংশজ বলভদ্রের অনুজ রাঘব; পূতিজ চক্রপাণিপুত্র বশিষ্ঠের অনুজ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত দক্ষ; কাঞ্জিজ কানুবংশজাত বাসুদেবের অনুজ ব্রহ্মকর্ম্মনিপুণ বিদ্বান্ অনিরুদ্ধ; গাঙ্গজ শিশোবংশসম্ভূত মাধবানুজ কেশব; এই আটজন কুলীনকুলসম্ভূত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ আচারাদিনবগুণপূর্ণ দোষসম্পর্করহিত মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ দত্তখাসের সভা হইতে উত্থিত হইলেন।৫১৬—৫২৮

তেষাং তথাবিধং দৃষ্ট্বা শ্রোত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্।
পারিহালজগোবিন্দো বটব্যালজভূধরঃ ॥৫২৯

রামকৃষ্ণৌ কুলভিজৌ সর্ব্বঃ কেশরকোণিজঃ।
মাসচটকজৌ চৈব বিকর্ত্তনসুদর্শনৌ ॥৫৩০

পলসায়িজগোপালো গুড়জো মধুসূদনঃ।
তৈলবাটিজকৌতুকো হড়জস্তু ত্রিবিক্রমঃ ॥৫৩১

পীতাম্বরঃ পালধিজঃ কানুস্তু শিমলায়িজঃ।
শ্রীগর্ভঃ শ্রীনিবাসশ্চ শ্রীকান্তঃ শ্রীপতিস্তথা ॥৫৩২

চোৎখণ্ডিজাস্তু চত্বারো রাঘবশ্চ চতুর্ভুজঃ।
জহ্নু দুর্গাবরো ভীমঃ সর্ব্বানন্দো জনার্দ্দনঃ ॥৫৩৩

মহিন্ত্যাজাশ্চৈব সপ্ত মদনশ্চ হলায়ুধঃ।
অনন্তো মাধবো বিষ্ণুঃ পঞ্চ পিপ্পলিজাস্তথা ॥৫৩৪

মুরারিঃ কেশবাখ্যশ্চ দ্বৌতু ঘোষালবংশজৌ।
সাণ্ডেশ্বরীবংশজাতঃ শ্রীনারায়ণসংজ্ঞকঃ।
গদাধরাদিবিপ্রাণামভবন্ননুগামিনঃ ॥৫৩৫

দৃষ্ট্বা নির্গমনং তেষাং চত্বারিংশদ্দ্বিজন্মনাম্।
ক্রোধাবিষ্টো দত্তখাসঃ প্রোবাচ দ্বিজপুঙ্গবান্ ॥৫৩৬

মমাবমাননাং কৃত্বা গতা যে যে দ্বিজাতয়ঃ।
মচ্ছাশনাদ্ভবদ্ভি র্ন ব্যবহার্য্যাঃ কদাচন ॥৫৩৭

দত্তখাসস্য চাদেশং শ্রুত্বা তে দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
দ্বাবিংশতিগ্রামিণাস্তু চত্বারিংশন্মিতাস্তদা ॥৫৩৮

নৃপতেরপ্রিয়ে ভূত্বা স্বজ্ঞাতীনাং বিশেষতঃ।
বাসো নৈব বিধেয়ঃ স্যাদিত্যন্যোন্যং বিচার্য্য চ ॥৫৩৯

বিহায় রাঢ়দেশঞ্চ সদা কলহশঙ্কয়া।
অবাচীং ককুভং জগ্মু র্ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সহ ॥৫৪০
রাঢ়োড্রয়ো র্মধ্যদেশে চক্রুস্তে বসতিং দ্বিজাঃ।
তদা প্রভৃতি তে সর্ব্বে চত্বারিংশদ্ দ্বিজোত্তমাঃ।
মধ্যশ্রেণীতি (১) বিখ্যাতা মধ্যদেশনিবাসতঃ ॥৫৪১

তখন গদাধরপ্রভৃতির সভা হইতে উত্থান দেখিয়া মহাত্মা শ্রোত্রিয়-দিগের (অর্থাৎ সিদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগের) মধ্যে পারিহালবংশজ গোবিন্দ, বটব্যালবংশজ ভূধর, কুলভিবংশজ রাম ও কৃষ্ণ, কেশরকোণি-বংশজ সর্ব্ব, মাসচটকবংশজ বিকর্ত্তন ও সুদর্শন, পলসাইবংশজ গোপাল, গুড়বংশজ মধুসূদন, তৈলবাটীবংশজ কৌতুক, হড়বংশজ ত্রিবিক্রম, পালধিবংশজ পীতাম্বর, সিমলায়িবংশজ কানু, চোৎখণ্ডিবংশজ শ্রীগর্ভ, শ্রীনিবাস, শ্রীকান্ত ও শ্রীপতি, মহিন্ত্যাবংশজ রাঘব, চতুর্ভুজ, জহ্নু, দুর্গাবর, ভীম, সর্ব্বানন্দ ও জনার্দ্দন, পিপ্পলবংশজ মদন, হলায়ুধ, অনন্ত, মাধব ও বিষ্ণু, ঘোষালবংশজ মুরারি ও কেশব, সাণ্ডেশ্বরীবংশজ নারা-য়ণ, ইহাঁরা গদাধরপ্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের অনুগামী হইলেন। এই ৪০ জন ব্রাহ্মণের সভা হইতে নির্গমন দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট দত্তখাস ব্রাহ্মণদিগকে বলিতে লাগিলেন। যে ব্রাহ্মণগণ আমার অবজ্ঞা করিয়া সভা হইতে চলিয়া গেলেন, আমার আদেশ হেতু আপনারা তাঁহাদিগের সহিত কখনও ব্যবহার করিবেন না। অনন্তর দত্তখাসের এই আদেশ কর্ণ-গোচর হওয়ায় ২২গ্রামী ৪০ জন ব্রাহ্মণবর, পরস্পর এই যুক্তি করি-লেন যে, রাজার, বিশেষতঃ স্ব স্ব জ্ঞাতিবর্গের অপ্রিয় হইয়া আমাদের

(১) 'মধ্যশ্রেণী'—এইটী ইহাঁদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 'মধ্যদেশী রাঢ়ীয় শ্রেণী' এইটী সম্পূর্ণ পরিচয়।

এ দেশে বাস করা কদাচ বিধেয় নহে। সর্ব্বদা কলহ ঘটিবে এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা রাঢ়দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যাপুত্রাদির সহিত দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ রাঢ় ও ওড্রদেশের মধ্যদেশে বাস করিলেন এবং তদবধি ঐ ৪০ জন সদ্ব্রাহ্মণ মধ্যদেশে বাসহেতু মধ্যশ্রেণী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।৫২৯—৫৪১

শ্রুত্বা নির্গমনং তেষাং রাঢ়দেশাদ্ দ্বিজন্মনাম্।
দত্তখাসো দ্বিজান্ সর্ব্বান্ রাঢ়স্থানানয়ৎ পুনঃ॥৫৪২

দেশকালানুসারেণ গুণদোষান্ বিচার্য্য চ।
কুলানাং নিয়মং চক্রে পুনরেব দ্বিজন্মনাম্॥৫৪৩

কুলীনানাং পুরাহ্যাসীদ্ গৌণো মুখ্য ইতি দ্বিধা।
শ্রোত্রিয়াচরণাচ্চৈব গৌণাচারবিবর্জ্জনাৎ॥৫৪৪

শ্রোত্রিয়ত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ সর্ব্বে গৌণকুলীনকাঃ।
গুণদোষবিমিশ্রা যে তে খ্যাতাঃ শ্রোত্রিয়া ইতি॥৫৪৫

তেষাং চতুর্ব্বিধং চক্রে গুণদোষানুসারতঃ।
সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাচ্চৈব দ্বিজন্মনাম্॥৫৪৬

অল্পদোষান্বিতাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাস্তু বহুদোষকাঃ।
সুসিদ্ধাস্তে সমাখ্যাতা গুণসম্বন্ধবর্জ্জিতাঃ॥৫৪৭

পঞ্চগোত্রাতিরিক্তা যে তথাতিরিক্তগ্রামিণঃ।
অমিত্রা ইতি বিজ্ঞেয়া নিন্দিতাস্তে দ্বিজাতিভিঃ॥৫৪৮

পিপ্পলী দিণ্ডী দীর্ঘাঙ্গী সিদ্ধা এতে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
মহিন্ত্যা পারিহালশ্চ হড়শ্চৈব তথা গুড়ঃ॥৫৪৯

সাধ্যাশ্চত্বার এবৈতে পীতমুণ্ডী চ গড়গড়িঃ।
কুশারিঃ পাকড়াশী চ পোষলী পালধিস্তথা ॥৫৫০
শিমুলী শিমলায়ী চ বটব্যালোঽম্বুলিস্তথা।
কাঞ্জাড়ী মাসচটকঃ পলসায়ী চ সিদ্ধলঃ ॥৫৫১
পূর্ব্বগ্রামী সিয়ারিশ্চ বালী কুসুমকুলিকঃ।
ভূরিশ্রেষ্ঠো বাপুলিকঃ পালিঃ শাটেশ্বরী তথা ॥৫৫২
বসুয়ারি দর্গ্ধবাটী তৈলবাটী চ সাহুরিঃ।
দায়ারি র্নন্দী নায়ারিঃ কড়িয়ালস্তথৈব চ ॥৫৫৩
ঘণ্টা কুলভিশ্চোৎখণ্ডী মূলী রায়ী চ ঘোষলী।
কেশরো হিজ্জলঃ সেউ ঝিকো বোকট্ট এব চ।
একচত্বারিংশদেতে সুসিদ্ধা গ্রামবাসিনঃ ॥৫৫৪

উক্ত ব্রাহ্মণগণের রাঢ় দেশ হইতে নির্গমন শুনিয়া দত্তখাস রাঢ়-দেশস্থ সকল ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার আনাইলেন। দেশকালানুসারে গুণদোষ বিচার করিয়া তাঁহাদের পুনর্ব্বার কুলের নিয়ম করিলেন। পূর্ব্বে মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকার কুলীন ছিলেন; এক্ষণে গৌণ কুলীন-দিগের শ্রোত্রিয়বৎ আচরণ ও গৌণাচারবর্জ্জনহেতু গৌণ কুলীন-দিগকে শ্রোত্রিয় করিলেন। যাঁহারা গুণদোষমিশ্রিত তাঁহারা শ্রোত্রিয় ছিলেন। গুণদোষের তারতম্যহেতু তাঁহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন; যথা—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। যাঁহারা অল্প-দোষান্বিত তাঁহারা সিদ্ধ। যাঁহারা বহুদোষযুক্ত তাঁহারা সাধ্য। যাঁহারা গুণসম্পর্কবর্জ্জিত তাঁহারা সুসিদ্ধ। যাঁহারা পঞ্চগোত্রাতিরিক্ত ও অতিরিক্তগ্রামী, তাঁহারা অরি; তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের নিন্দিত। পিপ্পলী, দিণ্ডী ও দীর্ঘাঙ্গী, এই তিন গ্রামী সিদ্ধ। মহিন্ত্যা, পারিহাল,

হড় ও গুড়, এই চারি গ্রামী সাধ্য। পীতমুণ্ডী, গড়গড়ি কুশারি, পাকড়াশী, পোশলী, পালধি, শিমুলী, শিমলায়ী, বটব্যাল, অম্বুলি, কাঞ্জাড়ী, মাশচটক, পলশায়ী, সিদ্ধল, পূর্ব্বগ্রামী, শিয়ারি, বালী, কুসুমকুলি, ভূরিশ্রেষ্ঠ, বাপুলি, পালি, শাটেশ্বরী, বসুয়ারি, দগ্ধবাটী, তৈলবাটী, সাহুরি, দায়ারি, নন্দী, নায়ারি, কড়িয়াল, ঘণ্টা, কুলভি, চোংখণ্ডী, মুলী, রায়ী, ঘোষলী, কেশর, হিজ্জল, সেউ, ঝিক ও বোকট্ট, এই ৪১ গ্রামী সুসিদ্ধ।৫৪২—৫৫৪

ভট্টগ্রামী পুংসিকশ্চ ভাদাড়ী দীঘলস্তথা।
কেয়াড়ী চ পিতারিশ্চ ষড়েতে গ্রামবাসিনঃ।
অমিত্রা ইতি নির্ণীতাঃ কৃত্বা তেষাং পরীক্ষণম্ ॥৫৫৫

কিয়ৎকালব্যতীতে তু পুনরাহূয় তান্ দ্বিজান্।
গুণদোষাদিকং তেষাং বিচার্য্য চ বিশেষতঃ ॥৫৫৬

পাটলিচট্টজাঃ ষড়্ বৈ কান্মুর্ধনপতিস্তথা।
শ্রীমাংশ্চৈব তিলায়িশ্চ বশিষ্ঠঃ শ্রীনৃসিংহকঃ ॥৫৫৭

কাঁটাদিয়াবন্দ্যজৌ দ্বৌ সর্ব্বানন্দাখ্যকস্তথা।
পীতাম্বরাভিধেয়শ্চ বিপ্রাশ্চৈবাষ্টসংখ্যকাঃ।
কুলীনত্বেন নির্দ্দিষ্টা দত্তখাসেন ধীমতা ॥ ৫৫৮

ততঃ পুনঃ কিয়ৎকালব্যতীতে দত্তখাসকঃ।
সমাহূয় কুলীনাংশ্চ কৃত্বা তেষাং পরীক্ষণম্ ॥৫৫৯

অবসথীচট্টজাস্তু শ্রীকণ্ঠশ্চ সদাশিবঃ।
কাহ্নারিশ্ছকড়িশ্চৈব সত্যবাংশ্চন্দ্রসংজ্ঞকঃ ॥৫৬০

দিগম্বরোহর্জ্জুনশ্চাষ্টৌ দেহাটাচট্টজাস্ত্রয়ঃ।
জটাধরো দানপতি স্তথা শ্রীপতিসংজ্ঞকঃ।
দত্তখাসেন নির্ণীতা এতে সমকুলীনকাঃ ॥৫৬১

ভট্টগ্রামী, পুংসিক, ভাদাড়ী, দীঘল, কেয়াড়ী ও পিতারি; এই ছয় গ্রামী অরি। কিছুকাল গত হইলে মন্ত্রী দত্তখাস পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বিশেষরূপে গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক পাটলিচট্টজ কানু, ধনপতি, শ্রীমান্, তিলায়ি, বশিষ্ঠ ও নৃসিংহ, কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ সর্ব্বানন্দ ও পীতাম্বর, এই আটজনকে কুলীন করিলেন। কিছুকালের পর দত্তখাস আবার কুলীনদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের পরীক্ষা-পূর্ব্বক অবসথীচট্টজ শ্রীকণ্ঠ, সদাশিব, কাহ্নারি, ছকড়ি, সত্যবান্, চন্দ্র, দিগম্বর ও অর্জ্জুন, এই আটজন এবং দেহাটাচট্টজ জটাধর, দানপতি ও শ্রীপতি, এই তিনজনকে সমান কুলীন করিলেন।৫৫৫—৫৬১

ততঃ পুনঃ কিয়ৎকালব্যতীতে দত্তখাসকঃ।
সর্ব্বান্ কুলীনানাহূয় কৃত্বা তেষাং পরীক্ষণম্ ॥৫৬২
অবসথীচট্টজস্তু নিধারিশ্চ বিভাকরঃ।
পশুঃ কানু র্ভৈরবশ্চ বলভদ্রস্তথৈব চ ॥৫৬৩
নথায়িঃ শ্রীনিবাসশ্চ কৃত্তিবাসাভিধেয়কঃ।
হরেকৃষ্ণো দশমিতাঃ পূতিশুক্লাম্বরস্তথা।
কুলীনত্বেন নির্দ্দিষ্টা গুণপূর্ণাশ্চ সত্তমাঃ ॥৫৬৪
মন্ত্রী শ্রীদত্তখাসস্তু কিয়ৎকালান্তরে পুনঃ।
কুলনাশকরান্ দোষান্ দ্বিজানাঞ্চাবলোক্য সঃ।
দ্বিজানাহূয় চোবাচ মদ্বাক্যং শৃণুত দ্বিজাঃ ॥৫৬৫

কন্যাপুংসোরভাবেন রণ্ডিকাগমনাদপি।
পিতৃমাতৃবিহীনায়াঃ (১) কন্যায়াঃ পাণিপীড়নে ॥৫৬৬
জীবতঃ পিণ্ডদানেন (২) স্বজনাক্ষিপ্ত এব চ।
জন্মান্ধো নাস্তিকঃ কুষ্ঠী খোড়ো চ ব্রহ্মহা তথা ॥৫৬৭
বলাৎকারবিবাহে চ ত্যাজ্যপুত্রে তথৈব চ।
নীচবংশ্যপোষ্যপুত্রে (৩) পর্য্যায়ভঙ্গ এব চ ॥৫৬৮
কন্যাবহির্গমাচ্চৈব নীচোদ্‌বাহে তথৈব চ।
অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনাম্নী (৪) সগোত্রজা (৫) ॥৫৬৯

(১) যস্যা ভ্রাতা নচৈবাস্তি ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কয়া ॥ ইতি মনুঃ।

(২) বিদেশস্থস্য বার্ত্তাঞ্চ দ্বাদশাব্দং ন বেত্তি চেৎ।
প্রেতাবধারণং কৃত্বা তস্য শ্রাদ্ধাদিকং চরেৎ ॥
শৌচশ্রাদ্ধাদৌ সম্পন্নে গৃহে প্রত্যাগতো যদি।
সগোত্রৈর্ব্যবহার্য্যো ন স্বকুলাদ্ ভ্রশ্যতে স হি॥ ইতি

(৩) 'স্বগোত্রঃ পরগোত্রো বা পোষ্যপুত্রঃ কুলং দহেৎ' ইতি প্রাচীনকুলাচার্য্যবচনাৎ সামান্যতঃ পোষ্যপুত্রঃ কুলনাশকরঃ নীচবংশ্য ইতি অধিকদোষার্থম্।

(৪) মাতুর্যন্নাম গুহ্যং স্যাৎ সুপ্রসিদ্ধমথাপি বা।
তন্নাম্নী যা ভবেৎ কন্যা মাতৃনাম্নীং প্রচক্ষতে ॥
প্রমাদাদ্ যদি গৃহ্নীয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
ততশ্চান্দ্রায়ণং কৃত্বা তাং কন্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ইতি প্রাচীনস্মৃতিঃ।

(৫) সগোত্রাঞ্চেদমত্যা উপযচ্ছেৎ মাতৃবদেনাং বিভৃয়াদিতি বৌধায়নস্মৃতিঃ।

দুষ্টাঙ্গহীনা(৬) জন্মান্ধা এতাসাং পাণিপীড়নে।
অগ্নিদগ্ধাকৃতোদ্‌বাহে(৭) হ্যযাজ্যযাজনে তথা ॥৫৭০
পঞ্চবিংশতিদোষাশ্চ কুলহীনকরাঃ স্মৃতাঃ।
ভবদ্‌ভি র্বৈ সদা নূনং বর্জ্জ্যাশ্চৈতে ন সংশয়ঃ ॥৫৭১

অনন্তর কিয়ৎকালের পর দত্তখাস সকল কুলীনদিগকে আনাইয়া তাঁহাদিগের পরীক্ষা করিয়া অবসথীচট্টজ নিধায়ি, বিভাকর, পশু, কানু, ভৈরব, বলভদ্র, নথায়ি, শ্রীনিবাস, কৃত্তিবাস ও হরেকৃষ্ণ এবং পূতিজ শুক্লাম্বর, এই ১১জন গুণপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কুলীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিয়ৎকালের পর মন্ত্রী দত্তখাস ব্রাহ্মণদিগের কুলনাশকর দোষ দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। কন্যাপুত্রের অভাবে, রণ্ডিকাগমনে, পিতৃহীনা ও ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে বিবাহ করিলে, জীবিত ব্যক্তির পিণ্ড-দানে, পিতৃকুলে, মাতৃকুলে, পিতৃবন্ধুকুলে ও মাতৃবন্ধুকুলে বিবাহ করিলে, জন্মান্ধ হইলে, কুষ্ঠী হইলে, খোড়ী অর্থাৎ রাক্ষস বিবাহ করিলে, ব্রহ্মঘাতী হইলে, বলাৎকার করিয়া বিবাহ করিলে, ত্যাজ্য পুত্র হইলে, নীচ বংশের পোষ্যপুত্র হইলে, পর্য্যায়ভঙ্গ হইলে, পিতার অসম্মতিতে কন্যাকে বাহির করিয়া আনিলে, নীচবিবাহে, অন্যপূর্ব্বা, বয়োজ্যেষ্ঠা, মাতৃনাম্নী,

(৬) রোগিণীঞ্চাধিকাঙ্গাঞ্চ হ্যঙ্গহীনাং তথৈব চ।
নোদ্‌বহেত ক্বচিৎ কন্যাং তথৈবাধিকলোমিকাম্॥
ইতি প্রাচীনকুলাচার্য্যাঃ।

(৭) অতিপাতকিনো জাতা মহাপাতকিনস্তথা।
অগ্নিদগ্ধেতি সা কন্যা কুলজ্ঞেন প্রকীর্ত্তিতা॥
ইতি প্রাচীনকুলাচার্য্যাঃ।

সগোত্রজা, দূষিতা, অঙ্গহীনা ও জন্মান্ধা কন্যাকে বিবাহ করিলে, অগ্নিদগ্ধা অর্থাৎ অতিপাতকী বা মহাপাতকীর কন্যাকে বিবাহ করিলে এবং অযাজ্যযাজন করিলে, এই পঞ্চবিংশতিপ্রকার দোষে কুলনাশ হয়; আপনারা সর্ব্বদা এই দোষগুলিকে অবশ্য বর্জ্জন করিবেন।৫৬২—৫৭১

এবং নির্ধার্য্য বিপ্রাণাং কুলীনানাং কুলপ্রথাঃ।
কাকং মনোহরং শোভাকরঞ্চৈব প্রভাকরম্ ॥৫৭২

বিভাকরঞ্চ পঞ্চৈতান্ পূতিবংশসমুদ্ভবান্।
খনিয়াচট্টজৌ দ্বৌতু ছয়িং হেরম্বকং তথা ॥৫৭৩

অবসথীচট্টজন্তু মকরন্দাভিধেয়কম্।
কুলীনান্ কৃতবান্ মন্ত্রী বিপ্রান্ পূর্ণগুণান্বিতান্ ॥৫৭৪

ততঃ স দত্তখাসস্তু বিপ্রং ভূধরপূতিজম্।
বিদ্যাবুদ্ধিগুণৈঃ পূর্ণং শ্রীমচ্ছোভাকরাখ্যকম্ ॥৫৭৫

শাকে বাণাক্ষকাগ্নীন্দুমিতে বিপ্রানুমোদিতঃ।
রাঢ়ীয়ানাং দ্বিজাতীনাং কুলাচার্য্যেঽভ্যযোজয়ৎ ॥৫৭৬

মন্ত্রী দত্তখাস এইরূপে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কুলপ্রথা নির্ধারণ করিয়া কাক, মনোহর, শোভাকর, প্রভাকর ও বিভাকর, পূতিবংশজ এই পাঁচজন, খনিয়াচট্টজ ছয়ি ও হেরম্ব, এই দুইজন এবং অবসথীচট্টজ মকরন্দ, এই পূর্ণগুণান্বিত ব্রাহ্মণদিগকে কুলীন করিলেন। অনন্তর দত্তখাস ভূধরপূতিজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও গুণে অলঙ্কৃত শ্রীশোভাকরকে ১৩২৫ শাকে ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।৫৭২—৫৭৬

কংসনারায়ণস্যান্তে তৎসুতো যদুনামকঃ।
পিতৃরাজ্যাভিষিক্তস্তু যবনত্বং গতঃ স্বয়ম্ ॥৫৭৭

ততো যবনভূপালা বহবো দুষ্টমানসাঃ।
গৌড়দেশাধিপা আসন্ বিপ্রদ্বেষণতৎপরাঃ ॥৫৭৮

পুনর্বিতাড়িতা বিপ্রা যবনৈশ্চ বিধর্ম্মিভিঃ।
বিপ্রাণাং জাতিনাশার্থং চক্রুশ্চেষ্টাং সদৈব তে ॥৫৭৯

শ্রুতিস্মৃতিকুলগ্রন্থপুরাণানি চ যানি চ।
বলাদ্ বিপ্রগৃহান্নীত্বা চক্রুস্তে তানি ভস্মসাৎ ॥৫৮০
হিত্বা গৌড়ং পুনর্বিপ্রা নানাদেশেষবস্থিতাঃ।
জাতিধর্ম্মকুলভ্রষ্টা স্তদা স্যুস্তে বহুদ্বিজাঃ ॥৫৮১

পরে কংসনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্র পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং যবনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে দুষ্টচিত্ত যবনভূপালগণ গৌড়দেশের অধিপতি হইয়া ব্রাহ্মণবিদ্বেষে তৎপর হইল। এইরূপে বিধর্ম্মী যবনগণকর্ত্তৃক বিপ্রগণ পুনর্ব্বার তাড়িত হইলেন। তাহারা ব্রাহ্মণদিগের গৃহ হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, কুলগ্রন্থ ও পুরাণ সকল বলপূর্ব্বক লইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিত। ব্রাহ্মণগণ পুনর্ব্বার গৌড় পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে যবনদিগের উপদ্রবে অনেক ব্রাহ্মণ জাতি, ধর্ম্ম ও কুল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।৫৭৭—৫৮১

ততো যবনবংশীয়ো হিন্দুধর্ম্মপ্রিয়ো নৃপঃ। (১)
শাকে চতুর্দ্দশশতে কশ্চিদ্ গৌড়েশ্বরোহভূৎ ॥৫৮২

---

(১) হোসেন সা।

দয়াদাক্ষিণ্যসংযুক্তঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
ন্যায়মার্গানুসারেণ স এবাপালয়ৎ প্রজাঃ ॥৫৮৩
স্থানভ্রষ্টং কুলভ্রষ্টং বহূনান্তু দ্বিজন্মনাম্।
পুরা যবনভূপালৈঃ কৃতঞ্চৈব দুরাত্মভিঃ ॥৫৮৪
ইতি শ্রুত্বা নরপতি গৌড়স্থান্ দ্বিজপুঙ্গবান্।
আনায় প্রাহ যবনাদ্ ভয়ং মা কুরুত দ্বিজাঃ ॥৫৮৫
ততঃ প্রার্থনয়া তেষাং গৌড়েশশ্চাগ্রজন্মনাম্।
বন্দ্যাদেবীবরঞ্চৈব কুলাচার্য্যে ন্যযোজয়ৎ ॥৫৮৬
কুলগ্রন্থাশ্চ যবনৈর্দগ্ধা বংশাবলী তথা।
প্রপেদিরে ন কুত্রাপি তদ্ধ্যুপায়েন কেনচিৎ ॥৫৮৭
অরাজকত্বাদ্ বিপ্রাণাং কুলীনানাং কুলে তদা।
দৃষ্ট্বা দোষান্ বহূংশ্চৈব চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্ ॥৫৮৮
কামরূপে মহাপীঠে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কে।
তত্র দেবীবরো গত্বা কামাখ্যাং কামদাং শিবাম্।
একাগ্রেণৈব মনসা পক্ষত্রয়মরাধয়ৎ ॥৫৮৯
ততঃ প্রসন্না সা দেবী বিপ্রাণাং কুলবন্ধনে।
দেবীবরে বরং প্রাদাৎ ত্রিকালজ্ঞো ভবেতি চ ॥৫৯০
কুলাচার্য্যগণৈঃ সাকং সংমন্ত্র্য বিবিধং পুনঃ।
দোষাণাং তারতম্যঞ্চ কুলীনানাং দ্বিজন্মনাম্ ॥৫৯১
দেবীবরপ্রসাদেন বিশেষেণাবলোক্য সঃ।
দ্বিখবেন্দুমে শাকে মেলবন্ধং চকার সঃ ॥৫৯২

মেলবন্ধবিধানেচ্ছুঃ প্রত্যাখ্যাতো মহামনাঃ।
দেবীবরস্তদা তেষাং মুখ্যৈর্মধ্যনিবাসিনাম্ ॥৫৯৩

শুদ্ধানাং (১) নো মেলবন্ধো বিফলো ন্যূনতাপ্রদঃ।
ত্রিকালজ্ঞেন ভবতা কিমর্থমনুভূয়তে ॥৫৯৪

পরে চতুর্দ্দশ শত শাকে একজন হিন্দুধর্ম্মপ্রিয় যবন ভূপতি গৌড় রাজ্য অধিকার করেন। তিনি দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং ন্যায়মার্গানুসারে প্রজা পালন করিতেন। দুরাত্মা যবন ভূপালগণ অনেক ব্রাহ্মণের স্থানভ্রংশ ও কুলভ্রংশ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া নরপতি গৌড়স্থ মুখ্য ব্রাহ্মাণগণকে আনাইয়া বলিতে লাগিলেন ; দ্বিজগণ! আপনারা আর যবন হইতে ভয় করিবেন না। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনায় গৌড়েশ্বর বন্দ্যকুলোদ্ভব দেবীবরকে কুলাচার্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। যবনেরা কুলগ্রন্থ ও বংশাবলী দগ্ধ করিয়াছিল, সেইজন্য কোন স্থলে কোন উপায়দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন না। অরাজকত্বহেতু কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কুলে বহুতর দোষ ঘটনা হইয়াছে দেখিয়া দেবীবর দুরপনেয় চিন্তা প্রাপ্ত হইলেন। তখন দেবীবর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহাপীঠ কামরূপে গমন করিয়া কামপ্রদা কামাখ্যা দেবীকে একাগ্রমনে ত্রিপক্ষকাল আরাধনা করিলেন। পরে কামাখ্যা প্রসন্না হইয়া বর দিয়া বলিলেন, দেবীবর! তুমি ব্রাহ্মণদিগের কুলবন্ধন

(১) যে সময় মধ্যদেশী রাঢ়ীয় সমাজের মুখ্যগণ দেবীবরকে প্রত্যাখান করেন, তখন তাঁহাদিগের সমাজ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধই ছিল ; কারণ তাঁহারা মেদিনীপুর জেলায় নিরুপদ্রবে বহুকাল বাস করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় এক্ষণে ইহাঁদিগের সমাজেও শুক্রবিক্রয়াদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে।

বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ হও। পরে দেবীবর কুলাচার্য্যগণের সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া দেবীর বরপ্রভাবে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের দোষ গুণের তারতম্য বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া চতুর্দ্দশ শত দুই শাকে মেল বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবীবর মেল বন্ধনের ইচ্ছা করিয়া মধ্যদেশনিবাসিগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের মুখ্যগণ (১) এই বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, আমরা শুদ্ধ আছি; আমাদের মেলবন্ধন অনাবশ্যক ও উহা করিলে আমাদের ন্যূনতা প্রকাশ হইবে; আপনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়া ইহার আবশ্যকতা কি জন্য অনুভব করিতেছেন? ৫২৮—৫৯৪

একত্র কুলদোষাণাং বহূনাঞ্চৈব মেলনাৎ।
বন্দ্যদেবীবরণৈব মেল ইত্যুচ্যতে তদা ॥৫৯৫
কেচিন্মেলাঃ প্রকৃত্যাখ্যাঃ (২) কেচিত্তদ্গ্রামনামতঃ।
কেচিৎ প্রকৃত্যুপাধ্যাখ্যাঃ কেচিত্তদ্দোষনামকাঃ ॥৫৯৬
মেলাঃ প্রকৃতিনামানো দ্বাবিংশতিরুদাহৃতাঃ।
প্রকৃতিগ্রামনামান স্তথা ষট্ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৫৯৭
ত্রয়োঽপ্যুপাধিনামানঃ পঞ্চ তদ্দোষনামকাঃ।
ষট্ত্রিংশৎসংখ্যকা এতে মেলাশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৫৯৮

---

(১) মেদিনীপুর জেলার পিণ্ডরুয়ী গ্রামে সভা হইয়াছিল; গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহাঁর শ্লীপদরোগ ছিল; অদ্যাপিও মধ্যদেশী রাঢ়ীয়সমাজে পুত্রকন্যার বিবাহকালে ইহাঁর সম্মানের জন্য তৈলহরিদ্রা প্রদান করা হয়। ভেমুয়ার বর্ত্তমান ভট্টাচার্য্যগণ ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের অধস্তন দশম পুরুষ।

(২) যস্যাঃ প্রক্রিয়তে বস্তু প্রকৃতিঃ সৈব কথ্যতে। ইতি কুলাচার্য্যাঃ।

এই সময় দেবীবর বহুতর কুলদোষের একত্র মেলন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা মেল নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন মেলের নাম প্রকৃতি, অর্থাৎ যাহা হইতে মেলের উৎপত্তি হয়; কোন মেল তদ্‌গ্রাম নামে আখ্যাত; কাহার নাম প্রকৃত্যুপাধি; কোন মেল তদ্দোষ নামে আখ্যাত; প্রকৃতি মেল ২২ প্রকার, প্রকৃতিগ্রাম ৬ প্রকার; উপাধিনামা মেল ৩ প্রকার, এবং তদ্দোষনামা মেল ৫ প্রকার; এই রূপে ৩৬ প্রকার মেল কথিত হইয়াছে।৫৯৫—৫৯৮

দ্বাবিংশাঃ (১) কুলনায়কেন প্রকৃতে র্নাম্না কৃতা বল্লভী
সর্ব্বানন্দসুরায়িকৌ তদপরশ্চট্টাদিকো রাঘবী।
প্রাজ্ঞো ভৈরবসংজ্ঞকো হি ঘটকো মাধারিচান্দায়িকৌ
বিখ্যাতৌ বিজয়াদিপণ্ডিতশতানন্দাদিখানাখ্যকৌ ॥৫৯৯
সন্ মালাধরখানকো দশরথঃ কাকুৎস্থচন্দ্রাপতী
গোপালো ঘটকাখ্য এব সুমতি র্বিদ্যাধরঃ সৎকৃতী।
ধন্যো রাঘবঘোষলী চ শুভরাজাখ্যঃ শ্রিয়াবর্দ্ধিনী
শ্রীরঙ্গাখ্যধরাধরৌ চ পরমানন্দাখ্যমিশ্রশ্ছয়ী ॥৬০০
ফুলিয়া খড়্‌দো দেহাটা বাঙ্গালো বালিসংজ্ঞকঃ।
নড়িয়া ষড়িমে মেলাঃ প্রকৃতেগ্র্ামনামতঃ ॥৬০১
প্রকৃত্যুপাধিনামানস্ত্রয়ঃ পণ্ডিতরত্নকঃ।
আচম্বিতাভিধেয়শ্চ তথৈবাচার্য্যশেখরী ॥৬০২

(১) দ্বাবিংশত্যা সংখ্যয়েত্যর্থঃ যুক্তা ইতি দ্বাবিংশাঃ। যদ্যপি "দশাদে র্ডো যুতে শতাদৌ" ইত্যত্র শতসহস্রয়োরেব গ্রহণং তথাপ্যত্র অধ্যাহার্য্যমেলশব্দস্যাতিদেশঃ শিষ্টপ্রয়োগাৎ সোঢ়ব্যঃ অভিধানাদ্‌ বা কথঞ্চিৎ সমাধেয়ঃ।

ছায়ী চ পারিহালশ্চ সর্ব্বানন্দঃ শুভাদিকঃ।
প্রমোদনা হরিমজুম্‌দারী পঞ্চৈব দোষজাঃ ॥৬০৩

কুলাচার্য্য দেবীবর প্রকৃতির নামানুসারে ২২টী মেল করিলেন। তাহাদিগের নাম; যথা, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, সুরায়ী, চট্টরাঘবী, ভৈরবঘটকী, মাধাই, চান্দায়ি, বিজয়পণ্ডিতী, শতানন্দখানী, মালাধরখানী, দশরথঘটকী, কাকুৎস্থী, চন্দ্রাপতি, গোপালঘটকী, বিদ্যাধরী, রাঘবঘোষলী, শুভরাজখানী, শ্রীবর্দ্ধনী, রঙ্গভট্টী, ধরাধরী, পরমানন্দমিশ্রী ও ছয়ী। প্রকৃতির গ্রামের নামানুসারে ৬টী মেল হইয়াছে; যথা, ফুলিয়া, খড়দ, দেহাটা, বাঙ্গাল, বালি ও নড়িয়া। প্রকৃতির উপাধির নামানুসারে ৩টী মেল হইয়াছে; যথা, পণ্ডিতরত্নী, আচম্বিতা ও আচার্য্যশেখরী। প্রকৃতির দোষানুসারে ৫টী মেল হইয়াছে; যথা, ছায়ী, পারিহাল, শুভসর্ব্বানন্দী, প্রমোদনী ও হরিমজুম্‌দারী। ৫৯৯—৬০৩

ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যকানাঞ্চ মেলানাং ত্রিবিধা মতাঃ।
জাতিগঃ কুলগশ্চৈব শ্রোত্রিয়গ ইতি ক্রমাৎ ॥৬০৪

কলুকোচকদোষেণ মেলো বিজয়পণ্ডিতী।
চট্টরাঘববাঙ্গালৌ বিদ্যাধরধরাধরৌ ॥৬০৫
বেড়ুয়াহাড়িদোষেণ মেলঃ পণ্ডিতরত্নকঃ।
ফুল্লঃ পণ্ডিতরত্নী চ দেহাটা ভৈরবোঽপি চ ॥৬০৬
কাকুৎস্থী চ শতানন্দী শ্রীমদ্‌দশরথাখ্যকঃ।
মালাধরী হরিমজুম্‌দারী চ শুভরাজকঃ ॥৬০৭
শুভসর্ব্বাদিনন্দী চ যবনৈকাদশ স্মৃতাঃ।
জাতিদোষাশ্চ বিজ্ঞেয়া মেলাশ্চৈতে দ্বিজন্মনাম্ ॥৬০৮

একো বৈ কলুদোষেণ তথৈকঃ কোচদোষতঃ।
হলান্তকেন চৈকস্তু হেড়য়া চ ত্রয়স্তথা ॥৬০৯
দ্বৌ বৈ রজকদোষেণ চৈকো বেড়ুয়য়াপি চ।
তথা যবনদোষেণ মেলাশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥৬১০
আচার্য্যশেখরী সর্ব্বানন্দী দেহাটিকা তথা।
প্রমোদনী চ কাকুৎস্থী নড়িয়া তদনন্তরম্ ॥৬১১
শ্রীবর্দ্ধনী তথা মালাধরী রাঘবঘোষলী।
নবৈতে রণ্ডদোষেণ মেলা দেবীবরোদিতাঃ ॥৬১২
বল্লভী চ তথা সর্ব্বানন্দী মাধায়ীভৈরবৌ।
দাশরথী শতানন্দী কাকুৎস্থী সপ্ত পিণ্ডজাঃ ॥৬১৩
সর্ব্বানন্দী পণ্ডিতাখ্যঃ শ্রীবর্দ্ধনী প্রমোদনী।
আচম্বিতা চ চান্দায়ী ষড়্ বিপর্য্যায়তঃ স্মৃতাঃ ॥৬১৪

এই ছত্রিশটী মেল জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত; এই রূপে আবার ত্রিবিধ হয়। কলু ও কোচদোষে বিজয়পণ্ডিতী, চট্টরাঘবী, বাঙ্গালপাশী, বিদ্যাধরী ও ধরাধরী। বেড়ুয়া হাড়িদোষে পণ্ডিতরত্নী মেল। যবনদোষে ফুলিয়া, পণ্ডিতরত্নী, দেহাটা, ভৈরবঘটকী, কাকুৎস্থী শতানন্দখানী, দশরথঘটকী, মালাধরী, হরিমজুমদারী, শুভরাজখানী, শুভসর্ব্বানন্দী, এই ১১টী মেল। ব্রাহ্মণদিগের এই সকল মেল জাতিদোষ হেতু হইয়াছে। কলুদোষে একটী, কোচদোষে একটী, হলান্তক দোষে একটী, হাড়িদোষে তিনটী, রজকদোষে দুইটী, বেড়ুয়াদোষে একটী এবং যবনদোষে একাদশটী। আচার্য্যশেখরী, সর্ব্বানন্দী, দেহাটা, প্রমোদনী, কাকুৎস্থী, নড়িয়া, শ্রীবর্দ্ধনী, মালাধরী ও রাঘবঘোষলী, এই নয়টী মেল রণ্ডদোষে হইয়াছে। বল্লভী, সর্ব্বানন্দী,

মাধায়ী, ভৈরবঘটকী, দশরথঘটকী, শতানন্দী ও কাকুৎস্থী, এই সাতটী মেল পিণ্ডদোষে হইয়াছে। সর্ব্বানন্দী, পণ্ডিতা, শ্রীবর্দ্ধনী, প্রমোদনী, আচম্বিতা ও চান্দায়ী, এই ছয়টী বিপর্য্যায়দোষে হইয়াছে।৬০৪—৬১৪

ছায়াচার্য্যকশেখরী হরিমজুম্‌দারী শতানন্দকঃ
সর্ব্বানন্দকভৈরবাখ্যঘটকৌ শ্রীবর্দ্ধনীসংজ্ঞকঃ।
শ্রীমদ্রাঘবঘোষলী চ নড়িয়াখ্যাতস্তথাচম্বিতা
বিপ্রাণাস্তু প্রমোদনী ছয়ি রিমে খ্যাতা বলাদ্দ্বাদশ ॥৬১৫

পণ্ডিতরত্নী চ দেহাটা স্বজনাদোষজাবুভৌ।
দ্বাবন্যপূর্ব্বাদোষেণ ছায়াচৈব সুরায়িকঃ ॥৬১৬

গোপালঘটকী বিদ্যাধরী সচ্চট্টরাঘবী।
বালির্দশরথী চৈব পরমানন্দমিশ্রকঃ।
শ্রীরঙ্গভট্টী সপ্তৈতে মেলাশ্চ খোড়িদোষতঃ ॥৬১৭

চান্দায়িশ্চৈব মাধায়ি দ্বৌ ব্রহ্মবধদোষতঃ।
তথৈবাচম্বিতা মেলঃ পিতৃসন্ত্যক্তদোষতঃ ॥৬১৮

দশরথঘটকশ্চ পরমানন্দমিশ্রকঃ।
শুভরাজকখানী চ শুভসর্ব্বাদিনন্দকঃ ॥৬১৯

তথা হরিমজুম্‌দারী পঞ্চ কন্যাবহির্গমাৎ।
কুলদোষাদ্ দ্বিজাতীনাং মেলাশ্চৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৬২০

মেলা রণ্ডসমুদ্ভবা নবমিতাঃ সপ্তৈব পিণ্ডোদ্ভবা
মেলা দ্বাদশ বৈ বলাৎ খলু বিপর্য্যায়েণ ষট্‌সংখ্যকাঃ।
খোড়্যা সপ্ত চ যুগ্মকৌ স্বজনয়া দ্বাবন্যপূর্ব্বাভবা-
বেকস্ত্বত্র বিবর্জ্জনাদ্ দ্বিজবধাদ্ দ্বৌ পঞ্চ কন্যাগমাৎ ॥৬২১

ছায়া, আচার্য্যশেখরী, হরিমজুমদারী, শতানন্দী, সর্ব্বানন্দী, ভৈরবঘটকী, শ্রীবর্দ্ধনী, রাঘবঘোষলী, নড়িয়া, আচম্বিতা, প্রমোদনী ও ছয়ি, এই ১২টী মেল বলাৎকার দোষে হইয়াছে। পণ্ডিতরত্নী ও দেহাটা, এই দুইটী স্বজনাক্ষেপ দোষে। ছায়া ও সুরায়ী, এই দুইটী অন্যপূর্ব্বা দোষে। গোপালঘটকী, বিদ্যাধরী, চট্টরাঘবী, বালি, দশরথঘটকী, পরমানন্দমিশ্রী ও রঙ্গভট্টী, এই সাতটী মেল খোড়ী দোষে। চান্দায়ি ও মাধায়ি, এই দুইটী মেল ব্রহ্মবধ দোষে। আচম্বিতা মেল ত্যাজ্যপুত্র দোষে। দশরথঘটকী, পরমানন্দমিশ্রী, শুভরাজখানী, শুভসর্ব্বানন্দী ও হরিমজুমদারী, এই পাঁচটী মেল কন্যাবহির্গম দোষে। এই মেলগুলি ব্রাহ্মণদিগের কুলদোষ হইতে হইয়াছে। রণ্ডদোষে নয়টী, পিণ্ডদোষে সাতটী, বলাৎকারদোষে দ্বাদশটী, বিপর্য্যায়দোষে ছয়টী, খোড়ীদোষে সাতটী, স্বজনাক্ষেপদোষে দুইটী, অন্যপূর্ব্বাদোষে দুইটী, ত্যাজ্যপুত্রদোষে একটী, ব্রহ্মবধদোষে দুইটী ও কন্যাবহির্গমদোষে পাঁচটী মেল হইয়াছে।৬১৫—৬২১

শ্রীমৎশতানন্দকপারিহালৌ শ্রীরঙ্গকঃ পণ্ডিতরত্নকশ্চ।
চত্বার এবাত্র চ পারিদোষাদ্ বালিশ্চ রঙ্গঃ কুলভেশ্চ তৌ দ্বৌ ॥৬২২

মাধায়িশ্চৈব চান্দায়িঃ শ্রীবর্দ্ধনপ্রমোদনৌ।
চোৎখণ্ডিতোঽপি চত্বারো বালিঃ কেশরদোষতঃ ॥৬২৩

খড়্দঃ পণ্ডিতরত্নকশ্চ পরমানন্দাখ্যমিশ্রস্ততঃ
শ্রীমচ্চট্টকরাঘবী হরিমজুমদারী তথাচম্বিতা।
খ্যাতশ্চেৎ শুভরাজখানকপরো মাধায়িচান্দায়িকো
দিণ্ডীদোষভবা নবৈব কৃতিনা দেবীবরেণোদিতাঃ ॥৬২৪

দেহাটা চ তথা চন্দ্রাপতি র্বিদ্যাধরাখ্যকঃ।
তথা হরিমজুমদারী চত্বারঃ পীতমুণ্ডিতঃ ॥৬২৫
বিদ্যাধরাচার্য্যকশেখরাখ্যৌ শ্রীবর্দ্ধনীচট্টজরাঘবাখ্যৌ।
মাধায়িচান্দায়িকসংজ্ঞকৌ দ্বাবাচম্বিতাশ্রীবিজয়াখ্যমেলৌ ॥৬২৬
শ্রীরঙ্গভট্টী গুড়তো নবামী খড়্দোঽপি চেৎ পিপ্পলদোষজাতঃ।
সর্ব্বাদিনন্দী শুভরাজখানী বালির্মহিস্ত্যাভিরিতি প্রদিষ্টাঃ ॥৬২৭
শ্রিয়ারঙ্গোভট্টী খলু বিমলমাধায়িক ইতি
শুভঃ সর্ব্বানন্দা তদনু শুভগোপালঘটকী।
সমং শ্রীবর্দ্ধিন্যা শুভনরপখানী সুবিদিতা
সমুক্তা দোষজ্ঞৈ র্ধ্রুবমিতি হড়ৈনৈবং ষড়মী ॥৬২৮
গোপালঘটকী বিদ্যাধরী চন্দ্রাপতিস্তথা।
আচম্বিতা বল্লভী চ খড়্দঃ শ্রীবর্দ্ধিনীতি চ ॥৬২৯
ধরাধরী চ শ্রীরঙ্গভট্ট্যমী নবসংখ্যকাঃ।
গড়্গড়িদোষতো মেলাঃ প্রোক্তা দেবীবরেণ বৈ ॥৬৩০

পারিহালদোষে শতানন্দী, পারিহাল, রঙ্গভট্টী ও পণ্ডিতরত্নী, এই চারিটী মেল। কুলভিদোষে বালি ও রঙ্গভট্টী, এই দুইটী মেল। চোৎখণ্ডীদোষে মাধায়ী, চান্দায়ী, শ্রীবর্দ্ধিনী ও প্রমোদনী, এই চারিটী মেল। কেশরকোণিদোষে বালি এই মেল। দিগুীদোষে খড়্দ, পণ্ডিতরত্নী, পরমানন্দমিশ্রী, চট্টরাঘবী, হরিমজুমদারী, আচম্বিতা, শুভরাজখানী, মাধায়ী ও চান্দায়ী, এই নয়টী। পীতমুণ্ডীদোষে দেহাটা, চন্দ্রাপতি, বিদ্যাধরী ও হরিমজুমদারী, এই চারিটী মেল। গুড়দোষে বিদ্যাধরী, আচার্য্যশেখরী, শ্রীবর্দ্ধিনী, চট্টরাঘবী, মাধায়ী, চান্দায়ী, আচম্বিতা, বিজয়পণ্ডিতী ও শ্রীরঙ্গভট্টী, এই নয়টী মেল। পিপ্পলীদোষে

খড়্দ মেল। মহিন্ত্যাদোষে সর্ব্বানন্দী, শুভরাজখানী ও বালি, এই তিনটী মেল। হড়দোষে শ্রীরঙ্গভট্টী, মাধাযী, শুভসর্ব্বানন্দী, গোপাল-ঘটকী, শ্রীবর্দ্ধিনী, শুভরাজখানী, এই ছয়টী মেল বিজ্ঞ দেবীবর-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। গড়গড়িদোষে গোপালঘটকী, বিদ্যাধরী, চন্দ্রাপতি, আচম্বিতা, বল্লভী, খড়্দ, শ্রীবর্দ্ধিনী, ধরাধরী, শ্রীরঙ্গভট্টী, এই নয়টী মেল দেবীবর বলিয়াছেন।৬২২—৬৩০

পারিদোষেণ চত্বারো দ্বৌ বৈ কুলভিদোষতঃ।
চোৎখণ্ডিতোঽপি চত্বার একঃ কেশরদোষতঃ ॥৬৩১

নবৈব দিগুীদোষেণ চত্বারঃ পীতমুণ্ডিতঃ।
মহিন্ত্যাভিস্ত্রয়ো মেলা নবৈব গুড়দোষতঃ ॥৬৩২

একঃ পিপ্পলিদোষেণ ষড়েতে হড়দোষতঃ।
নব গড়্গড়িদোষেণ মেলাঃ শ্রোত্রিয়দোষজাঃ ॥৬৩৩

মেলা দ্বাদশসংখ্যকা মুখকুলে বন্দ্যেষু চৈকাদশ
প্রোক্তাশ্চট্টকুলে নবৈব কুশিনা দ্বৌ পূতিকে চ স্মৃতৌ।
একো ঘোষকুলেষু গাঙ্গলিকুলে খ্যাতস্তথৈকঃ পুনঃ
শ্রীদেবীবরকেণ ভাববশতঃ প্রোক্তাঃ পৃথক্ত্বেন বৈ ॥৬৩৪

আদৌ দোষকদম্বমেলনবশান্মেলাভিধেয়ো মতঃ
মেলানাঞ্চ তথান্তরে কুলবতাং নাম্নোঽস্তি মেলঃ ক্বচিৎ
দোষাণাং গুরুলাঘবঞ্চ সহসা দৃষ্ট্বা পুনর্মেলিনাং
ভাবো ভাগক এব যূথকমিতি শ্রেণীত্রয়ং বৈ তদা ॥৬৩৫

শ্রীদেবীবরকেণ সৎকুলবিদা ধীরেণ নির্ধারিতং
ভাবো দূষিতমেলিভিঃ সহ সমাবেশাচ্চ সম্মেলিনাম্।

ভাগোঽমেলিভিরগ্রজৈঃ সহ সদা সম্মেলিনাং মেলনাদ্
যূথানামপি মেলিনাং মলবতাং সম্মেলনাদ্ যূথকম্ ॥৬৩৬

পারিদোষে চারিটী, কুলভিদোষে দুইটী, চোৎখণ্ডীদোষে চারিটী, কেশরদোষে একটী, দিগুীদোষে নয়টী, পীতমুণ্ডীদোষে চারিটী, মহিন্ত্যা-দোষে তিনটী, গুড়দোষে নয়টী, পিপ্পলীদোষে একটী, হড়দোষে ছয়টী, গড়গড়িদোষে নয়টী মেল হইয়াছে; এইগুলি শ্রোত্রিয়দোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মুখকুলে ১২টী, বন্দ্যকুলে ১১টী, চট্টকুলে ৯টী, পূতি-তুণ্ডকুলে ২টী, ঘোষালকুলে ১টী, এই মেলগুলি ভাববশতঃ দেবীবর পৃথক্ পৃথক্ বলিয়াছেন। প্রথমতঃ দোষসমূহের মেলহেতু মেল নাম হয়; কুলীনগণের মেলের মধ্যে আর মেল নাই; তবে দোষ সকলের গুরু-লাঘব সহসা লক্ষ্য করিয়া মেলিগণের ভাব, ভাগ ও যূথ, এই তিনশ্রেণী সৎকুলবিৎ স্থিরবুদ্ধি দেবীবর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দূষিত মেলীর সহিত সম্মেলীর মেলন হইলে ভাব হয়, অসম্মেলীর সহিত অমেলীর মেলন হইলে ভাগ হয় এবং দূষিত মেলীদিগের পরস্পর মেলন হইলে যূথ হয়।৬৩১—৬৩৬

মেলে খড়দহকে চ ভাগা যজ্ঞেশ্বরী তথা।
হরিমিশ্রী বৈদ্যনাথী পঞ্চানর্থীতি সংজ্ঞিতাঃ ॥৬৩৭
তথৈব হড়সিদ্ধান্তী ভাবাস্তু পঞ্চসংখ্যকাঃ।
জ্ঞেয়াঃ কাশ্যপকাঞ্জাড়ী ত্রিদোষী চন্দ্রবল্লভী ॥৬৩৮
সনাতনী চ রজনীকরী বৈ কুলদোষজাঃ।
ভাগস্তু বল্লভীমেলে গোবিন্দখোড়ীসংজ্ঞকঃ ॥৬৩৯
ছায়ামেলে তু বিজ্ঞেয়ো ভাগশ্চ বালনামকঃ।
ফুলিয়ামেলকে ভাবো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৬৪০

ভাবৌ দ্বৌ ফুলিয়ামেলে জ্ঞেয়ৌ মাধবরায়িকঃ।
নারায়ণাদিদাসী চ দেবীবরসমীরিতৌ ॥৬৪১
জাতিগৈঃ সহ মেলঃ স্যাজ্জাতিদোষজমেলিনাম্।
কুলগৈঃ কুলগানাঞ্চ শ্রোত্রিয়গতদোষজৈঃ।
মেলৈঃ শ্রোত্রিয়গানাঞ্চ বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥৬৪২
পুরা নবগুণৈরেব কৌলীন্যমবধারিতম্। (১)
দেবীবরেণ কেবলপরিবর্ত্তেন (২) কীর্ত্তিতম্ ॥৬৪৩
প্রদানাদানকর্ম্মভ্যাং মুখ্যো বিনিময়ঃ স্মৃতঃ।
তদভাবেঽপি গৌণাঃ স্যুঃ পরিবর্ত্তাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥৬৪৪
আদানাদ্ বা প্রদানাদ্ বা কুশত্যাগাত্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ ॥৬৪৫

খড়দহমেলে পাঁচটী ভাগ; যথা, যজ্ঞেশ্বরী, হরিমিশ্রী, বৈগুনাথী, পঞ্চানর্থী ও হড়সিদ্ধান্তী। উক্ত মেলে পাঁচটী ভাব; যথা, কাশ্যপ-কাঞ্জাড়ী, ত্রিদোষী, চন্দ্রবল্লভী, সনাতনী ও রজনীকরী; এইগুলি কুলদোষ হইতে জন্মিয়াছে। বল্লভীমেলে গোবিন্দখোড়ীনামক ভাগ আছে। ছায়ামেলে বালনামক ভাগ আছে। ফুলিয়ামেলে দুইটী ভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবীবর এই দুইটী ভাবকে মাধবরায়ী ও নারায়ণদাসী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জাতিদোষজ মেলীর সহিত জাতিদোষজ মেলীর মেল হইবে, কুলদোষজ মেলীর সহিত কুলদোষজ মেলীর মেল

(১) বল্লালকৃতলক্ষণান্তর্গতবিশিষ্টানামাদানপ্রদানবিনিময়কুলান্যতরকৃত্যানবচ্ছিন্নপরিবর্ত্তত্বং কুলীনত্বমিতি নিশ্চয়ার্থঃ।

(২) প্রদানাদানাদিষট্কান্যতমত্বে সতি মানামানান্যতরসমফলকব্যাপারত্বং পরিবর্ত্তত্বম্।

হইবে এবং শ্রোত্রিয়দোষজ মেলীর সহিত শ্রোত্রিয়দোষজ মেলীর মেল হইবে। ইহার বিপরীত হইলে বিপর্য্যয় হইবে। পূর্ব্বে আচারাদি নব-গুণকে অবলম্বন করিয়া কৌলীন্য অবধারিত ছিল; দেবীবর কেবল পরিবর্ত্তদ্বারা কৌলীন্য স্থাপন করিলেন। আদান ও প্রদানদ্বারা যে পরিবর্ত্ত, তাহাই মুখ্যপরিবর্ত্ত; তদভাবে গৌণপরিবর্ত্ত; তাহা চারি প্রকার; যথা, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা।৬৩৭—৬৪৫

সৎকুলীনস্য দোষোঽভূদ্ গুণেন সহ মার্জ্জনা।
অকৃতকরণে নাস্তি দোষে দোষেণ মার্জ্জনম্ ॥৬৪৬
ভ্রাতুষ্পুত্রে বরো দেয়োঽবিদ্যমানে দ্বয়োঃ স্মৃতঃ।
উচ্যতে ন কুলজ্ঞেন যদি ন স্যাদতাতকঃ ॥৬৪৭
ন্যূনেনাপ্যধিকেনাপি গ্রহণেন পরস্পরম্।
উদ্বাহদূষিতানাঞ্চ যতঃ কন্যা ততঃ কুলম্ ॥৬৪৮
বংশজস্তু (১) কুলীনায় দদ্যাৎ কন্যাং সদৈব হি।
দত্ত্বা কন্যাং বংশজায় কুলীনো বংশজো ভবেৎ ॥৬৪৯
পর্য্যায়িষু কুলীনেষু ন্যূনেষ্বপ্যধিকেষু চ।
প্রদানে গ্রহণে চৈব কন্যায়াঃ পুত্রতুল্যতা ॥৬৫০
স্বেচ্ছয়া পণমাদায় পুত্রীং দদ্যাদ্ য এব হি।
সদোষায় কুলীনায় তৎক্ষণাৎ সমতাং ব্রজেৎ ॥৬৫১
ন্যূনঃ কশ্চিৎ কুলীনস্য হরতে বৈ সুতং বলাৎ।
পিতরং ন স্পৃশেদ্দোষো যদি ন স্যাদ্ গতাগতম্ ॥৬৫২
রোগযুক্তা চ কন্যা চ দোষযুক্তশ্চ পুত্রকঃ।
প্রদানাদানকর্ম্মভ্যাং তদ্দোষস্তত্র গচ্ছতি ॥৬৫৩

---

(১) বিবাহদূষিতত্বে সতি পরিবর্ত্তরহিতত্বং বংশজত্বম্।

পিতুশ্চানুমতি র্বাক্যং সপর্য্যায়সুতাগ্রহে।
বরসংজ্ঞা ভবেদেষা ত্রিষু তৎসংজ্ঞিতা ভবেৎ ॥৬৫৪
পুত্রঃ পৌত্রো ভ্রাতুষ্পুত্র এতে চ লোকবিশ্রুতাঃ।
অভাবে পুত্রপৌত্রাণাং ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রিতা ॥৬৫৫

সৎকুলের দোষ হইলে গুণের সহিত মার্জ্জনা হয়। অকৃতকরণ হইলে দোষের দ্বারা দোষের মার্জ্জনা হয় না। যদি বর তাতশূন্য না হয়, তাহা হইলে পুত্র ও পৌত্রের অবিদ্যমানে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বর দিবে, অর্থাৎ নিজের সমান মর্য্যাদাপন্ন ও পর্য্যায়যুক্ত হইবার অনুমতি দিবে। ন্যূন বা অধিকের সহিত পরস্পর গ্রহণ হইলে বিবাহদোষীদিগের যে কুলের কন্যা সেই কুলপ্রাপ্তি ঘটিবে। বংশজ সর্ব্বদা কুলীনকে কন্যাদান করিবে। যদি কুলীন হইয়া বংশজকে কন্যাদান করে, তাহা হইলে কুলীন বংশজ হইবে। সমপর্য্যায় কুলীনে, ন্যূন বা অধিকে আদানপ্রদানবিষয়ে কন্যা পুত্রের তুল্য হয়। যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পণ গ্রহণ করিয়া দোষযুক্ত কুলীনকে কন্যা প্রদান করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমতাপ্রাপ্ত হয়। যদি কোন ন্যূন ব্যক্তি কুলীনের পুত্রকে বলপূর্ব্বক হরণ করে এবং যদি যাতায়াত না থাকে, তাহা হইলে সে দোষ তাহার পিতাকে স্পর্শ করেনা। যদি রোগযুক্তা কন্যা ও দোষযুক্ত পুত্র হয়, তাহা হইলে আদানপ্রদানকর্ম্মজ দোষ পিতাকে স্পর্শ করে। সপর্য্যায়কন্যাগ্রহণে যদি পিতার অনুমতি-বাক্য থাকে, তাহা হইলে পুত্রের বরসংজ্ঞা হয়; এইরূপে পৌত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরও বরসংজ্ঞা হইয়া থাকে। পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাঁরা লোক-বিদিত; পুত্র ও পৌত্রের অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা পুত্রবত্তা হয়। ৬৪৬—৬৫৫

সম্বন্ধিনং প্রদাতারং কুলীনকুলকর্ম্মণি।
যোগিনং ভ্রাতরং তাতং মাতরং পৌত্রমেব চ।

অন্যঞ্চ জ্ঞাতিবর্গঞ্চ (১) তদন্যং লোকগর্হিতম্ ॥৬৫৬
যোগী চ ন হি সর্ব্বত্র ভিন্নগোত্রে পৃথক্ পৃথক্।
অচ্ছিদ্রাবধারণে চ যোগে চৈব নিবন্ধনাৎ ॥৬৫৭
পিতর্য্যসন্নিধৌ পুত্রে ত্বনুপনীতসংজ্ঞকে।
ভর্ত্তুঃ কুলার্থং কন্যাঞ্চ পত্নী দাত্রী কুলে বিধিঃ ॥৬৫৮
বরং দাতুং ক্ষমানূঢ়া পিতুর্গেহে চ কন্যকা।
স্থিতাস্থিতাপি সাপ্যূঢ়া ননান্দৃস্পর্শনাবধি ॥৬৫৯
বরং দাতুং ক্ষমা কন্যা সৎপিতুঃ কুলসম্ভবে।
ভ্রাতরি ভ্রাতুষ্পুত্রে বা পিতৃব্যজে হ্যভাবতঃ।
অসন্নিধৌ যতঃ পুংসাং পরিবর্ত্তেষ্বয়ং বিধিঃ ॥৬৬০
যৎকুলস্থা ভবেৎ কন্যা তৎকুলে বরদায়িকা।
এককন্যাবরো দেয় এককন্যাবিপর্য্যয়ঃ।
এককন্যা ভবেদ্ যত্র একেন সহিতং কুলম্ ॥৬৬১
অকৃতী কৃতিনং গচ্ছেৎ ক্ষেম্যভাবং প্রযাতি চ।
অভ্যাবৃত্ত্যা (২) ভবেদ্ভঙ্গঃ প্রধানস্যৈব ধীমতঃ ॥৬৬২

কুলীনদিগের কুলকর্ম্মে সম্বন্ধী, সম্প্রদাতা, যোগী, ভ্রাতা, পিতা, মাতা, পৌত্র এবং জ্ঞাতিবর্গকে সহায় জানিবে; এতদ্ভিন্ন হইলে লোক-নিন্দিত জানিবে। যোগী অর্থাৎ উপায়জ্ঞ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না; ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন যোগী দুর্লভ; কিন্তু কুলকর্ম্মে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও উপায়সৃষ্টি—এ বিষয়ে যোগীর আবশ্যকতা আছে। পিতা যদি না থাকেন, পুত্রটী যদি অনুপনীত হয়, তাহা হইলে ভর্ত্তার কুলরক্ষার নিমিত্ত

(১) সহায়ং বিদ্যাদিত্যধ্যাহার্য্যম্।

(২) একজনে ভিন্নাংশে বারদ্বয়ং কর্ম্ম অভ্যাবৃত্তিঃ।

পত্নী কন্যাদান করিবেন, ইহাই কুলবিধি। অনূঢ়া কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া বর দিতে পারে। ঊঢ়া কন্যা পিতার গৃহে থাকুক বা না থাকুক, যে পর্য্যন্ত না তাহার ননদের বিবাহ হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত বর দিতে পারিবে। কন্যা সৎপিতার কুলরক্ষার নিমিত্ত ভ্রাতাকে বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে, তদভাবে পিতৃব্যপুত্রকেও বরদান করিতে পারে; যেহেতু পুরুষ না থাকিলে পরিবর্ত্তবিষয়ে এই প্রকার বিধি। কন্যা যে কুলে উৎপন্না, সেই কুলে বর দিতে পারে এবং এক কন্যা বরদান করিতে পারে ও এক কন্যার বিপর্য্যয় হয়। যেখানে একই কন্যা হইবে, সেখানে একের সহিতই কুল হইবে। যদি অকৃতী কৃতীকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষেম্যভাব হয়। এক ব্যক্তিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বারদ্বয় কর্ম্ম করিলে প্রধানেরই ভঙ্গ হইবে।৬৫৬—৬৬২

ততো দেবীবরস্যান্তে শাকেঽব্ধিখবিধীন্দুমে।
মত্তাতঃ শ্রীধ্রুবানন্দঃ কুলাচার্য্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৬৬৩
দৃষ্ট্বা মেলিকুলীনানাং তদা মেলব্যতিক্রমম্।
দ্বিজানুরোধতস্তেন কৃতা বৈ মেলকারিকা ॥৬৬৪
প্রত্যেকস্য চ মেলস্য মেলোঽন্যঃ প্রতিযোগিকঃ। (১)
তস্যাং মেলকারিকায়াং মৎপিত্রাচাবধারিতঃ ॥৬৬৫
প্রতিযোগিমেলিনা চ কৃতে তু কুলকর্ম্মণি।
তন্মেলভুক্তোঽপি পুনঃ পূর্ব্বমেলান্ন দুষ্যতি ॥৬৬৬
যো যস্য প্রতিযোগী স্যাত্তেন তস্য কুলক্রিয়া।
কুলকার্য্যে কৃতে চৈব নিম্নেন প্রতিযোগিনা।
নিম্নমেলমবাপ্নোতি পূর্ব্বমেলাচ্চ দুষ্যতি ॥৬৭৭

(১) বাধ্যবাধকতয়োভয়োঃ পরস্পরসমযোগ্যত্বং প্রতিযোগিত্বম্।

স পুনরুচ্চমেলে তু কুলকর্ম্ম করোতি চেৎ।
তৎসংসর্গাদুচ্চমেলো দূষিতঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥৬৬৮
মেলৌ দ্বৌ প্রতিযোগিকৌ চ ফুলিয়া খড়্দস্তথা বল্লভী
সর্ব্বানন্দিক এব পণ্ডিতপরো রত্নী চ বাঙ্গালকঃ।
ছায়া চৈব সুরায়িকঃ খলু তথাচার্য্যাদিকঃ শেখরী
গোপালো ঘটকাখ্য এব বিদিতশ্চট্টোপুরো রাঘবী ॥৬৬৯
খ্যাতঃ শ্রীবিজয়াদিপণ্ডিতপরো মাধায়িচান্দায়িকৌ
সদ্বিদ্যাধরপারিহালকৃতিনৌ শ্রীরঙ্গভট্টী ততঃ।
শ্রীযুক্তা হি সুমোদনী তদপরো বালিশ্চ চন্দ্রাপতি
র্বিদ্যাদায়িতয়ান্বিতঃ কৃতিশতানন্দাদিখানঃ পরঃ ॥৬৭০
প্রাজ্ঞো ভৈরবসংজ্ঞকো হি ঘটকঃ কাকুৎস্থিরাচন্বিতা
দেহাটা চ ধরাধরী দশরথী ধীরশ্ছয়িশ্চাপরঃ।
সন্মালাধরখানকোঽপি নড়িয়া শ্রীবর্দ্ধিনী তৎপরঃ
শ্রীমান্ সর্ব্বগুণান্বিতো হি পরমানন্দাখ্যমিশ্রস্ততঃ ॥৬৭১
ধন্যো রাঘবঘোষলী চ শুভরাজাদ্যাদিখানঃ পরঃ
সর্ব্বানন্দিপরঃ শুভোহরিমজুম্‌দারীতি ষট্ত্রিংশকঃ।
উক্তানাং মুখতঃ ক্রমাদ্ধি পরগানাং মেলিনাং বৈ তদা
হীনত্বস্তু সমীরিতঞ্চ ঘটকৈ র্মর্য্যাদয়া সত্তমৈঃ ॥৬৭২
বিদ্বদ্ভি র্বৈ কুলাচার্য্যৈঃ কুলচর্চ্চা দ্বিজন্মনাম্।
সদা কার্য্যা যতো ন্যস্তং কুলাচার্য্যকরে কুলম্ ॥৬৭৩
অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামঘটনাৎ পুনঃ ॥৬৭৪

বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্।
শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ কুলরক্ষকাঃ ॥৬৭৫
যবনৈশ্চ হৃতং সর্ব্বং পুর্ব্বং বৈ কুলপুস্তকম্।
যেষাং শ্রমপ্রযত্নৈশ্চ পুনঃ সংস্থাপিতং কুলম্ ॥৬৭৬
তস্মাৎ কুলাচার্য্যগণান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
যেষাং প্রসাদাৎ কুলজ্ঞাঃ কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৬৭৭

ইতি শ্রীসর্ব্বানন্দমিশ্রসংগৃহীতকুলতত্ত্বার্ণবঃ সমাপ্তঃ।

এইরূপে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধন করিয়া দেবীবর পরলোকগত হইলে ১৪০৭ শাকে আমার পিতা ধ্রুবানন্দ মিশ্র কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন মেলী কুলীনদিগের মেলব্যতিক্রম দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে তিনি মেলকারিকা রচনা করেন। প্রত্যেক মেলের যে অন্য প্রতিযোগী মেল, তাহা আমার পিতা মেলকারিকায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। প্রতিযোগী মেলীর সহিত কুলকর্ম্ম করিলে সেই মেলযুক্ত হইলেও পূর্ব্ব মেল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। যে যাহার প্রতিযোগী, তাহার সহিত তাহার কুলক্রিয়া হইবে; নিম্ন মেলে কুলকর্ম্ম করিলে নিম্নমেলী হইয়া পূর্ব্ব মেল হইতে ভ্রষ্ট হইবে। সেই ব্যক্তি যদি আবার উচ্চ মেলে কুলকর্ম্ম করে, তাহা হইলে তৎসংসর্গবশতঃ উচ্চ মেলও দূষিত হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যে মেলের যে প্রতিযোগী, তাহা বলা হইতেছে; যথা, ফুলিয়া ও খড়্দ; বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী; পণ্ডিতরত্নী ও বাঙ্গালপাশী; ছায়া ও সুরায়ি; আচার্য্যশেখরী ও গোপালঘটকী; চট্টরাঘবী ও বিজয়-পণ্ডিতী; মাধায়ি ও চান্দায়ি; বিদ্যাধরী ও পারিহাল; রঙ্গভট্টী ও প্রমোদনী; বালি ও চন্দ্রাপতি; শতানন্দখানী ও ভৈরবঘটকী; কাকুৎস্থী ও আচম্বিতা; দেহাটা ও ধরাধরী; দশরথঘটকী ও ছয়ী; মালাধর-

থানী ও নড়িয়া; শ্রীবর্দ্ধিনী ও পরমানন্দমিশ্রী; রাঘবঘোষলী ও শুভরাজখানী; শুভসর্ব্বানন্দী ও হরিমজুমদারী। এই যে ৩৬টী মেল বলা হইল, ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর গুলি মর্য্যাদায় হীন, এইরূপ ঘটকবিশারদগণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্বান্ কুলাচার্য্যগণের সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের কুলচর্চ্চা করা বিধেয়; যে হেতু কুল কুলাচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। যে মহাজনগণ অংশ, বংশ ও দোষের বৃত্তান্ত জানেন, তাঁহারাই ঘটকপদবাচ্য; নামমাত্র গ্রহণে ঘটক হয় না। রাজা বল্লালসেনের অধিকারে কুলীন ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং দেবতা, শ্রোত্রিয়গণ সুমেরুগিরি ও কুলাচার্য্যগণ কুলরক্ষক ছিলেন। পূর্ব্বে যবনগণ সমস্ত কুলপুস্তক হরণ করিয়াছিল। যাঁহাদিগের যত্নে ও পরিশ্রমে পুনর্ব্বার কুল সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যাঁহাদিগের প্রসাদে কুলজগণ কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই কুলাচার্য্যগণের অবমাননা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ৬৬৩—৬৭৭

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।